প্রেমের পাথার।

(ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত।)

শ্রীনিত্যবোধ বিদ্যারত্ন-প্রণীত।

প্রকাশক,—শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
৯৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,

১৩১১।

১০ই পৌষ, রবিবার।

Calcutta:
Printed by T. C. Ash, at the
VICTORIA PRESS,
2, Goabagan Street.



প্রেমের পাথার।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(নবাবের দরবার।)

উজীর, সভাসদ্‌গণ, বন্দনাকারিণীগণ ইত্যাদি।

গীত।

বন্দনাকারিণীগণ। মওলা নেহি তেরা সানী তু হ্যায় বেমিশাল্।

শারি দুনিয়া ফানি, তুঝকো মগর, হ্যায় নেহি জওয়াল্॥

শুকুর কর্‌তেহেঁ তেরা,

তুনে এয়সা শা দিয়া,

যো হ্যায় বহুৎ খুব্‌ খেয়াল্‌:

খোদা! তু হ্যায় বেমিশাল্।

মেহের্‌সে তেরে, সব হো, আবনেহাল॥

১৫০০

১ম সভাসদ্। সচ্ হ্যায়। অনেক পুণ্যফলে শা-আলমের মত বাদশা পাওয়া যায়।

২য় সভাসদ্। বাস্তবিকই বাদশার দানশক্তির কথা ভাব্‌লে বিস্মিত হ'য়ে যেতে হয়। যাচককে ফেরাব না, এই পণ প্রকাশ্য ভাবে ক'রে, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'ত্তে পারা, কখনই সামান্য নয়। দাতার বিষয়ে হাতেমতাইএ হাতেমের কথা প'ড়েছিলুম, আর চক্ষে আমাদের সুলতানকে দেখ্‌লুম।

(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি)

(বন্দনাকারিণীগণ, সভাসদ্‌গণ ইত্যাদির)

গীত।

হের অদীন দীন শরণে।
হের রমণীয় কমনীয় বরণীয় বরণে॥
নেহার শুভ্র প্রভাত-জ্যোতিঃ বিরাজিত কত বদনে॥
হের বাঞ্ছিত বঞ্চিত, তৃষিত তাপিত চিত,
গত দুঃখ সুখ শাসনে।
হের বিচলিত ভীত, চকিত নিয়ত, শাসনে সতত পুলকিত চিত,
দুরিত দহন শম দম যত, বিরাজে রাজীব চরণে॥

শা-আলম। তোমরা আমায় ভালবাস, তাই ব'ল্‌চো, ভালবাসায় দোষ দেখা যায় না। দোষও গুণ ব'লে বোধ হয়, তাই এমন কথা ব'ল্‌তে সাহস ক'চ্চ, নইলে হয় ত' আমায় তক্তের উপযুক্তও ভাব্‌তে না। বন্ধুগণ! তোমাদের সেবার জন্য আমি আল্লা কর্ত্তৃক প্রেরিত। প্রজার দুঃখ মোচন করা আমার কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্যপালনে সুখ্যাতি কি, অপালনেই দোষ! সূর্য্যের তাপরূপে জল নিয়ে মেঘরূপে জল দেওয়ার

মতন, আমি প্রজার অর্থেই প্রজাকে সাহায্য করি। এ সাহায্যের জন্ম এত প্রশংসা পাওয়ার আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য।

১ম সভাসদ্। আহা! এমন মন কি মানুষের হয়।

শা-আলম। আজ কোন প্রার্থী উপস্থিত আছে?

উজীর। না জাঁহাপনা, আপনার দাতৃত্বগুণে এ রাজ্য অদীন, তাই আপনার রাজ্যে অভাব নেই, অভাব জানাবার লোকও নেই।

(মোসাফেরের প্রবেশ)

মোসাফের। শা-আলম, খোদার রাজ্যে অভাব জানাবার লোক আছে, আর তোমার রাজ্যে নেই! এ ভুল কথা।

শা-আলম। কে অভাব জানাবার লোক আছ এস, বল কি ব্যথায় তুমি ব্যথিত। ব'লে দেও, কি সাহায্যে তোমার সে ব্যথা অপনোদিত হবে। এ দরবার চিরদিনের জন্ম প্রার্থীর নিকট উন্মুক্ত।

মোসাফের। সুলতান! আমি যা চাই, তুমি তা দিতে পার্‌বে?

শা-আলম। মোসাফের! যাচকের বাসনা পূর্ণ করাই শা-আলমের জীবনের ব্রত।

মোসাফের। সাহানশা! এই অহঙ্কারের কথা শুনেই একদিন প্রাণে তুমুল ঝড় ব'হেছিল। সে ঝড়ের বেগ হৃদয়ের মধ্যে ধ'রে রা'খ্‌তে পারিনি। সেদিন থেকে এখনও বুঝ্‌তে পারিনি—আল্লা ছাড়া আর কেউ দাতা হ'তে পারে। সুলতান! আমার মনের কথা মিলিয়ে নিতে আল্লার নাম ছেড়ে আজ আমি তোমার প্রার্থী।

শা-আলম। মোসাফের! বল, কি রত্ন পেলে তুমি সন্তুষ্ট হও?

মোসাফের। দাম্ভিক সংসারি! যে রত্ন পেলে আমি সন্তুষ্ট হই, তা দেবার ক্ষমতা, তোমার নেই। আমি যা চেয়ে সন্তুষ্ট, তা তুমি দিতে পার?

শা-আলম। যদি আল্লার পায়ে মতি থাকে, মোসাফের! তোমার কোন ইচ্ছা পূর্ণ করা কখনই অসম্ভব হবে না।

মোসাফের। সুলতান! এখনো ভাব। এখনো ভাব্‌বার অবসর দিচ্চি, এখনো ব'লচি, ইচ্ছে ক'রে নরকের পথ পরিষ্কার ক'র না।

শা-আলম। খোদা! আজ কি বিপদ্‌সঙ্কুল পরীক্ষায় আমায় ফেল্‌তে চাচ্চ'। আল্লা, তোমার নাম নিয়ে যাচককে ফেরাব না শপথ ক'রিচি। তোমারই আশীর্ব্বাদে, এতদিন নিরাপদে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'ত্তে সমর্থ হ'য়েছি। তোমার নাম নিয়ে আজ ফের শপথ ক'চ্চি মোসাফেরের প্রার্থনা পূর্ণ ক'র্‌বো। তোমার নাম নিয়ে শপথ ক'রেচি, তোমার নাম নিয়ে শপথ ক'চ্চি, দেখো খোদা! মোসাফেরের প্রার্থনা যেন পূর্ণ হয়। মোসাফের! তুমি কি চাও বল, আল্লার কসম, আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ ক'র্‌বো। উজীর। জাঁহাপনা! কি ক'ল্লেন?

মোসাফের। কি, কি ক'ল্লেন! শা-আলম! তুমি চিরসুখী হও, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, আমি তোমার দান নোব না।

শা-আলম। (তক্ত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক) না মোসাফের, ও কথা ব'ল না। আমি নতজানু হ'য়ে ব'ল্‌চি, আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'র না। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে আমায় অনন্ত নরকে ফেলো না। মান, সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য, সব দুদিনের জন্যে। আমায়

নশ্বর পার্থিব জিনিষ দিয়ে, আমার শেষের সম্বল পথখরচ নিও না। জান কবুল, মোসাফের! কি চাও বল, আমি এখুনি দোবো।

মোসাফের। আল্লার নাম নিয়ে ফের শপথ কর—আমার প্রার্থনা পূর্ণ ক'রবে।

শা-আলম। আমি খোদার নাম নিয়ে শপথ ক'চ্চি—তোমার কোন প্রার্থনা অপূর্ণ রাখ্‌বো না।

মোসাফের। তবে শোন সুলতান! আমি তোমার সিংহাসনের সম্পূর্ণ অধিকার চাই।

শা-আলম। খোদা, খোদা, কে বলে প্রাণ ভ'রে ডাক্‌লে মনের বাসনা পূর্ণ হয় না। মোসাফের! তাই মঞ্জুর।

সকলে। (নতজানু হইয়া) ইয়ে আল্লা।—

উজীর। খোদা, এ সংসার কি শয়তানের খেলাঘর।

মোসাফের। মঙ্গলময়! কি ক'ত্তে কি ক'ল্লুম। দড়ি দিয়ে জল বাঁধতে গেলুম। জল বাঁধা হ'ল না, শুধু দড়িতেই গেরো প'ড়লো। আল্লা! তুমি মনে বল দিও। আল্লা ছাড়া আর কেউ দাতা হ'তে পারে, এ কথা একদিনে মনে বিশ্বাস করিয়ে দিও না। আমায় আরো দেখতে দাও। মেহেরবান্ আল্লা! আমায় আরো দেখবার মরজী দাও। (প্রকাশ্যে) রাজ্যহীন ধরণীশ্বর! এখুনি আমার মুকুট পরিত্যাগ কর।

শা-আলম। নবাব সাহেব! তোমার ঈপ্সিত ইরাণের মুকুট নাও। বন্ধুগণ! কার্য্যের জন্য হয়ত' অনেক অপ্রিয় কথা পেয়েচো, আমার ভালবাসা ভেবে, তা ভুলে যাও। আমার

ভালবাসা ভেবে, নবীন ভূপতিকে আমারই মতন দেখো। আল্লা তোমাদের মঙ্গল করুন। নবীন ভূপতির অন্তরে চিরানন্দ দিন। আমার রাজকার্য্যের অবসর আমার শেষ সেলামের সহিত গ্রহণ কর।

(মণ্ডলার প্রবেশ)

মণ্ডলা। আপ্পাজান, আপ্পাজান, তুমি অমন ক'রে দাঁড়িয়ে র'য়েচো কেন?

মোসাফের। ভূতপূর্ব্ব নবাব! এই বোধ হয় একদিন নবাব-জাদা ছিল?

মণ্ডলা। ভূতপূর্ব্ব নবাব এ কথা ব'ল্‌চ কেন ফকির? বাবা, আর কি তুমি নবাব নও?

মোসাফের। অবোধ বালক! তুমি যাকে ফকির ব'ল্‌চো, সে ফকির নয়। তোমার জনকের দানাভিমানের ফলে, সেই এখন এ তক্তের মালিক। তুমি আর নবাবজাদা নও, তুমি গরীবের ছেলে। তুমি দীন হীন ভিক্ষুকের ছেলে।

মণ্ডলা। নবাব সাহেব! আমায় ভিক্ষুকের ছেলে ব'ল্‌বেন না। যিনি ধর্ম্মপালনের জন্যে রাজ্যদান ক'রেছেন, আমায় তাঁর ছেলে বলুন।

মোসাফের। গর্ব্বিত বালক! তোমার শাস্তির প্রয়োজন। আমি এ রাজ্যের অধীশ্বর। আমি আদেশ ক'চ্চি, তোমার অলঙ্কার খুলে দাও।

মণ্ডলা। যার বাপ সমস্ত রাজ্যদান ক'ত্তে পারে, তার ছেলে যাচককে, তুচ্ছ মতির মালা খুলে দিতে দুঃখ করে না।

(মালা প্রদান) বাবা! ফকিরের ছেলের গলায় মতির মালা মানায় না। দেখ, আমি সব খুলে দিইচি।

মোসাফের। ছেলের মুখ চাইবার এখন সময় নয়, আমার রাজকোষ আর তোপখানা বুঝিয়ে দিয়ে, তুমি এখুনি আমার রাজ্য পরিত্যাগ কর।

শা-আলম। নরপতি, আসুন।

উজীর। আল্লা! তোমার সব কাজই কি মঙ্গলের জন্যে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাজপথ)

দানিশমন্দ ও কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ।

দানিশ। আরে আইয়ে, আইয়ে। মেরা কসুর না লেনা। আমি আপনাকে দেখিনি। হ'য়েছে কি জানেন, একে মনে একটু রাগ, আর দুঃখু হ'য়েছিল, তায় নির্জ্জনে, রাস্তায় ব'সে, কবিতা রচনা নিয়ে, একটু তন্ময় হ'য়ে প'ড়েছিলুম। তাই হঠাৎ আপনাকে চিন্‌তে পারিনি। ভাল ক'রে দেখ্‌লে, নিশ্চয়ই চিন্‌তে পারতুম। আপনি আমায় দেখেই চিনেছেন, আর আমি আপনাকে চিন্‌তে পারবো না, এটা কি কথা হ'ল?

১ম নাগরিক। হ্যাঁ সাহেব! মনে রাগটা হ'য়েছিল কেন?

দানিশ। সে ভাই অনেক কথার কথা। আমি খুব বড় গাইয়ে

কি না, তাই এক আহাম্মুক আমার সরল তরল প্রাণে, খানিকটে গরল ঢেলে দিয়েছিল।

২য় নাগরিক। ক্যা, সাব্ গাওয়াইয়া হ্যায় ?

১ম নাগরিক। আরে মিঞা ব'ল্‌ছো কি! এর মতন গাইয়ে পৃথিবীতে আছে ক'জন।

দানিশ। আর ভাই, তোমরা যে ক'দিন আছ, সেই ক'দিনই আমার যা কিছু। সাহেব! সমজদার দুনিয়াতে থাকে ক'জন। চাঁদের কদর, চকোরেই জানে; দাঁড়-কাকে ত আর জানে না। ফুলের কদর, ভোমরাই জানে; কোলা ব্যাংএতো আর জানে না। তেমনি, আমার গানের কদর, তোমরাই জান, সকলেই ত' আর জানে না।

২য় নাগরিক। গাইয়ে সাহেবের দেখছি কথা ক'ইতে গেলেই একটু কবিত্ব এসে পড়ে।

১ম নাগরিক। আরে ইনি যে একজন মস্ত কবি।

দানিশ। মিঞা জানেন না, তাই ব'লচেন। আমি ও সব কথায় কিছু মনে ক'রবো না। দুদিন পরে, উনিই দেখ্‌তে পাবেন, আমার এক ভুবনবিখ্যাত করুণ সঙ্গীতে, দেশে দুঃখের বন্যে ছুটে গেছে। মিঞা সাহেব! একটা সাদা কথা বুঝে দেখ না, যদি আমি সুকবি আর মস্ত গাইয়ে না হব, তা'হ'লে খানদান-ঘরের ছেলে হ'য়ে আজ আমায় রাস্তা হাঁট্‌তে হবে কেন ?

৩য় নাগরিক। কেন সাহেব! গাইয়ে কিম্বা কবি হ'লে কি রাস্তা হাঁট্‌তে হয় ?

দানিশ। আরে না জী না। গানের পেছনে অনেক টাকা খরচ

ক'রে ফেলিচি, তাই ত' এই হাল। গান শেখাব ব'লে, মাইনে ক'রে কত সাকরেদ রেখেছি। আজ এক সাক-রেদের ছেলের বিয়ে, খরচ দিতে হয়েছে। কাল দোসরা সাকরেদের ছেলে হাওয়া খেতে যাবে, খরচ দিতে হ'য়েছে। এই রকম ক'রে সমস্ত টাকাই খরচ ক'রে ফেলিচি। এখন আর তেমন পয়সা নেই, তাই গাড়ি চ'ড়েও বেড়াতে পারিনে। মাইনে ক'রেও সাকরেদ রাখতে পারিনে।

১ম নাগরিক। তা'হ'লে সাকরেদের অভাবে বড় কষ্ট পাচ্চ বল ?

দানিশ। আর কি করি ভাই, এখন ঠিকে রকমে সাকরেদ রাখচি। নগৎ নগৎ পয়সা দিই, আর গান শোনাই, কিন্তু এখনকার লোকগুলো বড় পাজী।

১ম নাগরিক। কেন ওস্তাদ ?

দানিশ। আরে ভাই, সেই জন্যেই ত' রেগেছিলুম। এখনও ঠাউরে দেখলে বুঝতে পারবে, রাগ আর দুঃখু আমার মুখে মাখান র'য়েচে।

১ম নাগরিক। আহা, এমন মাটীর মানুষকেও লোকে রাগিয়ে দেয়। ওস্তাদজী ! এমন রাগটা হ'য়েছিল কেন ?

দানিশ। আর ব'লবো কি ভাই, এক বেটা ঝাঁকা মুটেকে ধ'রে, নগৎ দুটাকা দিয়ে, দু'দিনের জন্যে সাকরেদ ঠিক ক'রলুম। সে একদিন ঘণ্টাখানেক গান শুনেই ব'ল্লে, ওস্তাদজী! আজ আমার বড় অসুখ ক'চ্চে। আজ আর শুনতে পারবো না। আমি সে দিন তাকে ছুটী দিয়ে, তার পর দিন আসতে বল্লুম। ব'ল্লে না বিশ্বাস যাবে, ভাল ক'রে গান শেখাবার জন্যে, সকাল থেকে ব'সেই রইলুম, সে বেটা আর এলো না।

তার পর তাকে বাড়ী গিয়ে ধ'রলুম। বেচারী অনেক কাঁদা কাটা ক'রে আর একদিন আস্‌তে বল্লে। তার পর থেকে, বাজা ঘাড়ে ক'রে তার বাড়ী যাই, আর শুনি, বাড়ী নেই। আজ বেটাকে রাস্তায় পেয়ে ধ'রেছিলুম। বল্লুম, হয় গান শোন, নয় টাকা ফেরত্ দাও।

১ম নাগরিক। তবে তাকে আজ বড় জব্দ ক'রেছিলে বল ?

দানিশ। পাল্লুম কই ; চৌকিদার ডেকে পেলুম্ না। এ ত' আর বিয়ে-বাড়ী নয়, যে না ডাক্‌তেই চৌকিদার এসে হাজির হবে। এ দুপুর রোদে কে বল মিচি মিচি লোকের উপকার ক'ত্তে বেরুবে। কোন চৌকিদার হয় ত' পান-ওলীর খাটের তলা পাহারা দিচ্চে, আর কেউ ছাগলে ইট খাচ্চে কিনা, তাই দেখ্‌চে।

২য় নাগরিক। তবে তাকে জব্দ করা হ'ল না বল ?

দানিশ। হ'ল আর কই, বেটা ব'লে গেল তোমার টাক ত' শোধ হ'য়েচে, একদিন গান শুনে এক টাকা শোধ দিইচি, আর গান শোনায় মাথা খারাপ হ'য়েছিল, তাই এক টাকা ডাক্তার খরচা দিতে হ'য়েচে।

৩য় নাগরিক। বাঃ, বেশ ত' বুঝিয়ে দিলে! সাহেব, তোমার বড় মন্দ কপাল, পয়সা নিয়েও কেউ তোমার গান শুন্‌তে চায় না।

দানিশ। চায় না কি, যখন হাতে টাকা ছিল, তখন কত লোকে সাকরেদ হবার জন্যে সাধাসাধি ক'ত্তো।

৩য় নাগরিক। আচ্ছা সাহেব, আমরাও একদিন তোমার গান শুন্‌তে যাবো। এখন চল্লুম।

দানিশ। সেকি! এর মধ্যে যাবেন কি? আমার সব কথা শুনে না গেলে যে, আমার আধকপালে হবে। সাহেব, অনেক দিনের পর আজ সমজদার পেয়েছি, গান না শুনিয়ে আর আজ ছাড়চি নি।

২য় নাগরিক। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি গান শোনা যায় সাহেব, আজ থাক্।

দানিশ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বা গান শুনবেন কেন? আমি ধূলো ঝেড়ে দিচ্ছি, বসুন না। আরে, আমার খাতিরেই না হয় বসুন সাহেব!

১ম নাগরিক। আরে একটু ব'সেই যাও না।

২য় নাগরিক। ব'সে না হয় থাকা গেল, কিন্তু গান শুনলে ডাক্তার খরচ লাগ্‌বে, এই কথাতেই যে মন দমে যায়।

দানিশ। সে কি আর আপনাদের মতন লোকের লাগে। সমজদার না হ'য়ে বড় গাইয়ের গান শুন্‌তে গেলেই ডাক্তার খরচ দিতে হয়। মুক্ত ভস্মের চূণ, বাদশার জন্যে, যে সে লোকের খেলে কষ্ট ত' হবেই। সাহেব, ম্যাওয়া পেট-রোগা লোকেদের সয় না ব'লে কি আর খারাপ জিনিষ?

১ম নাগরিক। আহা, কি কবিত্বপূর্ণ কথা, সাধির লেখাতেও বোধ হয় এমন ভাব নেই।

দানিশ। দোস্ত, এখন মুণ্ডু বসাইনি, এরই মধ্যে ব'লচো পুতুল হাস্‌ছে। আগে দুই একটা গানটান শোন, তারপর যা হয় ব'লো (মুখভঙ্গী সহকারে)।

(গীত)

ইয়া! ইয়া! তেলেন্নাল তক দিম্ দিম্,
তক দিম্ দিম্, তক দিম্ দিম্;
(উঠিয়া) দিম্ তানানানা, নানানানা দিগ্ দিগ্ দিগ্ দিগ্, তানানা—
দিগ্ দিগ্ দিগ্ তানানা তাক্ ধেট—
তাক্ ধেট তেলেন্নাল তক দিম্ দিম্।
নাত্রেত্রের তেলেনা ত্রেতে লেন্না———
(ছুটিতে ছুটিতে) তেলে লেলে লেলে তেলে লেলে লেলেলানা—
{ সকলের মস্তকের উপর বাজাইতে বাজাইতে }
ধকেটে তাগ্ ধুম্ কেটে তাগ্ গদি ঘেনে ধাক্ড়াং
ধুম্ কেটে তাগ্ গদি ঘেনে ধা।
(গান গাইবার কালে ঃ—)

১ম নাগরিক। ওরেগাইয়ে সাহেবকে ধর্। শিগ্গির জল আন্, শিগ্গির জল আন্।

২য় ৩য় প্রহৃত হইয়া উভয়ে। } বহোৎ হো গিয়া, বহোৎ হো গিয়া, ব্যস্ কিজিয়ে।

দালিশ। (গীতান্তে সেলাম করিয়া) আপ্কা মেহেরবাণী, আপ্কা মেহেরবাণী। জনাব! তা হ'লে আর একটা গান ধরি।

(১ম সভাসদের প্রবেশ)

১ম সভাসদ্। ছি, মানুষের শোণিত কি তোমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হয় না। অপরিচিত বন্ধুগণ! আজকের দিন আমোদের নয়। চিরকালের মত, জীবনে অঙ্কিত রা'খবার বিষাদময় দিন।

দানিশ। জনাব! ও কথা আপনি ব'ল্‌বেন্‌ না। ও কথা আমি ব'ল্‌বো, ও হ'চ্ছে আমার দুঃখের কথা।

১ম নাগরিক। কি হ'য়েছে সাহেব?

১ম সভাসদ্‌। কেন, জান না কি, যে রাজা পিতামাতার অধিক কাজ ক'রেছেন, যাঁর অভয় কোলে, অনাহারের কষ্ট, অলীক উপন্যাসের মত, মনে ক'রে এসেচ, যাঁর কৃপায় সতত হাস্য-ময় সন্তান-সন্ততির বদন দেখ্‌তে পাচ্চো, জান না বন্ধুগণ!—

দানিশ। সেই রাজার রাজ্য এক ফকিরে ফাঁকি দিয়ে নিয়েচে।

সকলে। কেন কেন?

দানিশ। কেন আর কি, রাজ্য চেয়ে নিয়েচে।

সকলে। আল্লা, এ ক্যায়সী মর্‌জী!

দানিশ। য়্যাঁ, আমি কি বুদ্ধিমানের কাজই ক'রিচি। ভাগ্‌গিস্‌ আমি আমার দুঃখের কথাটা ব'লে ফেল্লুম্‌, নইলে ওই ত' ব'লে ফেলেছিল। আমি যেন বুদ্ধির জাহাজ রে!

১ম সভাসদ্‌। ঐ দেখ, রাজভক্ত প্রজা! তোমাদের চ'খের সামনে দেখ, কোমল শয্যার উপর দিয়ে চ'লতে যাঁদের কষ্ট হ'ত, তাঁরাই আজ, প্রকাশ্য রাজপথ, পদব্রজে অতিক্রম ক'চ্চেন।

দানিশ। জয় মা আল্লা! আজ করুণ সঙ্গীত রচনা ক'রে, দেশে দুঃখের বন্যে ছুটিয়ে দোব। হে বাবা খোদা! গান লেখ্‌বার কাগজের পয়সা জুটিয়ে দাও। হে বাবা খোদা! গান লেখ্‌বার কাগজের পয়সা জুটিয়ে দাও।

[দানিশমন্দের প্রস্থান।

(শা-আলম, মহাতাব, মওলা, মহবুব, উজীর এবং সভাসদ্গণের প্রবেশ)

শা-আলম। বন্ধুগণ! আল্লার দয়ায়, তোমাদের ভালবাসায়, আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'র্‌তে সমর্থ হ'য়েছি। তবে দুঃখ ক'চ্চ কেন? দুঃখীর দুঃখ আমি ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পারিনি। পুত্রশোক কেমন, তা পুত্রবিয়োগ না হ'লে জানা যায় না। তাই দুঃখ শেখাবার জন্যে, সদয় আল্লা! আমায় দুঃখীর অবস্থায় আন্‌লেন। বন্ধুগণ! এ আমার অবনতির অবস্থা নয়। আমি এতদিন সবল ছিলুম, আজ দুর্ব্বল হ'য়েচি। আজ হ'তে আমি স্বর্গীয় পিতা মাতার অধিক করুণার পাত্র। আজ হ'তে দুঃখীর দুঃখ বোঝবার, জগদীশ্বরকে নিশ্চিন্ত মনে ডা'কবার অধিক অবসর হ'য়েচে। বন্ধুগণ! আমার এ আনন্দের দিনে কেউ বিষাদের ভাব এনো না। আমি আহ্লাদের সহিত আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'রিচি, আমায় আহ্লাদের সহিত রাজ্য ত্যাগ ক'ত্তে দাও।

উজীর। ধরণীশ্বর! যত উচ্চে আপনার মন, ততদূর উঠ্‌বার ক্ষমতা আমাদের নেই। দীনবৎসল! আদর্শদাতা! ফুলের যদি সৌরভ গেল, তবে কি নিয়ে সে লোকের মন ধ'রে রাখ্‌বে। প্রাণ গেলে মাটীর কায়া কতক্ষণ প্রফুল্ল থা'কবে। জাঁহাপনা, আপনার অবর্ত্তমানে কাকে নিয়ে এ রাজ্য থা'কবে। আপনি মেহেরবানী করুন। আমাদের ফিরিয়ে দেবেন না। আল্লার নাম নিয়ে শপথ ক'চ্চি, আপনার দানের হস্তা হ'তে এক কপর্দ্দকও নোব না।

শা-আলম। ভাই! তোমাদের মত উপযুক্ত লোক রাজ্য ত্যাগ ক'ল্লে, রাজ্যের শ্রী অচিরে নষ্ট হবে। আমি তোমাদের কাছে, আমার গরীব প্রজাদের রেখে যাচ্চি। তোমরা কার মুখ চেয়ে তাদের ফেলে যেতে চাচ্চ'? আমি জোড়করে একটী ভিক্ষা চাচ্চি, আমার সদয় প্রজাগণ! আমার ভালবাসার বন্ধুগণ! আমার সে প্রার্থনা কি পূর্ণ ক'র্‌বে না?

উজীর। জাঁহাপনা, যিনি সকলের প্রার্থনা পূর্ণ ক'রেছেন, তাঁর প্রার্থনা দীন প্রজারা পূর্ণ ক'র্‌বে, এমন ভাগ্য তাদের নেই। তবে এইমাত্র ব'ল্‌তে পারি, যিনি সকলের সুখের জন্যে নিজের সুখ ভাসিয়ে দিয়েছেন, খোদার মর্‌জীতে তাঁর ইচ্ছে কখনই অপূর্ণ থা'কবে না।

শা-আলম। তবে দুনিয়ার মালীকের আদেশে আমার এই ইচ্ছে পূর্ণ হ'ক্‌, যে আমার অনুসরণ না ক'রে, তোমরা রাজ্যের উন্নতির জন্যে ফিরে যাও।

উজীর। সুলতান, বুঝতে পার্‌লুম্‌ না, আপনি কোমল কি কঠিন।

[শা-আলম, মহাতাব, মওলা এবং মহবুবের একদিকে
ও অন্য সকলের অন্যদিকে প্রস্থান।



তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(অন্তঃপুরস্থ লতাকুঞ্জ।)

(মায়ূসের প্রবেশ।)

মায়ূস্। খোদা, কি ক'ত্তে কি ক'ল্লে। মেহেরবান, আমায় আশ্রয় দিয়ে অকূলে ভাসিও না। দয়া ক'রে ওমরাও সাহেবের মন ফিরিয়ে দাও। নইলে, দু'দিনে সব প্রকাশ হ'য়ে যাবে। দু'দিনের মধ্যে ওমরাও সাহেব বুঝ্‌তে পার্‌বে, মায়ুস্‌ই দিল্‌জান। এ জানা হ'লে, আর আমার স্থান হবে না। দুনিয়ার অন্ধকারে একটী তারার মুখ চেয়ে আছি। সে তারা সরিয়ে নিয়ো না। খোদা, অনেক দিনের পর বড় আপনার লোক মিলিয়ে দিয়েছ, দু'দিন দেখ্‌তে দাও। শুধু, চ'খের দেখা, দুদিন দেখ্‌তে দাও। মায়ূস্, বেশী কিছু চায় না। মায়ূস্, মনের বনে যে ফুল ফুটিয়েছে, খোদা! মনের বনেই যেন তা শুখিয়ে যায়।

(গাহিতে গাহিতে সখীগণের প্রবেশ)

(গীত)

বিষাদে বিনোদ বসি বিরহ জাগায়ে কার।
কি সুখ স্মরণে মনে আন দুখ-পারাবার॥
কি কুঞ্জ কানন মাঝে, কোন বন-ভবনে,
হারায়ে এসেছ সখা সুখ-জীবনে;
তুমি সুখ লাগি ছুঁয়েচ কি, প্রণয়েরি দুখ-তার।
তুমি সেধে কি দিয়েছ হৃদি, লইতে নয়ন-ধার॥

মায়ুস্। মতিয়া, এত সাধা কাঁদা, মায়ুস্ জানে না। বান্দার মিলন বিরহ, দুইই সমান।

মতিয়া। তুমি পুরুষকে এক কথায় ভোলাতে পার্‌বে, কিন্তু স্ত্রীলোককে বোঝাতে পার্‌বে না। তোমার মুখ দেখ্‌লে বোধ হয়, কি যেন একটা বোঝা, তোমার বুকে চাপান র'য়েচে। মায়ুস্, আর ত' তুমি নিরাশ্রয় নও। এখন ওমরাও সাহেব, তোমার সহায়। তুমি ইচ্ছে ক'ল্লেই তোমার দুঃখ সরা'তে পার।

মায়ুস্। দুঃখ সরা'লে, কি নিয়ে থাকবো মতিয়া! লাঞ্ছনা গঞ্জনাই, যার জীবনের এক একটী দিনের সীমা শেষ ক'রে দিয়েচে, আদর যত্ন নিয়ে কি, সে কখন, থাক্‌তে পারে? গরীবের গরীব হ'য়ে থাকাই ভাল। মায়ুস্, অযত্নে জীবনের দিন কাটিয়েচে; মায়ুস্, অযত্নেই জীবনের দিন কাটিয়ে দিতে চায়।

মতিয়া। কাল কেঁদেচো ব'লে কি আজ কাঁদ্‌বে, তুমি ইচ্ছে ক'রে তোমার উন্নতি নিচ্চো না কেন মায়ুস্?

মায়ুস্। বান্দার উন্নতি অবনতি, দুইই সমান। উন্নতির সাধ, কার জন্যে ক'র্‌বো মতিয়া! যার উন্নতি দেখ্‌বার লোক আছে, সেই উন্নতির সাধ করে।

(তোরাবের প্রবেশ)

তোরাব। মায়ুস্, মায়ুস, এ সংসারে কি তুই এতই দুঃখী? এ উজ্জ্বল দুনিয়ায়, তোর উন্নতি দেখ্‌বার কি একটী প্রাণও নেই? মনকে মিছে দুঃখ দিস্‌নি। তোরাব তোর

উন্নতি দেখ্‌তে চায়। তোর উন্নতি, তোরাব নিজের উন্নতি মনে করে।

মায়ূস্‌। ওমরাও সাহেব! যদি বান্দার ওপর মেহেরবানী ক'ত্তে ইচ্ছে হয়, তবে নির্দ্দয় ব্যবহার করুন। আদরের কথা তুল্‌বেন না। মায়ূসের হৃদয়, সব সইতে পার্‌বে, খোদার নাম নিয়ে ব'লচি, শুধু আদর সইতে পার্‌বে না। অযত্নে মায়ূসের জীবন গঠিত হ'য়েছে, অযত্ন ফুরিয়ে গেলেই, মায়ূসের জীবন ফুরিয়ে যাবে।

তোরাব। তোকে গোপনে কিছু জিজ্ঞেস ক'রবো। খোদার কসম, তুই মিথ্যে ব'লিস্‌নি।

[সখীগণের প্রস্থান।

মায়ূস্‌। কি বলুন ?

তোরাব। মায়ূস্‌, কি ক'ল্লে তুই সুখী হ'স্‌ ?

মায়ূস্‌। দুনিয়ায় যত অনাদর আছে, সব এক ক'রে আমায় দিন। আমি তাই পেলেই সুখী।

তোরাব। মায়ূস্‌, আর কষ্ট পাবার সাধ করিস্‌নি। তুই সুখী হ'য়ে আমায় সুখী কর্‌। দেখ্‌, তোরই মতন আমার একজন ছিল। তোরই মতন সে কখন মুখ ফুটে কিছু ব'লতো না। আমি তাকে সুখী ক'ত্তে পারিনি। তার মতন একজনকে সুখী ক'ত্তে দে। মায়ূস্‌! দুনিয়া থেকে ভালবাসার প্রতিদান তুলে নিস্‌নি।

মায়ূস্‌। ওমরাও সাহেব, আপনার কথায় একটা হারান গান মনে প'ড়লো।

তোরাব। কি গান মায়ূস্‌?

মায়ুস্। (গীত)

যদি হিয়ার পাশেতে, অধীর পিয়াসা—
পুষে রাখ সখা, এসোনা।
তুমি, দূরে থাক, কাছে এসোনা॥
আমার মানস-কমলে, মুদিত বাসনা,
অরুণ-কিরণে খুলো না।
আমার, হৃদয়ে তুফান তুলো না॥
তুমি, শুধু জান প্রাণে, অযতনে দুখ,
বিরহে দারুণ বেদনা।
তুমি, বোঝ না ত' প্রাণে, অযতনে সুখ,
যতনে কত যে যাতনা।
শুধু, যতনে কত যে যাতনা॥

তোরাব। মায়ুস্, আর বিষাদের তরঙ্গ তুলিস্‌নি। তোরাবকে সব শোনাস্, শুধু, নিরাশ প্রণয়ের যাতনা শোনাস্‌নি। আমায় দু'দিন ভুলিয়ে রাখ্। চল্, আমরা কোথাও যাই।

মায়ুস্। সাহেব! শীকারে যেতে ইচ্ছে হয়?

তোরাব। তোর ইচ্ছে হ'লেই, তোরাবের ইচ্ছে হবে।

মায়ুস্। তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

আলিজান ও জলিলের প্রবেশ।

জলিল। বহুৎ আচ্ছা বাবা, খুব রগড়েই আছ।

আলিজান। কে রে জলিল?

জলিল। তোমার ভাইজান সাহেব। দেশের জন্যে ত' আর প্রাণ কাঁদে না, নিজেই আমোদের ফর্‌রা ওড়াচ্চে। বাবা, ঢের ঢের সখ্‌ দেখেছি, তোমার ভাইজানের মতন, এমন তর বেতরর সখ্‌, কখন দেখিনি। কখন ছুঁড়ি নিয়ে, কখন ছোঁড়া নিয়ে, কখন ডিগ্‌বাজী খেয়ে, কখন এপাশ ওপাশ ক'রে, দিনটা কাটাচ্চে বেশ!

আলিজান। খোদা যদি কখন মুখ তুলে চায়, তবে তোর দিনও এমনি ক'রে কাট্‌বে।

জলিল। না বাবা! আমি একলসেঁড়ে হ'তে চাইনে। দেশের দুঃখেই, আমার প্রাণ ফেটে গেল। তুমি বরং, দেশের একটা উপকার কর। গরীব পুরুষদের জন্যে, অমনি মেয়ে মানুষ পাবার, একটা আড্ডা খুলে দাও। বাপজান! তোমার অক্ষয় পুণ্য হবে। তোমার সুনামের ডঙ্কা, গুড়্‌ গুড়্‌ গুড়্‌ গুড়্‌ ক'রে, দুনিয়ায় বেজে উঠ্‌বে।

আলিজান। দুর পাগল!

জলিল। কেন বাবা, কথাটা কি মনের মতন হ'ল না? হা হতভাগ্য দেশ! তুমিও যেমন হতভাগা, তোমার লোকগুলোও তেমনি হতভাগা। খোদা, সহরে এত লোক আছে, গরীব পুরুষদের জন্যে, কেউ কিছু ক'ল্লে না। খোদা, গরীব পুরুষদের জন্যে কেউ কিছু ক'ল্লে না।

আলিজান। আচ্ছা, তুই লুরিস্থান থেকে এক জোড়া বাঁদী নিয়ে আয়। আমি খরচা দোব।

জলিল। আলি সাহেব! এতক্ষণে খোদা তোমায় সুমতি দিলে। বাপজান! আজ দুনিয়ায় তুমি অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেলে।

লোকে নিজের প্রেমের জন্যে পাঁচিল টপ্‌কায়, আর তোমার হুকুমে পরের প্রেমের জন্যে, আজ জলিল লুরিস্থানে চ'ল্লো। খোদার প্রেম, কি প্রেম, কি প্রেম! উহু হু হু, কি প্রেম, কি প্রেম!

[জলিলের প্রস্থান।

আলিজান। একে একে সকলেরই আশা মিট্‌লো। খোদা, আমার আশা কি মিট্‌বে না? প্রাণের ভেতর যে উচ্চ আশার অনল জ্বেলে রেখেছি, চিরকাল কি তা, জ্বালা থাক্‌বে। কখন নয়। দুনিয়ায় দু'জন সুখী হবে না। আলিজান, গায়ের রক্ত দেবে, তবু বিষয়ের অংশ দেবে না।

[আলিজানের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(কক্ষ)

বাদলার কার্য্যে নিযুক্ত বিবিকে টানিতে টানিতে কাকু :—

কাকু। ওমা! বড্ড খিদে পেয়েচে যে।

বিবি। এই যে বাবা, এইবার দিচ্চি। হাতের কাজটুকু সেরে নি।

কাকু। অনেক ক্ষণ ত' এইবার দিচ্চি, এইবার দিচ্চি, ক'চ্চিস্‌; কবে আবার দিবি। হ্যাঁ মা, ঘরে কি কিছু নেই? এই

রুমাল বিক্রী হ'লে তবে আমাদের পয়সা হবে, না? আহা মা! আমার জন্যে তোর কত খাট্‌তে হয়!

বিবি। ছেলেকে খাওয়ানর জন্যে খাটা কি, খাটা ব'লে মার মনে হয়? আমার মন্দ কপাল, তাই খেটেও তোমায় ভাল ক'রে খাওয়াতে পারিনে। এস বাবা! আমার সঙ্গে এস।

(উভয়ের প্রস্থান এবং দানিশের প্রবেশ)

দানিশ। ছেলের সঙ্গে ত' বিবি, রান্না-ঘরে ঢুক্‌লো। এ সময় ডাক্‌লে, রাগ ক'র্‌বে না ত'? সেই দুটো টাকা নেওয়ার পর থেকে, যেন কেমন, অপ্রতিভ অপ্রতিভ হ'য়ে গেছি। যা থাকে কপালে, ডাকি—বিবি! একবার শিগ্‌গির এস, ঘর বড় অন্ধকার।

নেপথ্যে। যাই।

দানিশ। বিবি রাগ করুগ, আর যাই করুগ, কথা কিন্তু শোনে, ডাক্‌লেই উত্তরটী দেয়। হাজার হ'ক, ভালবাসে কি না!

(বিবির প্রবেশ)

বিবি। হ্যাঁগা! তুমি দিন দিন কি হ'য়ে যাচ্চ? রোদে কাঠ্ ফাট্‌চে, আর ব'লচো কিনা, ঘর অন্ধকার।

দানিশ। রাগ ক'চ্চ কেন বিবি? এই, তোমার অদর্শনে, আমার ঘর অন্ধকার অন্ধকার বোধ হ'চ্ছিল কিনা, তাই ডাক্‌ছিলুম। তুমি এসে, সে অন্ধকারে যেন, জোচ্ছনা ফুট্‌য়ে দিলে! ব'সনা—ব'সনা।

বিবি। ছেলে ঘরে একলা খাচ্ছে, কি ব'লবে বল?

দানিশ। এই ব'লছিলুম, তুমি কেমন আছ?

বিবি। আল্লা যেমন রেখেছেন, তেমনি আছি। এখন আমি যাই ?

দানিশ। এটা ত' রাগের কথা হ'ল বিবি! তুমি আগে থাকৃতেই রাগ ক'রে ব'স্‌লে, মনের কথা বলি কি ক'রে ?

বিবি। আমি ত' রাগ করিনি, কি ব'ল্‌বে বলনা ?

দানিশ। এই ব'ল্‌ছিলুম, তুমি আমায় কিছু পয়সা দিতে পার ? আমি চেলাটেলা কর্‌বার জন্যে, সেদিনকার মতন তোমার মেহনতের পয়সা খরচ ক'রবো না, কাগজ কিন্‌বো।

বিবি। দেখ, কাল্‌কের কথা দূরে থাক্‌, আজ্‌কে খাবার মতনও কিছু নেই। এই রুমাল বিক্রী হ'লে, তবে আমাদের দিন চ'লবে। এমন অবস্থাতেও, কি ব'লে তুমি মিচিমিচি খরচ ক'ত্তে চাচ্চ'। আমার কথা ছেড়ে দাও, তুমি পুরুষ-মানুষ, সহ্য ক'ত্তে পার। ছোট ছেলেটা, বেলা পর্য্যন্ত রোজ রোজ না খেয়ে থাকে, এ দেখেও কি তোমার, বাজে খরচ কর্‌বার সাধ মেটে না ?

দানিশ। বিবি! তুমি কি-গুণের স্বামী পেয়েছ, তা বুঝ্‌লে না, কেবল টাকাই বুঝেছ। টাকা ত' হাতের ময়লা, মনে ক'ল্লেই বাদশার কাছ থেকে কিছু চেয়ে নিতে পাত্তুম্‌। আর চাইতেই বা হবে কেন। পয়সা রোজগার ক'র্‌বো মনে ক'রে, যদি কোন বড়লোকের কাছে গিয়ে, সেতারে গৎ ধরি ত' টাকা। একটা তান মারি ত' টাকা। তবলায় একটা চাঁটী লাগাই: ত' টাকা। দেখ্‌চো ত' কত টাকার হিসেব দিচ্চি ? বল, রাখ্‌বার জায়গা তোমার ঘরে আছে ? এই একটা সাদা কথা বোঝনা, যদি গাজর থেকে বাঁশী

করি, তা হ'লেও টাকা। যদি বল, সব গুনোই ত' আর বাজ্‌বে না, যেটা না বাজ্‌বে, সেটা খেয়ে ফেল্‌বো।

বিবি। না, তোমায় বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই।

দানিশ। আর বোঝাবে কি বিবি! নগৎ নগৎ সব টাকা পেয়েচ, এখন মুখভার ক'ত্তে যতই চেষ্টা করনা কেন, কিছুতেই হবে না। এখন লক্ষ্মীটীর মতন কিছু দাও দেখি।

বিবি। সত্যি, হাতে কিছু নেই।

দানিশ। তবে এখুনি বিদেশ যাবে কি ক'রে? হাত-খরচ ত' কিছু চাই?

বিবি। এখুনি বিদেশ যেতে হবে, কাগজ কেন্‌বার পয়সা চাই, এ সব কি ব'ল্‌চো?

দানিশ। দেখ, তুমি ত' জান, বরাবরই আমার দুঃখের গান তৈরী কর্‌বার বড় সক। কিন্তু মনে দুঃখ আসে না। তাই আল্লা, মেহেরবানী ক'রে, আমার মনে দুঃখু ক'রে দিলে। রাজ্যের লোকেরা আল্লাকে কত দুষ্‌চে। কিন্তু কেউ কি বুঝ্‌চে, এই দুঃখের জন্যেই, আমার গান তৈরী কর্‌বার সুবিধে হ'ল? বিবি! ক'জন লোক বোঝে, ভাল জল হবার জন্যে, আল্লা গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয়? যদি মোসাফের এসে রাজ্য না চেয়ে নিত', তা হ'লে কি আমার গান লেখার ইচ্ছে হ'ত?

বিবি। হ্যাঁগা! কোন্ বাদশার কাছ থেকে, মোসাফেরে রাজ্য চেয়ে নিয়েচে?

দানিশ। আরে, আমাদের বাদশার কাছ থেকে। তাই ত' গান তৈরী ক'র্‌ব ব'লে কাগজের পয়সা চাচ্চি। গানের ভাব টাব, আমি নির্জ্জনে, রাস্তায় ব'সে, সব ঠিক ক'রে রেখিচি।

বিবি। য়্যাঁ! যে বাদশা গরীবের মা বাপ, তা'র রাজ্য ফকিরে ঠকিয়ে নিলে!

দানিশ। আরে, নিলে না ত' কি আমি মিচিমিচি কাগজের পয়সা চাচ্চি? এখন ফকির বাদশা হ'য়েচে, ফকিরের মন আর কত উঁচু হবে, নিশ্চয়ই খাজনা বাড়াবে। তা হ'লেই খাজনা দিতে পার্‌বো না, কাজেই কয়েদখানায় যেতে হবে। তাই এখুনি, বিদেশ যাবার কথা ব'লচি। যদি কিছু লুকনো টাকা থাকে ত' এই বেলা বাগিয়ে সাগিয়ে নে।

(কাকুর প্রবেশ)

কাকু। হ্যাঁ বাবা! কোথায় লুকুনো টাকা আছে? তুমি আমায় একদিনও খেল্‌না কিনে দাওনি। আজ দেবে?

দানিশ। বাবা! কাকাতুয়া! তুই আর চুম্‌কুড়ি কাটিস্‌নি। আর দিন কতক সবুর কর্। তারপর দেখিস্, খেলনায় তোর ঘর বোঝাই ক'রে দোবো। সামান্য খেলনা দেওয়া ত' তুচ্ছ কথা। হাজার টাকা, যার বাপের একটা গানের দাম, তার ছেলের আবার খেলনার ভাবনা! বিবি! কাগজের জন্যে পয়সা চেয়েছিলুম ব'লে, মনে ক'রনা আমি অক্ষম পুরুষ। ভালবাসার লোকের কাছ থেকে, ছোট জিনিষ চাইতে লজ্জা করেনা, বরং আহ্লাদ হয়। তাই চেয়েছিলুম বিবি! তাই চেয়েছিলুম। তা তুমি দিলে না। না দিলে, নেই নেই। এখন মাল পত্তর সব বাঁধ।

বিবি। মাল পত্তর আর কি? মালের মধ্যে ভাঙ্গা ঢোল আর সেতার, আর পত্তরের মধ্যে ভাঙ্গা বদ্‌না আর সান্‌কি, আর দুটো ছেঁড়া পোষাক।

দানিশ। পরের জিনিষটী বেশ, আর নিজের জিনিষটী খারাপ, এ রোগ দেখ্‌চি বিবি, তোমারও হ'য়েচে। আমার কিন্তু তা নয়। আমার যা আছে, তাই ভাল। ওরে, তুই ঢোল আর সেতারটা, মাথায় কর্। বিবি! তুমি গুচিয়ে গাচিয়ে একটা মোট বেঁধে নাও। আর আমি পথ দেখাতে দেখাতে যাই, কেমন?

বিবি।

(মোট মাথায় তুলিতে তুলিতে)

গীত।

হায় নসিবে, আমার খোদা, এত যাতনা।
ও যে দুখ্ বোঝেনা, সুখ্ দেখেনা, শোনে না মানা॥

দানিশ। ও বিবি, রাগ ক'রনা, রাগ ক'রনা, দেখে নিও পরে।
তোমায় খাট বিছানা, সোণা দানা, দোবো থরে থরে॥

কাকু। তবে ত' ফিরবে কপাল, হ্যা বাবা, সত্যি বাবা—

দানিশ। ওরে বাপ ব'লেচে, মিছে ব'লে, ভাবনা ক'রনা॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(বন)

(তোরাব ও মায়ুসের প্রবেশ)

তোরাব। আমোদ ক'রে শীকার দেখ্‌তে এলি, এখানে এসেও ত' তোর মন প্রফুল্ল হ'ল না। মায়ুস্! তোর জীবনে কি জুয়ার ভাটা খেলে না?

মায়ূস্‌। সাহেব! প্রাণের ভেতর তরঙ্গ বয় কি না, জানি নি, মায়ূস্‌, এক রকমে থাক্‌তে ভালবাসে। মায়ূস্‌, একরকমেই থাক্‌তে চায়।

তোরাব। আমায় ভুল বোঝাতে চেষ্টা করিস্‌নি। তুই সত্যি বল্‌, তুই কি কারুর ভালবাসায় পড়িছিস্‌?

মায়ূস্‌। ওমরাও সাহেব! আমার সব সাধ আছে, শুধু ভালবাস্‌বার সাধ নেই।

তোরাব। এ সাধ যদি থাক্‌তো, তা হ'লে হয় ত' তোরাব সুখী হ'ত। মায়ূস্‌! তুই যদি আমার দোস্ত্‌ হ'য়ে থাকিস্‌, তা হ'লে বোধ হয়, আমার জীবনের স্রোত ফিরে যায়।

মায়ূস্‌। সাহেব! তাও কি কখন হয়? আপনি বিখ্যাত ওমরাও, আর আমি পর-অন্ন-লালায়িত, দীনহীন, পথের কাঙ্গাল। আপনি আকাশের মত উদার হৃদয় নিয়ে, বিলাস-ভবনে পালিত, আর আমি সঙ্কুচিত মনে, পর্ণকুটীরে, পরের ঘৃণার হাসির জন্যে ব্যাকুল। সাহেব! এত অসমানে কখন দোস্তি হয় না।

তোরাব। মায়ূস্‌! তুইই ইচ্ছে ক'রে, এই অসমান রেখেছিস্‌। তোর পর্ণকুটীরে থাক্‌তে সাধ, তাই তুই থাকিস্‌। আমায় পর ভেবে, তুইই আমার দেওয়া, পরের দেওয়া ব'লে মনে ক'রিস্‌। মায়ূস্‌! কি ক'ল্লে এ প্রভেদ তোতে আমাতে যায়?

মায়ূস্‌। খোদার যদি কোন দিন মর্‌জী হয়, তা হ'লে বোধ হয়, এ আলাদা থাকে না।

তোরাব। তোর মর্‌জী হ'লে, খোদার মর্‌জী হবে। মায়ূস্‌! তুইই আমার খোদা। দেখ্‌, এ সংসারে আমার সব আছে, এক

ভালবাসা নেবার লোক নেই। আমার প্রাণভরা আকাঙ্ক্ষা আছে, আমার আমোদভরা সাজান ঘর আছে। কিন্তু একবার চেয়ে দেখ্, সে আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষার জন্যেই র'য়েচে; সে সাজান ঘর, সাজানর জন্যেই র'য়েচে। তোর একটী কথায় সব বদ্‌লাবে। মায়ূস্! একবার বল্, আবার তোর ভালবাসার সাধ হ'য়েচে?

মায়ূস্। সাহেব! যা হবার নয়, তা কখন হয় না।

তোরাব। খোদা! খোদা! আজ যদি আমার দিল্‌জান থাক্‌তো।

মায়ূস্। দিল্‌জানের কথা আর তুল্‌বেন না। তাকে চিরদিনের জন্যে ভুলে যা'ন। সে পতিহন্ত্রী, তার কথা মনে ওঠাও পাপ।

তোরাব। মায়ূস্, তুইও দিল্‌জানের নিন্দে ক'রিস্?

মায়ূস্। যে রমণী, আপনার প্রাণের হন্ত্রী, তার সুখ্যাত, আপনার আশ্রিতের মুখে থাক্‌তে পারে না। আপনার উচ্চ জীবনে যে কণামাত্র কলঙ্ক দেবে, মায়ূস্, তাকেও ক্ষমা ক'র্‌বে না। মায়ূস্, আপনার সেবার জন্যে জন্মেচে, আপনার অল্পমাত্র কলঙ্কের বিনিময়ে, বান্দা নিজের জান্ দিতে পারে।

তোরাব। মায়ূস্! যা ব'ল্লি, তা' কি সত্যি?

মায়ূস্। খোদার কসম, সত্যি।

তোরাব। সত্যি কি তা হ'লে, নিজের প্রাণের চেয়ে, তুই আমার সুনাম ভালবাসিস্?

মায়ূস্। ছি মায়ূস্! কি ব'লতে কি ব'ল্লি।

গীত।

ভুলে আছ, ভাল আছ, এই যে ভাল।
কে কাকে কি ভাবে দেখে, তা দেখে কি এলো গেলো॥
নীরবে প্রণয়-জলে, কোথা কে কি ভাবে চলে।
তা দেখে কি পাবে প্রাণে, আঁধারে আলো॥

তোরাব। মায়ুস্! তোকে চিন্‌তে পাল্লুম্ না।

মায়ুস্। সাহেব! শীকারে চলুন?

তোরাব। তোকে নিয়ে বেশী জঙ্গলে যেতে, সাহস হ'চ্চে না।

মায়ুস্। তবে আমায় তাঁবুতে রেখে, আপনি একলা শীকার ক'ত্তে যা'ন। যখন শীকার দেখাবেন ব'লেছেন, তখন আপনাকে শীকার ক'ত্তেই হবে।

তোরাব। তাই চল্। খোদা! কি শোনালে? মায়ুস্! আগে তোকে চিন্‌তে পারিনি। প্রাণময় মায়ুস্! আগে তোকে বুঝ্‌তে পারিনি। আগে বুঝ্‌তে পারিনি, মায়ুস, প্রাণের চেয়ে আমার সুনাম ভালবাসে। মায়ুস্, ভালবাসে; মায়ুস্, ভালবাসা জান্‌তে দেয় না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(শা-আলম, মহতাব, মওলা ও মহবুবের প্রবেশ।)

মহবুব। দাদা! আর চ'ল্‌তে পাচ্চিনি যে।

মওলা। চুপ কর্ ভাই, বাবা শুনতে পাবে। বাবার আর ভাবনা বাড়াস্‌নি।

মহতাব। ধরণীশ্বর!

শা-আলম। ধরণীশ্বর কা'কে ব'ল্‌চো বিবি! যে স্ত্রীর হাত ধ'রে বনে বনে ঘুর্‌চে, তাকে ব'ল্‌চো? যে ক্ষিদেয় কাতর, চ'ল্‌তে পা'চ্চে না, এমন ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়েও তাকাচ্চে না, তাকে ব'ল্‌চো?

মহতাব। তোমার পায়ে পড়ি, ওসব কথা আর তুলোনা। তোমার মুখ দেখ্‌লে, বুক ফেটে যায়। তুমি কারুর ভাবনা ভেবো-না। নিজের দিকে তাকাও। যখন সুদিন ছিল, তখন ঢের ভাবনা ভেবেচো, আল্লার মরজীতে, এখন ছেলেদের এমনি হওয়াই ভাল।

শা-আলম। বিবি! ভাবতে বারণ ক'রো না। ঢের ভাবনা আমার সাম্‌নে প'ড়ে। নিজের জন্যে কোন দিন ভাবিনি, ভাব্‌তেও প্রাণ চায় না। আমার ভাবনা, বেগম! তুমি। আমার ভাবনা, তোমার ছেলেদের চ'খের জল। আমি থাক্‌তে, আমার ভাবনা ছাড়ি কি ক'রে বিবি!

মহতাব। দেখ, আমি তোমার স্ত্রী। আমায় ভালবেসে, আমার ওপর মেহেরবানী ক'রে, আমায় চিরজীবনের সঙ্গিনী ক'রেছ। সুখের দিনে, সুখের ভাগ দিয়েছ। আল্লার মরজীতে, আজ দুঃখের দিন এসেচে। আমায় দুঃখের অংশ দাও। তোমার ভাবনা-বোঝা বইবার, আমায় অধিকারিণী কর।

শা-আলম। বিবি! আদরিণি! তুমি চিরকাল সুখে পালিতা। এ বিজন কাননে, পরের ভাবনা, তুমি কেমন ক'রে বইবে?

মহতাব। আদর্শ দাতা! যিনি তোমার দান অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্যে, তোমার প্রাণে অসীম শক্তি দিয়েছেন, পৃথিবীশ্বরের প্রাণে স্ত্রী পুত্রের হাত ধ'রে, বনে বনে ঘোর্‌বার বল দিয়েছেন,

তিনিই আজীবন সুখে পালিতা—তোমার দাসীকে, ভাবনার বোঝা বইবার ক্ষমতা দেবেন।

শা-আলম। খোদা! আমার ওপর তোমার অসীম মেহেরবানী। কে বলে আমায় গরীব? আমার দীন প্রজারা! দেখে যাও, তোমাদের সুলতান গরীব নয়, অমূল্য ধনে ধনী। বিবি! কি ক'ল্লে তুমি সুখিনী হও?

মহতাব। নিশ্চিন্ত মনে একটু বিশ্রাম কর। এ ছাড়া আর আমি কিছু চাইনে।

শা-আলম। আচ্ছা, তাই হ'ক।

মহবুব। দাদা! আরো কি আমাদের চ'ল্‌তে হবে?

শা-আলম। মহবুব! আমার কাছে এস। বড় কষ্ট হ'চ্চে, নয়?

মহবুব। না বাবা! কষ্ট ত' হয়নি। মা ব'লে দিয়েচে, যতদিন না তুমি আবার তেমনি হবে, ততদিন, কষ্ট হ'তে নেই।

শা-আলম। হা ঈশ্বর!

মহতাব। আবার মনে দুঃখু আন্‌চো? তুমি নিশ্চিন্ত মনে একটু বিশ্রাম কর।

(তোরাবের পুনঃ প্রবেশ)

তোরাব। মায়ুস্! তুই আমায় পাগল ক'ল্লি। আমি বড় সাধ ক'রে, তোকে ভালবেসেছিলুম। খোদা! যাকে ভালবাস্‌তে প্রাণ চায়, তাকে আমার ভালবাসা, ভাল ক'রে নিতে দাও না কেন? মায়ুস্! তুই যদি প্রাণময় মায়ুস্, না হ'তিস্, তা হ'লে হয় ত' মনকে বোঝাতে পাত্তুম। কিন্তু আর বোঝাবার যো নেই। খোদার কসম নিয়ে তুই ব'লিচিস্

নিজের প্রাণের চেয়ে, তুই আমার সুনাম ভালবাসিস্। য়্যাঁ! কে এ ভুবনমোহিনী? খোদা! আমার সুনামের জন্যে, যে নিজের প্রাণ দিতে পারে, আমায় কলঙ্ক-সাগরে ফেল্‌বার বিনিময়ে কি, সে ভালাবাসা দিতে পার্‌বে না। ফকির! আজ আমি তোমার সুখের পথে, কণ্টক হ'লুম। তোমারই ভুবনমোহিনী স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট কর্‌বার ভয় দেখিয়ে, আমি মায়ুসের সঙ্গে দোস্তি ক'র্‌বো। মায়ুস্। এইবার বুঝ্‌তে পার্‌বো, নিজের প্রাণের চেয়ে আমার সুনাম ভালবাসিস্ কি না। এইবার বুঝতে পার্‌বো, আমায় কলঙ্ক-সাগরে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে, তোর অনিচ্ছের দোস্তি বড় কি না। (প্রকাশ্যে) মোসাফের! আমি বড় বিপন্ন।

শা-আলম। কে তুমি ভাই! বল, এ দীনহীন, তোমার কি উপকারে আস্‌তে পারে?

তোরাব। ফকির সাহেব! আমি একজন সওদাগর। বাণিজ্যের জন্যে স্থানান্তরে যাচ্ছিলুম। এ জঙ্গলে এসে আমার স্ত্রী অতিশয় বিপন্না হ'য়েচে। আমার স্ত্রীকে দেখ্‌বার জন্যে আমার নিকট একটীও স্ত্রীলোক নেই। আপনাকে মহানুভব দেখে, দুঃখের কথা জানাচ্চি। আপনি মনে ক'ল্লে, একটী অবলার প্রাণ রক্ষা হয়।

শা-আলম। ভাই! স্ত্রীলোকের মধ্যে, একমাত্র আমার স্ত্রী আছে। তার দ্বারা তোমার কোন উপকার হ'তে পারে?

তোরাব। মোসাফের! দয়া ক'রে যদি আপনার স্ত্রীকে পাঠান, তা হ'লে আমার কি উপকার হয়, তা আমি এক মুখে প্রকাশ ক'ত্তে পারিনে।

শা-আলম। আচ্ছা ভাই, চল। একজন স্ত্রীলোকের দ্বারা যতটুকু হ'তে পারে, আমার স্ত্রী হ'তে কখনই তার অন্যথা হবে না।

তোরাব। আমি সঙ্কুচিত হ'য়ে, একটা কথা জানাতে ইচ্ছা করি।

শা-আলম। কি বল?

তোরাব। আমার স্ত্রী পরদানসীন।

শা-আলম। আমায় কি যেতে বারণ ক'চ্চ?

তোরাব। আপনি সাধু, আপনাকে বারণ ক'র্‌বার ক্ষমতা, আমার নেই। তবে এইমাত্র ব'ল্‌তে পারি, আপনি না গেলেও আপনার বিবিকে অধিকক্ষণ রাখ্‌বোনা। আমার তাঁবু এই নিকটেই। মোসাফের! বিপন্না স্ত্রীলোককে বাঁচাতে কি আদেশ হয়?

শা-আলম। ভাই! এর আর মতামত কি। যাও ভাগ্যবতি! ভগবানের আশীর্ব্বাদের পাত্রী হ'তে যাও। মঙ্গলময় খোদা! আজ যদি আমায়, এখানে, এ অবস্থায় না আন্‌তে, তা হ'লে, এ উপকার কর্‌বার আনন্দ, বোধ হয়, এ জীবনে হ'ত না।

মহতাব। প্রভু! ছেলেরা রইলো, এদের দেখো।

শা-আলম। যাও পুণ্যবতি! এমন কাজ আর, কখন পাবে না।

মহবুব। মা! বেশী দেরি ক'রিস্ নি, শীগ্‌গির আসিস্। তোকে অনেকক্ষণ না দেখ্‌লে, মন কেমন ক'র্‌বে।

তোরাব। আমি একটু পরেই তোমাদের মাকে দিয়ে যাবো। (মহতাবের প্রতি) আমার সঙ্গে আসুন।

[মহতাব সহ তোরাবের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(লুরিস্থানের হাট)

ক্রীতদাসী-বিক্রেতাগণ, ক্রীতদাসীগণ ও জলিল ইত্যাদি।

ক্রীতদাসীগণ। গীত।

এমন মনের মতন কই প্রেমিক সুজন।
যে রাখ্‌তে পারে, বেঁধে মন॥
মধু ভরা টাট্‌কা কলি, ফুটে উঠেচে,
এখন মন ভোলাতে, সাধের অলি, কই লো জুটেচে,
আমার বুক ভেঙ্গেচে, মুখ খুলেচে, খ'সেচে বাঁধন॥

জলিল। আরে বাহোবা, কি বাহোবা, এ যে চাঁদের হাটরে! য়্যাঁ! এখন কোন্‌টা কিনি? না বাবা, কোনটা ছাড়্‌তে পার্‌বো না। প্রাণ যায়, ভিক্ষে মেগে খাব। তবু চ'খের সাম্‌নে, আর কাউকে নিয়ে যেতে দেবো না।

১ম বিক্রেতা। কি সাহেব! পছন্দ হয়?

জলিল। বাবা! পছন্দর কথা যদি ব'ল্লে, ত' শোন। হঠাৎ বেজায় রকমের পছন্দ হ'য়ে প'ড়েচে। তোমাদের অক্ষয় পুণ্যি হবে, দেশের উপকারের জন্যে, এদের দিয়ে দাও।

(দ্বিতীয় ক্রীতদাসী-বিক্রেতার প্রবেশ।)

২য় বিক্রেতা। জাহান্নমে গেল, সব জাহান্নমে গেল। ভাইজান! রোজকার বন্ধ হ'য়েচে, লুরিস্থানের ব্যাবসা উঠে গেছে।

১ম বিক্রেতা। সে কি?

২য় বিক্রেতা। নতুন বাদশার হুকুম। এ মুল্লুকে আর বাঁদী বেচা হবে না।

জলিল। বাপজান! এ যে বিট্‌কেল আওয়াজ হ'ল। এত কাজ থাকতে, হঠাৎ বাঁদী বেচা বন্ধ হ'ল কেন?

২য় বিক্রেতা। সাহেব, সবই আমাদের বরাত।

জলিল। তোমাদের বরাত নয় বাবা! তোমাদের বরাত নয়। সবই আমার কপাল। আহাহাহা, খোদা! গরীবের দুঃখু কেউ দেখ্‌লে না। খোদা! গরীবের দুঃখু কেউ দেখ্‌লে না।

(রক্ষিগণ সহ প্রথম সভাসদের প্রবেশ এবং ছদ্মবেশে মোসাফেরের অনুগমন ও সকল কার্য্য অবলোকন।)

১ম সভা। আর কেউ বিক্রয়ার্থ আছে?

২য় বিক্রেতা। (সেলাম করিয়া) না খোদাবন্দ্!

১ম সভা। নূতন বাদশার মর্জীতে, আমি সকলকে খরিদ ক'র্লুম। দরবারে এই কাগজ দেখিয়ে, উপযুক্ত মূল্য নাওগে যাও। বন্দিনীগণ! মহানুভব বাদশার দয়ায়, তোমরা মুক্ত হ'লে। রাজকোষ হ'তে, উপযুক্ত পাথেয় নিয়ে, নিজের নিজের বাড়ী ফিরে যাও। হাসিমুখে, সোণার সংসার পেতে, নূতন আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে, সুখিনী হওগে যাও।

ক্রীতদাসীগণ।

(সুরে) সেলামৎ সাহান্‌শা, কায়েম রক্ষে।
মুল্‌কভি উস্কে, দায়েম্ রক্ষে॥
কনিজ্জে না বিক্‌তি হ্যায়, সহর মে।
কেঁও উস্‌সে খুস্ না, আলম্ রহে॥

(দানিশ, বিবি ও কাকুর প্রবেশ।)

দানিশ। ঝুট্ হ্যায়, ঝুট্ হ্যায়। সব খোসামুদের দল। রুটীর টুক্‌রো-চাওয়া মোসাফেরের ভাল, খোদা কখন ক'রবে না।

১ম সভা। বেবফা! কাজের ফলভোগ কর্‌বার জন্যে দুনিয়া সৃষ্ট হ'য়েচে। তুমি নিজের কাজের ফল ভোগ করগে যাও। ইস্কো গ্রেফ্‌তার করো। (অন্য সকলের প্রতি) তোমরা আমার সঙ্গে এসো।

বিবি। আল্লা! কি ক'ল্লে?

[রক্ষিগণ সহ প্রথম সভাসদের প্রস্থান।

(ক্রীতদাসীগণের ও বিক্রেতাগণের অনুগমন)

জলিল। ও হোঃ হোঃ হোঃ, দেখ্‌তে দেখ্‌তে চ'লে গেল রে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে চ'লে গেল!! সবই বরাত। "অভাগা যথায় যায়, সাগর শুখাতে চায়।"

[জলিলের প্রস্থান।]

দানিশ। দেখ সাহেব, তুমি বড় নক্সী হায়। এই তুমি আমার হাত বেঁধে রেখেচো, তবু যেন আমার কত আহ্লাদ হ'চ্চে। আহা, তুমি এমন ভাল নোক, আর তুমি কিনা পাহারোলার কাজ কর। কি অবিচারটা দেখেচো? তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, তা হ'লে, আমি তোমায় ভাল চাক্‌রী ক'রে দিতে পারি। হ্যাঁগা চৌকিদারের পো, আমার সঙ্গে যাবে?

১ম রক্ষী। হাম্‌সে দিল্‌দাগী মাৎ করো।

দানিশ। ওঃ, ওর সঙ্গে আবার দিল্‌দাগী ক'রবে। ভারি লোক কি না, ক্ষমতা ত' কত। ওরে! তুই ত' হুকুমের চাকর,

নিজের ইচ্ছেয় আমায় ছাড়্‌তে পারিস্, তবে বুঝি তুই মানুষ, নইলে ত' তুই পাহারোলা।

১ম রক্ষী। আ যাও, নেই ছোড়েগা।

দানিশ। নেই ছোড়েগা? তবে ত' ভারি বাহাদুরী হোগা।

১ম রক্ষী। (দানিশকে টানিতে টানিতে) আ যাও।

কাকু। বাবাকে ছেড়ে দে, নইলে কাম্‌ড়ে দোব।

(দানিশকে ছাড়াইবার চেষ্টা করণ।)

মোসাফের। আর কেন, নিজের বুদ্ধির দোষে অনেক অন্যায় ক'রিচি। রাজভক্ত প্রজাকে, আর কষ্ট দোবনা।

(অগ্রসর হওন।)

দানিশ। মোসাফের! আমায় বাঁচাও। তুমি আমার ধর্ম্মবাপ। আমায় মিচি মিচি ধ'রে নিয়ে যাচ্চে।

মোসাফের। সত্যিই তোমায় মিচি মিচি ধ'রে নিয়ে যাচ্চে। (ছদ্মবেশ উন্মুক্ত করিয়া) আমি হুকুম ক'চ্চি, আমার শরণাগতকে ছেড়ে দাও।

১ম রক্ষী। জাঁহাপনা!

দানিশ। ক্ষমাশীল ধরণীশ্বর, আমি না জেনে সুলতানকে তুমি ব'লিচি। আমি না জেনে, দয়ার অবতার জাঁহাপনার নিন্দে ক'রিচি। গোলামের কসুর মাপ হবে না।

মোসাফের। ছেলের কথায় বাপে রাগ করে না, সরলহৃদয় রাজভক্তপ্রজা! আমিই তোমার নিকট দোষী। তুমি বিনা দোষে শাস্তি পেয়েছ। বল, কি পুরস্কারে তোমার কষ্টের লাঘব হয়?

দানিশ। জাঁহাপনা, যদি দয়া ক'রে এ দাসকে কিছু দেন, তবে এই দিন, যে এই রক্ষীগুলোর ওপর যেন কর্তৃত্ব ক'ত্তে পারি।

মোসাফের। আচ্ছা, তাই মঞ্জুর। আজ হ'তে তোমায় ফৌজী অফ্‌সরের শ্রেণীভুক্ত ক'ল্লেম। আমার নামাঙ্কিত সীল গ্রহণ কর। সসম্ভ্রমে ফৌজদার সাহেবকে নিয়ে যাও। আমি বিদেশ যাত্রা ক'রিচি, কিছু দিন পরে, আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

[মোসাফেরের প্রস্থান।

দানিশ। বলি, কি গো, চৌকিদারের পো! এখন বেঁধে নিয়ে চল?

১ম রক্ষী। জনাব, মাফ্‌ কিজিয়ে।

দানিশ। বিবি! একবার পাথর-চাপা কপালটা বোঝ। এ মোট্‌ মাথামে করো। বিবি! একবার দাঁড়ানর ভঙ্গীটা দেখেচো? একেই বলে গর্ব্বিবী চাল্‌।

১ম রক্ষী। জনাব, আইয়ে।

দানিশ। চলো।

[কায়দা করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে দানিশের প্রস্থান এবং উহার অনুকরণে কাকুর পাক্ষেপণ ও অপরাপর সকলের অনুগমন।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

(জঙ্গল-পার্শ্বস্থ নদীতীর।)

গাহিতে গাহিতে জেলে ও জেলেনীর প্রবেশ।

গীত।

জেলেনী। আমার রগ্ করে টন্ টন্।
লোকের রঙ্গ দেখে, অঙ্গ জ্বলে, মন করে গন্ গন্ ॥
জেলে। বল্ দেখিনি সোণামণি, এমন কেন মন,
বলি, মনের মতন হয়নি কি তোর, তাইতে রে এমন।
জেলেনী। ওরে একটা দুটো মাচের তরে, ব'সে বাবু ভায়া।
টোপ্‌টী গেঁথে, ছিপ্‌টী ফেলে, হাপ্‌সে ওঠে কায়া ॥
আবার, ধীর বাতাসে, ফাত্‌না ভাসে, টোপ্ ঘোরে বন্ বন্ ॥
উভয়ে। ওরে জাল ভরা মাচ তুলতে রে বল্, ক'জন তোর মতন ॥

জেলে। বলি, হ্যাঁ ভাই চাঁদমুখী!

জেলেনী। কি ভাই চাঁদমুখো!

জেলে। আজ জাল দিয়ে নদীর মুখ ঘিরে ফেলা যা'ক, তারপর সব মাচ ছেঁকে নেওয়া যাবে, কি ব'লিস্?

জেলেনী। হাঁ, হাঁ, হাম্ সব্‌মেই রাজী।

জেলে। তোর যে ভারি ফুর্‌তি রে?

জেলেনী। কি ক'রবো প্রাণনাথ! এটা আমার বয়েসের দোষ।

জেলে। ওরে, আগে জাল দিয়ে নদীর মুখ বেঁধে ফেল্, তারপর যত পারিস্, এয়ার্কি ক'রিস্, বুঝ্লি ?

জেলেনী। আচ্ছা প্রাণনাথ! তোমার মতেই মত দিলুম

[জাল দিয়া নদীর মুখ বাঁধিতে বাঁধিতে উভয়ের প্রস্থান।

(শা-আলম, মওলা ও মহবুবের প্রবেশ।)

শা-আলম। য়্যাঁ! এ যে নদীর তীর এলো। তবে কি সওদাগরের তাঁবু নেই। আমি ইচ্ছে ক'রে, তবে কি আমার বিবিকে সাপের বিবরে পাঠালুম। আল্লা, আমার কি ক'ল্লে ? আমার কি দোষ দেখে, আমার গুণবতী স্ত্রীকে আমার দ্বারাই বিপদে ফেলালে ? আমার অকূল সাগরের একমাত্র অবলম্বন-শাখা, পরবর্দিগার! কি দোষ দেখে সরিয়ে নিলে ? সে যে বড় সাধ ক'রে, আমার ভাবনার ভাগী হ'তে চেয়েছিল। আল্লা, তাই কি তাকে সরিয়ে দিলে ? বিবি! কে জান্ত', ছেলেদের মুখ আর দেখ্তে পাবে না ব'লে, আমার ছেলেরা রইলো, এদের দেখো ব'লেছিলে ?

মহবুব। (কয়েকটী বন্য ফল কুড়াইয়া) বাবা! কেমন ফলগুলি দেখ, তুমি খাবে ?

শা-আলম। আর খেতে ব'ল না, আর খাব না। যে খাওয়া খেয়েচি, বোধ হয়, এ জীবনে আর ক্ষিদে হবে না।

মহবুব। দাদা, আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েচে, আমি এগুলি সব খাবো।

মওলা। খাও ভাই, আমার এখনও ক্ষিদে পায়নি।

(মহবুবের ভক্ষণ।)

শা-আলম। মঙ্গলময় আল্লা! তোমার সব কাজই মঙ্গলময় ব'লে জানি। দয়াময়! আমার চির-জীবনের সংস্কার, মন থেকে সরিয়ে দিও না। আমি উপকারের জন্যে আমার বিবিকে পাঠিয়েছি। উপকার কর্‌বার মনেও, লোকের মন্দ হয়, এ বিশ্বাস আমার মনে হ'তে দিও না। আমার বিবিকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনে দাও। আমি নিজের ইচ্ছেয়, কি ক'ল্লুম? আল্লা, আমার কি ক'ল্লে?

মহবুব। দাদা, দাদা, আমার গা কেমন ক'চ্চে, আমায় ধর।

মওলা। কি খেতে, কি খেলি ভাই? বাবা, বাবা!

মহবুব। আমার মাথা কেমন ক'চ্চে, আমায় কোলে নাও।

মওলা। অজানা ফল, না খেয়ে, কেন ভাই, তোকে খেতে দিয়েছিলুম। মহবুব, মহবুব, কথা ক' ভাই! বাবা, মহবুবের চ'কে আর পলক্ প'ড়্চে না, মহবুব যে আর কথা কইচে না!

শা-আলম। য়্যাঁ, বাঃ, বেশ! আল্লা, এ কি ক'ল্লে? খোদা, কেন আমার আপনার কাউকে রাখ্‌চো না? দয়াময়! ব'লে দাও, কেন আমার বিবিকে, আমাকে দিয়েই, অজানা পুরুষের হাতে দেওয়ালে? কেন আমার নয়ন-আনন্দ শাজাদাকে, বনের বিষফল খেতে মর্‌জী দিলে? আল্লা, পাপ পুণ্যের বিচারক! বুঝিয়ে দাও, এ সব আমার কি কাজের ফল। মঙ্গলময়! ব'লে দাও, কি মঙ্গলের জন্যে, এ কাজ ক'ল্লে? যে জন্যেই ক'রে থাক, তুমি মঙ্গলময়। যা ক'রেছ, বেশ ক'রেছ। খোদা! তোমার জিনিষ তুমি নেবে, আমি জোর ক'রে কি ক'রবো। তেজোময় আল্লা! শক্তিময় আল্লা! তুমি

সকল জায়গায় আছ। আমি তোমার কোলে, তোমার জিনিষকে দিয়ে গেলুম। আর আমার ভাবনা নেই। আর আমার ভাব্‌বার দরকার নেই।

মওলা। বাবা, বাবা, কি হ'ল ?

শা-আলম। কি হবে ? কিছুই নয়। ঘুমুতে ঘুমুতে একটা স্বপন দেখেছিলুম, ঘুম ভেঙ্গেচে, তবু স্বপনের ঘোর কাটেনি।

মওলা। বাবা, উঠে দাঁড়ালে যে ? মহবুব কি একলা প'ড়ে থাকবে ?

শা-আলম। একলা কেন ? একলা কে থাকে ? যার জিনিষ, সে হাতে ক'রে নিয়েচে। আর আমার ভাবনা নেই। আর আমার ভাব্‌বার দরকার নেই।

[শা-আলম ও মওলার প্রস্থান।

(মৃত ব্যাঘ্র লইয়া জনৈক ফৌজদার ও তৎ-পশ্চাতে দানিশের প্রবেশ।)

দানিশ। আরে, মাৎ দৌড়ো, মাৎ দৌড়ো, তেনী ঠারো জী !

ফৌজদার। কি হ'য়েচে, ফৌজদার সাহেব ?

দানিশ। এই ব'ল্‌ছিলুম, এই বাঘটা আপনি মেরেচেন, না, আমি মেরিচি ?

ফৌজদার। এ ক্যা কহেনা সাব্‌ ?

দানিশ। আহা, ক্যা কয়না আর কি ? আপনি আর আমি ছাড়া ত' এখানে আর কেউ নেই ? একজন ত' মেরেচেই, হয় বলুন আমি মেরিচি, আপনি কাঁধে ক'রেছেন ; নয় বলুন,

আপনি কাঁধে ক'রেচেন আর আমি মেরিচি। বলুন সাহেব, কোন্‌টা সত্যি ?

ফৌজদার। আমার হক্‌, ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা ক'র্‌বেন না। আমি ফৌজী লোক।

দানিশ। আর আমিই কি, ফৌজী লোক নই নাকি ?

ফৌজদার। ফৌজী হ'য়ে আপনি, মিথ্যে কথা ব'ল্‌চেন কেন ? আপনার বন্দুক এখনও ভরা র'য়েচে, তা দেখ্‌চেন ?

দানিশ। য়ঁ্যা, য়ঁ্যা! ভরা র'য়েচে, তাই ত'! তা হ'লই বা সাহেব, বন্দুক ভরা থাক্‌লে কি আর, বাঘ মারা যায় না ?

ফৌজদার। কি ক'রে বাঘ মার্‌বে ?

দানিশ। কেন, বন্দুকের উল্টো পিঠ্‌ দিয়ে মা'রবো। আচ্ছা, ব'লুন দেখি সাহেব, এক হাতে ঢাল, আর অন্য হাতে তরোয়াল নিয়ে, দুটী হাত জোড়া ক'রে, সেপাইয়েরা কি ক'রে লোক ধরে ?

ফৌজদার। আরে, এ কোথাকার পাগল ? মেরা হক্‌, ম্যয় নেহি ছোড়েগা, হাম্‌নে এ সের মারা, হাম্‌নে লে যাগা।

[দানিশকে ভূপাতিত করিয়া প্রস্থান।

দানিশ। আরে, আরে, আমার পল্‌কা হাড়গুলো সব ভেঙ্গে গেল যে !! গোঁয়ার গোবিন্দ ফৌজী লোকগুলোর রকমই আলাদা। খোদা, কি যে করি। না, শুধু-হাতে বাড়ী ফিরে গেলে, আমার অভ্রমের একশেষ হবে। হে আল্লা! আমি চ'খ বুজে থাকি, দু' চার্‌টে মরা বাঘ আমার পায়ের কাছে ঠেকিয়ে দে। নিদেন আধ্‌খানা। এই যে একটা

মরা ছেলে র'য়েচে, আমি এই শীকার ক'রিচি ব'লবো। আরে ফৌজদার! জন্তু শীকার করা ত' মুটের কাজ। যদি মানুষ শীকার ক'ত্তে পারিস্, তবেই বলি হাঁ।

[মহবুবকে লইয়া দানিশমন্দের প্রস্থান।

(শা-আলম ও মওলার পুনঃ প্রবেশ।)

শা-আলম। মানুষ, এই আছে, এই নেই। একটু আগে, এই-খানেই শাজাদা ছিল, আর নেই। মওলা, এইখানেই তোমার আদরের ভাইকে খোদার হাতে দিয়ে গেছি। এই তৃণশয্যার উপরেই, তোমার পথশ্রান্ত ভাই, চিরদিনের মতন বিশ্রাম ক'চ্ছিল। এই গগনস্পর্শী তরু, অনন্ত নিদ্রায় শয়িত—তোমার ভাইয়ের কষ্ট হবে ব'লে, মুখে রোদ লাগ্‌তে দেয়নি। এই খরবাহিনী নদী, তোমার ভাইকে সুখী ক'ত্তে, কোমল সঙ্গীত নিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। যারা তোমার ভাইকে সুখে রেখেছিল, তারা আছে। নেই কেবল, তোমার ভাই।

মওলা। বাবা, কি ক'ল্লে দুঃখু যায়?

শা-আলম। কি ক'ল্লে দুঃখু যায়? জগৎ থেকে নিজের একটা আলাদা দুঃখু বা'র ক'রে না নিলেই, দুঃখু থাকে না। মওলা, স্থির জেনে রেখো, নিজেকে যার ভাসিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে, সেই দুঃখু সরাতে পারে।

মওলা। খোদা, আমি ত' তা হ'লে বাবার দুঃখু সরাতে পারি। নিজেকে ভাসিয়ে দিলে দুঃখু যায়। আমি নিজেকে

ভাসিয়ে দেবো। খোদা, আমার দুঃখু, তুমি সরিও। বাবার মুখে আহ্লাদের হাসি, আবার তুমি ফুটিয়ে দিও।

[মওলার জলে ঝম্প প্রদান।

(নেপথ্যে জলে ঝম্পপ্রদান শব্দ হওন।)

নেপথ্যে। ওরে! ছেলে প'ড়েচে, ছেলে প'ড়েচে।

শা-আলম। য়্যাঁ, য়্যাঁ, খোদা, খোদা, এই কি তোমার মনে ছিল? এ জগতে আমার সম্বন্ধ লোপ ক'র্‌বে ব'লেই কি, এই ক'ল্লে? মওলা, মওলা, আর শব্দ নেই! জল যেমন স্থির ছিল, তেমনিই স্থির হ'য়ে আছে। মঙ্গলময়, বেশ ক'রেছ। যা ক'রেছ, বেশ ক'রেছ। আমার শান্তি-সৌধ, ভাল ক'রে ময়দানে পরিণত ক'রেছ, বেশ ক'রেছ। তুমি মঙ্গলময়। মঙ্গলের জন্যে, আমার ভাবনা শেষ ক'রে দিয়েছ। আজ থেকে, আর আমার ভাবনা নেই। আজ থেকে, আর আমার ভাবনা নেই। আজ আমার বড় আনন্দের দিন। খোদা! ধর্ম্মের বিচারক! আজ আমার বড় আনন্দের দিন।

[শা-আলমের প্রস্থান।

(জলমগ্ন মওলাকে লইয়া নদীগর্ত্ত হইতে জেলে এবং জেলেনীর উত্থান)

জেলেনী। ছি, তুই পুরুষ মানুষ হ'য়ে, একটা ছেলে তুল্‌তে পার্‌লিনি, আর আমি মেয়ে মানুষ হ'য়ে তুল্‌লুম। তোর গলায় দড়ি। তোল্, আস্তে আস্তে তোল্।

জেলে। আস্তে তোলা, জোরে তোলা, দুইই সমান। মরার কি কখন লাগে রে?

জেলেনী। খোদা, কষ্ট পাওয়াই কি সার হ'ল? যখন তুলিচি, তখন এর সদ্‌গতি ক'র্‌বো। চল্‌, একে কবরে দিইগে যাই।

[মণ্ডলাকে লইয়া জেলে ও জেলেনীর প্রস্থান।

(শা-আলমের পুনঃ প্রবেশ।)

শা-আলম। না, একটীবার। শুধু, এ জন্মের মতন একটীবার দেখ্‌বো। বনের ফল! তোমার গুণে, ক্লান্ত শাজাদা জিরুচ্চে। উত্তালতরঙ্গিণি নদি! তোমার কোলে, অনন্ত কালের জন্যে, আমার বড় আদরের ছেলে, নিদ্রা যাচ্চে। তাই, আর একটীবার তোমাদের দেখ্‌তে এলুম। আর আস্‌বো না। কিন্তু খোদা, তুমি কি ক'ল্লে? কার সঙ্গে বাজীতে হা'ল্লে? এখনও ত' আমার মাথার ভেতরে ভেতরে জড়ান, ভাবনার শেকড় সরিয়ে দিতে পাল্লে না? এখনও ত' এ জগতে, আমার সম্বন্ধ লোপ ক'রে, আমায় চিরদিনের জন্যে, ভুলিয়ে দিতে পাল্লে না? তবে কি ক'ল্লে? খোদা, তোমার হা'র। দেখ, তুমি পাল্লে না, আমি আমায় ভাসিয়ে দিই, আমি আমায় ভুলিয়ে দিই।

(ঝম্প প্রদানোদ্যোগ এবং মোসাফেরের প্রবেশ।)

মোসাফের। সুলতান, সুলতান! এ জগতে সয়ে থাকায়ই সুখ।

(পটক্ষেপণ।)



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(উদ্যান।)

গাহিতে গাহিতে সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ। গীত।

ওই চুরি ক'রে চাঁদের হাসি, হাস্‌তেছে কমল।
ওলো, তাই না দেখে, আকুল অলি, ভাবে টল টল
সুখেতে গাইচে পাখী গান,
মানিনীর মান ভেঙ্গেচে, গেছে অভিমান;
সমীরে উঠ্‌লো কাণে কাণ;—
হেসে বুঝে নিলে ধরা, যতন করার ফল।
রূপেতে, মন কি ভোলে, মন না হ'লে, মনে বল

[সখীগণের প্র

(জলিল ও আলিজানের প্রবেশ)

জলিল। সকলই বরাৎ বাবা! সকলই বরাৎ।

আলিজান। বরাৎ কি রে?

জলিল। আর বাবা, বরাৎ নয় ত' কি? আমি শালা, লুরিস্থান পর্য্যন্ত, বাঁদীর জন্যে দৌড়লুম, আমার বরাতে কিছু জুটলো না, আর তোমার ভাইজান, বনে ব'সে দুধের বাটীতে চুমুক্ মাল্লে।

আলিজান। চুমুক্ মাল্লে কি রে?

জলিল। সে বাবা, এক রকম চুমুকই। বাপজান! তোমার ভাই সাহেব, বন থেকে যে কি টেয়া ধ'রে এনেছে, তা ত' আর দেখনি। সে মুখখানা দেখ্‌লে লাট্টু ব'নে যেতে বাবা, লাট্টু ব'নে যেতে। আহা হা হা, দেশের লোক নিয়ে প্রেম করা হ'ল না রে! দেশের লোক নিয়ে, প্রেম করা হ'ল না।

আলিজান। তুই সে খবর পেলি কি ক'রে?

জলিল। বাবা, গাঁয়ে আগুন লাগ্‌লে কি আর, পীরের ঘর বাঁচে?

আলিজান। (স্বগত) সব মাটী হ'ল। মূর্খ এখনই সব প্রকাশ ক'রে ফেল্‌বে। পাঁচ কাণ হ'লেই, তোরাব সাবধান হবে। এ সুযোগ, কখন হ'তে দোব না। (প্রকাশ্যে) দেখ্ জলিল! তুই একটা কাজ কর্, ইস্পাহানের জঙ্গলে, এখুনি চ'লে যা। সেখানে তোর মনের মতন, ঢের মেয়ে মানুষ পাবি।

জলিল। য়্যাঁ! বল কি!! হ্যাঁ বাপজান! আজকাল সহর ছেড়ে কি তবে, জঙ্গলে মেয়ে মানুষের আমদানি হ'য়েচে?

আলিজান। হাঁ, হাঁ, দেখ্‌লিনি! ভাইজান জঙ্গল থেকে মেয়ে মানুষ ধ'রে আন্‌লে। দেখিস্, এ কথা যেন কাউকে

বলিস্নি, তা হ'লে তারাই সব হাত ক'র্‌বে, তোর বরাতে আর কিছুই জুট্‌বে না। আমার সঙ্গে আয়।

জলিল। চল বাবা! খোদা, দেশের লোক নিয়ে দু'দিন প্রেম ক'ত্তে দে। খোদা, দেশের লোক নিয়ে দু'দিন প্রেম ক'ত্তে দে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(তোরাব ও মায়ূসের প্রবেশ।)

মায়ূস্। সাহেব, বন্দিনীকে মুক্ত ক'রে দিন। খোদা আপনার ভাল ক'র্‌বেন।

তোরাব। মায়ূস্, যা হবার নয়, তা হয় না।

মায়ূস্। তবে তার মত নিয়ে, তাকে বিয়ে কর্‌বার চেষ্টা করুন।

তোরাব। না, আমি তাতেও সম্মত নই।

মায়ূস্। ওমরাও সাহেব! বান্দার কথা রাখুন। ইচ্ছে ক'রে আপনার অকলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক দেবেন না। আপনার কিসের অভাব? আপনি ইঙ্গিতে যদি আপনার মনের কথা প্রকাশ করেন, তা হ'লে, শত শত ভুবনমোহিনী রমণী, আপনার চরণ সেবা কর্‌বার জন্যে উপযাচিকা হ'য়ে আসে। সাহেব! আপনার মতন বিখ্যাত ওমরাহের, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করা সাজে না।

তোরাব। আমি জেনে অন্যায় ক'চ্চি। আমায় বোঝালে, কোন ফল হবে না।

মায়ূস্। আমার অনুরোধে তবে মনকে ফেরাতে চেষ্টা করুন।

তোরাব। অনুরোধে কি মন ফেরান যায়? আমি ত' কত অনুরোধ

ক'রিচি, অনুরোধে কি তুই, পর্ণকুটীর ছাড়্‌তে পেরিচিস্? অনুরোধে কি তুই, আমার সঙ্গে দোস্তি ক'ত্তে পেরেছিস্?

মায়ূস্। সাহেব! আপনাতে আর আমাতে! চাঁদের তুলনা, চাঁদের সঙ্গেই হয়, জোনাকির সঙ্গে হয় না। আপনি দয়া ক'রে বন্দিনীকে মুক্ত ক'রে দিন। আল্লা আপনাকে চিরসুখী ক'র্‌বেন।

তোরাব। তা যদি পাত্তুম, তা হ'লে সরলাকে বন্দিনী ক'রে আন্‌তুম্ নি। শোন্, তোর কাছে আজ কোন কথা লুকুবো না। আমি তোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার জন্যে, পাগল হইচি, আমি তোকে আপনার ক'রে রাখ্‌বো ব'লেই, সরলাকে বন্দিনী ক'রে রেখেচি। খোদার কসম নিয়ে ব'লচি, তুই যদি আমার হ'য়ে থাকিস্, তা হ'লে এখনি তাকে মুক্ত ক'রে দিই।

মায়ূস্। সাহেব, আমি ত' আপনারই, নতুন ক'রে কি ক'রে হব? ভালবেসে, অনুরোধ রাখেন ব'লেই, জোর ক'রে এতদিন, নিজের ইচ্ছে বজায় রাখ্‌তে পেরিচি। আর যদি আপনার ভালবাসা না থাকে, আর যদি আমার ইচ্ছে রাখ্‌বার সাধ না থাকে, তবে জোর ক'রে ইচ্ছে বজায় রাখ্‌বার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু সাহেব, আপনার ভালবাসার মায়ূসের প্রাণের ভেতর লুকুনো, একটা কথা মনে ক'রে রাখ্‌বেন। আকাঙ্ক্ষা মেটার চেয়ে, আকাঙ্ক্ষা পুষে রাখা সুন্দর। ফোটা ফুলের চেয়ে, ফোটবার মতন ফুল সুন্দর। প্রাণের আশা মিটে গেলেই, সাধ ফুরিয়ে যাবে। জল খেলেই, জল ভাল লাগা, মন থেকে চ'লে যায়।

তোরাব। মায়ূস্! রহস্যময়ী কথা তুলে আর আমায় পাগল ক'রে দিস্নি। তোর গোল্‌মেলে কথা প্রাণপণে বুঝ্‌তে চেষ্টা করি, তবু পারিনি। তোকে দেখে মনে হয়, কি যেন একট রহস্যের ছবি, তুই আমার সাম্‌নে ধ'রিচিস্। মায়ূস্! নিজেকে তুই ধরা দে। আমি অনেক সয়েচি, আর সইতে পার্‌বো না। ভালবাসার কসম, তুই আমার সঙ্গে দোস্তি কর্। তোর মুখের কথা পেলেই, আমি বন্দিনীকে মুক্ত ক'রে দিই।

মায়ূস্। সাহেব, দোস্তি হ'লেই বিবাদ হয়। আপনার সঙ্গে বিবাদ ক'ত্তে ইচ্ছে হয় না, তাই আমি আপনার সঙ্গে দোস্তি ক'ত্তে চাইনে।

তোরাব। মায়ূস্! কথায় ভোলাতে চেষ্টা ক'রিস্নি। আজ শেষ জবাব দে। যদি দোস্তি ক'ত্তে অনিচ্ছুক হ'স্, তা হ'লে বন্দিনীর উদ্ধারের আশা চিরকালের জন্যে, ত্যাগ কর্। তোরাব খোদার নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রেচে, হয়, সে তোর বন্ধুত্ব লাভ ক'র্‌বে, নয়, চিরদিনের জন্যে নিজেকে কলঙ্ক-সাগরে ভাসিয়ে দেবে।

মায়ূস্। (স্বগত) হা ঈশ্বর! আমায় এ কি বিপদের মাঝে ফেল্লে? একদিকে অবলার সতীত্ব নাশ, আর অন্যদিকে আমার জীবনানন্দ প্রিয়তমের, আমার কলুষিত সহবাসে, অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরিণাম। দিল্‌জান! তুই হ'য়ে মরিস্নি কেন? (প্রকাশ্যে) সাহেব! ভাব্‌বার জন্যে একদিনের সময় দিন। আশ্রিত-পালক! আমার কোন কথা ঠেলেন্‌নি, মেহেরবানী ক'রে এ কথাটীও রাখুন।

তোরাব। আচ্ছা মায়ুস্! ভাব্বার জন্যে, একদিনের সময় রইলো, মনে রেখো, শুধু একটী দিন। অনেক দিনের মনে-মিলনো কথা, আবার আমার মনে উঠেচে। অনেক দিনের প্রাণে-লাগা চাউনি, আবার আমি দেখ্তে পেইচি। অনেক দিনের মর্ম্মে মর্ম্মে জড়িত স্বর, আবার আমার কাণে বেজেচে। মায়ুস্, তোর এত অনিচ্ছের জন্যে, সত্যিই তোর উপর আমার সন্দেহ হয়। তুমি স্থির জেনে রেখো, আর আমি তোমায় সময় দিতে পারবো না। তুই ভাব্, আমি চ'ল্লুম।

[তোরাবের প্রস্থান।

মায়ুস্। দিল্জান, নতুন ক'রে মিলনের সাধ, আর কি তোর মনে হয়? পাষাণ প্রাণ নিয়ে, মান অভিমানের খেলা খেল্তে, আর কি তোর প্রাণ চায়? মায়ুস্, এখনও মনের জোর কর্, এখনও চ'খের দেখার লোভ সাম্লাতে পাল্লে, সোণার সংসার ছারখার হয় না মায়ুস্, মনকে বুঝিয়ে দে, সব জমীতে মস্‌জিদ হয় না। না না, ভুল বুঝ্লুম। মিলন না হ'লে একজন সতীর সতীত্ব যাবে। স্বামী বেঁচে থাকা, নিজের স্বার্থ। নিজের স্বার্থের জন্যে, পরের ওপর কলঙ্কের বোঝা দোব কেন? স্ত্রীলোক হ'য়ে স্ত্রীলোকের ইজ্জতের দিকে তাকিয়ে দেখ্বো না কেন? খোদা! স্ত্রীলোকের ইজ্জৎ বাঁচাতে আমি নিজের বিপদ্ ডেকে নোব, যদি তোমার মরজী হয়, মায়ুস্‌কে তুমি দেখো।

[মায়ুসের প্রস্থান।

(আলিজানের প্রবেশ।)

আলিজান। সুযোগ, সুযোগ, সুন্দর সুযোগ এসেচে। এই সুযোগের বলেই, আমি আমার কর্ত্তব্যের পথ ক'রে নোব। তোরাব, এতদিনে নিজের বিপদ্ ডেকে এনেছ। তোমার আনীত স্ত্রীলোকের বশতাপন্ন ক'রে, আমি তোমারই সর্ব্বনাশ ক'র্ব্বো। এ সর্ব্বনাশ অন্য কিছু নয়। হয়, তোমার মৃত্যু ; নয়, চির-কারাবাস। নরক! তুমি আমার সাহায্য কর। শয়তান! তুমি আমার হৃদয়ে বল দাও। আমি আর কিছু চাইনে, শুধু তোমার সাহায্য চাই।

[আলিজানের প্রস্থান।

(গাহিতে গাহিতে সখীগণের প্রবেশ।)

গীত।

সখীগণ। রঙ্গিয়া রাগে প্রাতীচি ধূসর শির।
নলিনী মলিনী করি মিহির॥
ডুবিল বিষাদে, গণি পরমাদে,
হেরে দশা ধরণীর॥
ঘোমটা খুলিয়া, নিশি শশীর,
হাসি মুখ হেরি, হেসে অধীর,
হাসিতে তারকা, হিয়াতে মলয়,
উঠে ফোটে নাগর[illegible]॥

[সখীগণের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক



(কক্ষা।)

(মহবুবকে লইয়া দানিশমন্দের প্রবেশ।)

দানিশ। বিবি, ও বিবি, বিবি গো!

(বিবির প্রবেশ।)

বিবি। কি গো! কি হ'য়েচে, অমন ক'চ্চ কেন?

দানিশ। মড়া আমার কাঁধে এসে যে, দানা পেয়েচে বিবি!

বিবি। ও আবার কি কথা? ও কথা মুখে আন্‌তে নেই।

দানিশ। তুমি ত' ব'ল্লে মুখে আন্‌তে নেই, আর এদিকে যে, আমার কাঁধে চেপে ব'সেচে।

মহবুব। ওগো, সত্যি আমি দানা পাইনি। আমার বড় লাগ্‌চে, আমায় ছেড়ে দাও।

দানিশ। ঐ শোন বিবি, ঐ শোন। ছোঁড়া আমার সর্ব্বনাশ ক'ল্লে।

বিবি। হ্যাঁগা, তুমি কি? সোণার চাঁদ—কার টুক্‌টুকে ছেলের অকল্‌...াণের কথা ব'লচো। এস বাবা! আমি বাঁধন খুলে দিচ্চি। (তথা করণ)

দানিশ। য়্যাঁ! ক'ল্লে ...কি? এতোয়ারের দানা-পাওয়া মড়া ছুঁলে?

মহবুব। ওগো, আমি মড়া ন...ই, আমি জেয়ান্ত। বল ত' লাফাই।

দানিশ। দানা পাওয়া মড়া, লাফ...তে ত' পারবেই। তার আর ... গরীব, ছেলে পিলে নিয়ে নতুন কথা কি? হেই বাবা, আ...

ঘর করি, আমার ওপর কেন? তোমায় যোড়া মেড়া দোব। তুমি মাণিক, মেহেরবানী ক'রে একবার মর। মর ত' বাবা, লক্ষ্মী বাবা আমার, একবার তেমনি ক'রে মর।

মহবুব। ওগো! আমি ত' মরিনি।

দানিশ। মরনি! তবে কি মট্‌কা মেরে প'ড়ে ছিলে বাবা?

মহবুব। না গো, হেঁটে বাবার সঙ্গে যেতে যেতে, বড় ক্ষিদে পেয়েছিল, তাই, অনেকগুলো ফল খেয়েছিলুম। ফল খেয়েই গা ঘুরে উঠ্‌লো, আর কিছুই মনে নেই। যখন আমার মাথা একটু ভাল হ'ল, তখন তোমার পিঠে বাঁধা রইচি দেখ্‌লুম।

বিবি। হ্যাঁগা, তুমি ভাব্‌চ কি? ফল খেয়ে ঘোর লেগে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছিল, এখন জ্ঞান হ'য়েচে। এ আর বুঝ্‌তে পাচ্চো না?

দানিশ। বুঝ্‌তে যেন পান্নু বিবি! কিন্তু তা হ'লেও একে ম'ত্তে হবে।

বিবি। কেন?

দানিশ। কেন আর কি? একে নিয়ে আস্‌বার সময়, এ রাজ্যের অনেক লোক, একে আগেকার বাদশার ছেলে ব'লে চিন্‌তে পেরেছিল। আমি ত' আর জানিনি বিবি! যে, এ মট্‌কা মেরে প'ড়েছিল। তাই সকলকে মরা ছেলে ব'লেচি। ভাগ্যিস্ এর পরিচয় পেয়েছিলুম। নইলে শীকার ক'রেচি ব'লে ব'স্‌তুম। বাদশার ছেলে শুনে, ইনাম পাবার আশায়, একে কাঁধে ক'রে আন্‌লুম, শেষে বাড়ীর কাছে এসে, ছোঁড়াটা বেঁচে উঠ্‌লো।

বিবি। য়্যাঁ! বাদশার ছেলে। আল্লা! শাজাদাকে দীর্ঘজীবী করুন।

দানিশ। বাঃ, বেশ মজার কথাই ত' ব'ল্লে। একে এখুনি যে ম'ত্তে হবে। রাজ্য শুদ্ধ লোক, একে মরা দেখেচে। তারা ত' আর বুঝ্‌বে না, যে এ গুণের ছেলে, মরা সেজেছিল। একে জেয়ান্ত দেখ্‌লেই, আমায় যাদুকর ব'লে ধ'রে নিয়ে গিয়ে, ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে। তা হ'চ্চে না। যখন মরা সেজেছিল, তখন একে ম'ত্তেই হবে।

বিবি। বালাই, কখন ম'র্‌বে না। শাজাদাকে বাঁচানর জন্যে, যদি বাদশার হিল্লে ছাড়্‌তে হয়, জেনো তাও মঞ্জুর।

(কাকুর প্রবেশ।)

কাকু। শাজাদা কে মা? তুমি বুঝি ভাই, বাদশার ছেলে? ওঃ, আজ থেকে তুমি ভাই, আমার বন্ধু হ'লে, কেমন?

মহবুব। আচ্ছা ভাই।

দানিশ। আরে, বা রে কপাল! একে বিবির ধাক্কা সাম্‌লাতে পারিনে, তার ওপরে ছেলে এসে ব'ল্লেন বন্ধু।

কাকু। বাবা, আমাদের ফটকে চাবি দেওয়া কেন?

দানিশ। তোর বাপ্‌! সব কথায় কথা কইবার দরকার কি?

কাকু। ওঃ!

নেপথ্যে। দরয়ান্, দরয়ান্!

দানিশ। বিবি! ও বিবি! ঐ শোন। বাদশার ওখান থেকে বুঝি লোক এসেছে।

কাকু। এলোই বা, কিসের ভয়? আমায় ফটকের চাবি দাও আমি ভেতরে ডেকে আন্‌চি।

দানিশ। তোর আর বাহাদুরী ক'ত্তে হবে না। পারিস্ ত' এই ঘরে একটা চাবি দে।

নেপথ্যে। নয়া ফৌজদার, সাব্‌সে কাম্ হ্যায়। জল্‌দি দরওয়াজা খোলো।

দানিশ। ওরে আর দেরি করিস্‌নি। বল্, বাবা বাড়ী নেই।

কাকু। আমি ফৌজদারের ছেলে। কাকে ভয় ক'রে, আমি মিথ্যে কথা কইব?

দানিশ। আ গেল! এখন বীরত্ব ফলাতে এলো। আরে! বল্ না, বাবা বাড়ী নেই। ও বিবি! দেরি হ'য়ে যাচ্চে যে। তুমিই না হয় বল।

বিবি। হাঁাগা! আমি ব'ল্‌বো কি?

দানিশ। না হয়, আজকের মতন ছেলের জবানীতেই ব'ল্লে।

নেপথ্যে। দেরি ক'রো না, বাড়ীতে কে আছ? জবাব দাও।

দানিশ। কি করি, নিজেই ছেলে হ'য়ে জবাব দি। ওগো! বাবা বাড়ী নেই, শীকার ক'ত্তে গেছেন।

নেপথ্যে। এলে, উজীর সাহেবের কাছে যেতে ব'ল্‌বেন।

দানিশ। আচ্ছা, ব'ল্‌বো গো। ইয়ে আল্লা, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌লো। বাপ্ রে! কি বিপদেই প'ড়েছিলুম। বিবি! শীগ্‌গির ক'রে দু'চারটে দামি দামি জিনিষপত্র বাঁধ, এখানে আর থাকা হবে না।

বিবি। কেন? ফল খেয়ে ঘোর লেগেছে, এ কথা বাদ্‌শা বিশ্বাস ক'র্‌বে না, তোমায় কে ব'ল্লে?

দানিশ। আরে, বাদ্‌শা বিশ্বাস ক'র্‌বে, এ কথাই বা তোমায় কে ব'ল্লে? ধাঁ ক'রে তোমার ওড়্‌নাখানা দেও ত'।

(ওড়্নার দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া) চল, খিড়্কীর দোর দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। (কাকুর প্রতি) ওরে, আয় না।

কাকু। আমি ফৌজদারের ছেলে, আমি লুকুনো পথ দিয়ে যাব ?

দানিশ। আরে, তুই ত তুই, তোর বাপ্ যাবে।

কাকু। কক্ষন নয়। হাম্ নেহি যাঙ্গা।

দানিশ। নেহি যাঙ্গা কি ? অবিশ্যি যেতে হবে। আমি ব'ল্‌চি, যেতে হবে।

কাকু। (আস্তীন গুড়াইয়া) কভি নেহি।

দানিশ। কবি নেহি কি, আল্‌বৎ যানে হোগা। চলো।

[ঘুসি লাড়িতে লাড়িতে উভয়ের প্রস্থান, ও সকলের অনুগমন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বন্দীগৃহ)

বিষণ্ণভাবে মহাতাব উপবিষ্টা।

(মায়ূসের প্রবেশ)

মায়ূস্।। বন্দেগী বিবি সাহেব! কাল রাত্রে, ভাল ঘুম হ'য়েছিল?

মহাতাব। মায়ূস্! তোমার হৃদয় আছে, তবু এ কথা জিজ্ঞেস্ কোচ্ছ কেন ? এখন কি আমার নিশ্চিন্ত মনে, ঘুমনর সময় দেখ্‌লে ? তুমি ত' জান, এখনও নিজের বাঁচ্‌বার উপায় ক'ত্তে পারিনি, এখনও একজনের ভাবনা-ভরা প্রাণে, ভাবনার বোঝা তুলে দিয়ে, ভাবনা সরাতে পারিনি। তবে

কি ক'রে ঘুমনর কথা তুল্‌চো? কূল-কিনারা-হীন সাগরের মাঝখানে, তরী ছিদ্র হ'তে দেখ্‌লে, নিশ্চিন্ত মনে কেউ কি, ঘুমুতে পারে?

মায়ূস্‌। পারে না বিবি সাহেব, কিন্তু মিছে ভেবে, শরীর খারাপ ক'ল্লে কি হবে? ভেবে যার উপায় বেরুবে না, তা ভেবে অশান্তি বাড়ালে, মনের জোর ক'ম্‌বে বই, বাড়্‌বে না। আমি বরং বলি, বিবি সাহেব! তুমি মনের জোর কর।

মহাতাব। মায়ূস্‌! তোমার মহৎ অন্তঃকরণের গুণে, যদি আমায় ভক্তির চ'খে দেখে, আমার দুঃখে দুঃখী হ'য়ে থাক, তবে আমার ভাবনা সরাতে, আমার দুর্ব্বল মনের বল বাড়াতে, আমায় মুক্তির উপায় ব'লে দাও। তোমার উপকারের বিনিময়, আমি দিতে পার্‌বো না। কিন্তু মায়ূস্‌! ধর্ম্মের বিচারক একজন আছেন, তিনি তোমায় চিরসুখী ক'র্‌বেন। তুমি মনে ক'ল্লে, হয় ত, আমার উদ্ধার হয়।

মায়ূস্‌। মিথ্যে কথা ব'ল্‌তে পার্‌বো না। বোধ হয়, এ গরীবের একটী ভালবাসার প্রাণের বিনিময়ে, তোমার উদ্ধার হ'তে পারে।

মহাতাব। মায়ূস্‌! প্রাণের বিনিময় ক'ত্তে হবে না। কারুর প্রাণ যাবে না, ধর্ম্ম তোমায় রাখ্‌বেন। যদি বিপন্নাকে বাঁচাতে, যদি অবলার সতীত্ব রক্ষা ক'ত্তে নিজের বিপদ্‌ ডেকে আন, তবে বিপদ্‌, সম্পদ্‌ হ'য়ে তোমার সেবা ক'র্‌বে। যদি আল্লার নাম, কোন দিন প্রাণ ভ'রে ডেকে থাকি, যদি স্বামীর পায়ে অচলা ভক্তি রেখে থাকি, তবে দেখো মায়ূস্‌! আমার

কথা কখন মিথ্যে হবে না। আমার উদ্ধারের বিনিময়ে, কখনও তোমার প্রিয়জনের প্রাণ হারাতে হবে না।

মায়ূস্। (স্বগত) মায়ূস্, আর কি চা'স্, সতীর আশীর্ব্বাদ পাবি, তোর কলুষিত দেহে, এমন সুযোগ আর আস্‌বে না। (প্রকাশ্যে) বিবি সাহেব, তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক। মায়ূস্, আদর পেতে গরীব, ভালবাসার লোকের কাছ থেকে, আদর নিতে গরীব, কিন্তু সতীর সম্মান রাখ্‌তে গরীব নয়।

মহাতাব। মায়ূস্, বেশী কি ব'ল্‌বো, আল্লা তোমায় চিরসুখী করুন।

মায়ূস্। (স্বগত) এ দিন কি আমার কখন হবে? (প্রকাশ্যে) বিবি সাহেব! এ দুটী উপায়ের মধ্যে তুমি কোন্ উপায়ে মুক্ত হ'তে চাও?

মহাতাব। কি দুটী উপায় মায়ূস্?

মায়ূস্। দেখ, তুমি মন দিয়ে শোন। সাহেবের এক বিবি ছিলো, সে বড় গরীবের মেয়ে, সে ঠিক আমারই মতন দেখ্‌তে। তার যৌবনের পদার্পণের পূর্ব্বে, একদিন এক মোসাফের, সাহেবের বাড়ী এসে, তার জন্মপত্রিকা দেখে ব'লে যায়, এই স্ত্রীলোককে যে পত্নীভাবে গ্রহণ ক'র্‌বে, তার জীবননাশের সম্ভাবনা। তাই ওমরাও সাহেব, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, পিতার আদেশ মত, স্ত্রীকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। আমার সঙ্গে সাহেবের প্রথম দেখা হ'য়ে পর্য্যন্ত, সাহেবের নিভান আগুন জ্ব'লেছে। অপূরন্ত প্রাণের অনেক কথা মনে জেগে উঠেছে। তাই, আশ্রিতের মত আমায় না

দেখে, আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'ত্তে চান। আমি সাহেবকে ভালবাসি। আমার মত চেহারার লোকের দ্বারা ভয় জেনে, ভয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'ত্তে চাইনে। আমার প্রভুর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের বিনিময়ে, তুমি মুক্ত হ'ত্তে পার। মুক্ত ক'র্‌বার এই আমার প্রথম উপায় বিবি সাহেব!

মহাতাব। দ্বিতীয় উপায় কি মায়ূস্?

মায়ূস্। দ্বিতীয় উপায় এই, যে যখন তুমি কুৎসিত প্রস্তাব শুন্‌বে, তখন ভাব্‌বার জন্যে একদিনের সময় নেবে। সেই এক দিনের মধ্যে, আমি তোমায় নিরাপদ্ স্থানে রেখে আস্‌বো।

(আলিজানের প্রবেশ ও লুক্কায়িত ভাবে প্রস্থান।)

মহাতাব। যদি ওমরাও সাহেব এক দিনের সময় দিতে সম্মত না হয়?

মায়ূস্। নিশ্চয় হবে। তুমি স্থির জেনে রেখো, আমার সঙ্গে দোস্তি কর্‌বার জন্যেই, সাহেব তোমায় বন্দিনী ক'রে রেখেছেন।

মহাতাব। আমি তোমার দ্বিতীয় প্রস্তাবে সম্মত।

মায়ূস্। আপনার যা মর্‌জী বিবি সাহেব! দেখুন, ভবিষ্যতে কি আছে বলা যায় না, আপনি গুপ্ত দ্বারের চাবি রাখুন। যদি একদিনের মধ্যে আপনাকে উদ্ধার ক'ত্তে না পারি, তবে আপনি নিজেই পালাবেন। বিবি সাহেব, গরিবের সেলাম নিন।

মহাতাব। মায়ূস্, খোদা তোমায় চিরসুখী করুন।

মায়ূস্। আমার আশ্রয়দাতার মঙ্গলই আমার মঙ্গল। আশীর্ব্বাদ করুন, ওমরাও সাহেবের যেন অমঙ্গল না হয়।

[মায়ূসের প্রস্থান।

(সন্তর্পণে পদবিক্ষেপ করিয়া আলিজানের প্রবেশ)

মহাতাব। কে আপনি?

আলিজান। যে নরপশু তোমায় বন্দিনী ক'রে রেখেচে, আমি তারিই সহোদর। আমার সঙ্গে এলে, তুমি এই মুহূর্ত্তেই উদ্ধার হ'তে পার, আর অসহায় স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার-কারীর দণ্ড দিতে পার।

মহাতাব। দণ্ড দেবার সাধ আমার মনে নেই, আমি উদ্ধার হ'তে পাল্লেই, নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করি।

আলিজান। কেন কুচরিত্র লোককে প্রশ্রয় দেবে? আজ তুমি আমার সাহায্য পেয়েছ, তাই মুক্ত হ'তে পারবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে, কে ব'লতে পারে, সকলেই আমার সাহায্য পাবে। আমার ভাইএর শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। ভাল কাজ ক'ত্তে কেন তুমি পশ্চাৎপদ হ'চ্চ?

মহাতাব। আমায় কি ক'ত্তে বলেন?

আলিজান। আমার সঙ্গে তোমায় আস্তে বলি। আমার ভাইএর বিরুদ্ধে, সতীত্ব নাশের অভিযোগ ক'ত্তে বলি।

মহাতাব। আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত নই।

আলিজান। বোধ হয়, মায়ূসের ভরসায় এতদূর ব'ল্‌তে সাহস ক'চ্চ। তুমি স্থির জেনে রেখো, যদি আমার কথায় এখন সম্মত না হও, তা হ'লে শুধু তোমার বিপদ্ নয়, মায়ূসেরও সম্বন্ধ এ জগৎ হ'তে লোপ হবে।

মহাতাব। তার কি অপরাধ?

আলিজান। কি অপরাধ! বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধ। গুপ্ত দ্বারের চাবি দেওয়া অপরাধ। আমায় মিছে দেরী করিয়ো না। বল, তুমি আমার কথায় সম্মত কি না?

মহাতাব। আপনার শরণাগত হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় উপায় নেই।

আলিজান। তবে আমার সঙ্গে এস। দুনিয়া এমনিই জিনিষ। সোজা কথায় কেউ কারুর বাধ্য নয়। কায়দায় ফেল, দুষ্‌মন দোস্ত্‌ হবে। সরল ব্যবহার কর, দোস্ত্‌ দুষ্‌মন হবে।

[আলিজান ও মহাতাবের প্রস্থান।

(তোরাব ও মায়ূসের প্রবেশ।)

তোরাব। মায়ূস্, এখনও অবসর দিচ্চি, বিবেচনা ক'রে উত্তর দাও।

মায়ূস্। সাহেব! আপনার কথায় আর বার বার অসম্মত করাবেন না। আমায় মাপ করুন, আমি নীচ হয়ে, মহতের সঙ্গে দোস্তি ক'ত্তে পার্‌বো না।

তোরাব। খোদা! আমি নির্দ্দোষী, মায়ূস্, শেষে আমায় দূষো না।

মায়ূস্। মায়ূস্ কাউকে দোষে না, এ দুনিয়ায় দোষ্‌বার যদি তার কিছু থাকে, তবে নিজের কপাল।

তোরাব। নিজের কপাল নয়, মনের জেদ। দেখ্‌বে এস, মনের জেদের জন্যে, তোমার ভালবাসার প্রভুকে কেমন ক'রে কলঙ্কসাগরে ভাসিয়ে দাও। এ কি মায়ূস্, ছি, আমার ভালবাসার লোকের এই কাজ!!

মায়ূস্। (নতজানু হইয়া) দয়াময় প্রভু! বান্দা বিশ্বাসঘাতক,

তাই আপনার সঙ্গে দোস্তি ক'ত্তে চায় না। কেন আপনি জেনেও জানেন না? বান্দাকে ভালবাস্তে চাইলে, সুখ-কানন মরুভূমিতে পরিণত হয়।

তোরাব। আমি এতদিনে বুঝ্তে পেরেছি, তোকে ভালবাসি ব'লে তোর জন্যে নিজের প্রাণের বিনিময় ক'ত্তে পারি, কিন্তু বিশ্বাসঘাতককে জীবিত রেখে, জগতের প্রাণের বিনিময় ক'ত্তে পারিনে। তোর লীলা খেলা ফুরিয়ে যাবার আজ শেষ দিন। মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হ'।

মায়ুস্। মায়ুস্, মৃত্যুকে ভয় করে না। শুধু, মরণের পূর্ব্বে, বান্দা একবার জান্তে চায়, পাপের প্রতিফল দিয়ে, ওমরাও সাহেব মায়ুস্কে ক্ষমা করেছে।

তোরাব। মায়ুস্, অপরাধ নিস্নি। জীবনদণ্ডে তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

মায়ুস্। ওমরাও সাহেব, অপরাধ নয়। আমি মন খুলে ব'ল্চি, অপরাধ নয়, গোলামের ওপর আপনার অনন্ত মেহেরবানী।

তোরাব। (পিস্তল দ্বারা মায়ুসের ললাট লক্ষ্য করিয়া) এইবার শেষ সময়। আর অবসর পাবিনি, খোদাকে শেষ স্মরণ ক'রে নে।

মায়ুস্। ওমরাও সাহেব, আমার খোদা আমার চ'খের সাম্নে র'য়েচে, মায়ুসের খোদাকে স্মরণ ক'ত্তে হয় না। দিন রাত সে চ'খের সাম্নে খোদাকে দেখে।

তোরাব। মায়ুস্, মায়ুস্!

(সবলে মায়ুসের কেশাকর্ষণ এবং পরকেশ উন্মুক্ত হওন।)

একি! একি!! বল্ তুই কে? দিল্‌জান, দিল্‌জান, মায়ুস্, একটীবার বল্, আমি দিল্‌জান।

মায়ুস্। ওমরাও সাহেব, আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করুন। দয়া ক'রে আমায় গুলি করুন। অকিঞ্চিৎকরের আকিঞ্চন, গরীবের ওপর মেহেরবান হ'য়ে উপেক্ষা ক'র্‌বেন না।

তোরাব। দিল্‌জান, এই আমার গুলি করা। (হস্তচুম্বন)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বন।

(জাল হস্তে মণ্ডলার আগমন এবং গাহিতে গাহিতে জেলে ও জেলেনীর প্রবেশ।

গীত।

তবু মন পাওয়া কি যায়।
আমার হেলে দুলে, ক্ষেপ্‌লা ফেলে, গা কোমর টাটায়॥
কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরুলে পাজি,
আমায় হামে হাল, নাকাল ক'রে, তাতেও নয় রাজী;
আমার হাড়ির হালে, শ্যাল কুকুরে, ক'ত্তেছে হায় হায়।
আমি চম্‌কে উঠি, ভেবে ভেবে, খোদ্দেরের জ্বালায়॥
শেকল নাড়া দিয়ে জোরে, আমায় ভোরেতে ওঠায়।
এখন মানে মানে, বাঁচ্‌লে বাঁচি, ব্যাবসা করা থাক্ মাথায়॥

মণ্ডলা। আল্লা, আমার কপালে এত লিখেছিলে?

[সকলের প্রস্থান।

(জলিলের প্রবেশ।)

জলিল। কই বাবা, এত ঝোপ ঝাপ খুঁজে ম'লুম, কই, মেয়ে মানুষ ত' পেলুম না। জলিল রে! সবই তোর বরাত। না বাবা, যখন এদ্দূর আশা গেছে, তখন জান যায়, সো ভি আচ্ছা, তবু মেয়ে মানুষ না নিয়ে ফিরবো না। কোথায় আর ঘুরে ম'র্‌বো, এই খানেই ওৎ পেতে থাকি। (নেপথ্যে মলের শব্দ) ওই যে বাবা, রুনু ঝুনু আওয়াজ হ'চ্চে। তবে আলি সাহেবের কথা ত' ঠিক্। জলিল রে! তোর অদৃষ্টে আজ কেল্লা দখল। ওমরাও সাহেব যেমন ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেছে, আমিও তেম্‌নি ক'রে নিয়ে যাব। এই দিকেই বোধ হয় আস্‌চে। চট্ ক'রে এই গাছটার ওপর উঠে পড়ি। আগে ছুঁড়িদের ভাব খানা বুঝে নি।

(জলিলের বৃক্ষারোহণ এবং স্ত্রীবেশে দানিশ, পশ্চাতে বিবি, মহবুব ও কাকুর প্রবেশ।)

জলিল। এ যে বাবা, গাই বাছুরে হ'ল!

বিবি। ওগো, গায়ের কাপড় খোলোনা, এখানে ত' আর কেউ দেখ্‌তে আস্‌চে না।

দানিশ। সাবধানের মার নেই বিবি, সাবধানের মার নেই। যদ্দিই কেউ আড়ালে আব্‌ডালে থাকে।

জলিল। না বাবা, আর দেরি করা হবে না, ধাঁ ক'রে ব'লে ফেলি, ন'ইলে, যদ্দিই কেউ এসে বেহাত ক'রে ফেলে।

(বৃক্ষ হইতে অবতরণ)

কাকু। ঐ দেখ বাবা, গাছ থেকে কে নাব্‌চে।

দানিশ। (সভয়ে) কে নাব্‌চে, জিজ্ঞেস্ ক'র্‌না। ওগো, আমি অবলা স্ত্রীলোক, আমার ওপর অত্যাচার ক'রো না।

কাকু। (জলিলের প্রতি) কে তুই?

জলিল। আমি বাবা, একজন লোক। জঙ্গলে এসে, আমার স্ত্রীর বড় অসুখ ক'রেছে কিনা, তাই সেবা কর্‌বার জন্যে মেয়ে মানুষের সন্ধান ক'চ্চি। ওই ধেড়ে বিবিটী যদি আমার সঙ্গে যায়, তা হ'লে আমার স্ত্রীর বড় সেবা করা হয়।

দানিশ। (ঈষৎ ওড়্‌না তুলিয়া) পর পুরুষের সঙ্গে গেলে যে, আমার ধর্ম্ম যাবে গো!

কাকু। তুই গাছের ওপর উঠিছিলি কেন?

জলিল। মনের ত' আর ঠিক নেই বাবা। তাই পথ ভুলে, হঠাৎ গাছের ওপর উঠে পড়িছিলুম। (দানিশের নিকট গিয়া) বিবি সাহেব! দয়া ক'রে যদি একবার আমার পরিবারের সেবা ক'ত্তে আস, তা হ'লে আমায় কিনে রাখ।

দানিশ। (ঘোম্‌টা খুলিয়া) তবে চল বন্ধু! তোমার পরিবারের সেবা করিগে যাই।

জলিল। আরে বাবা, এ যে মদ্দা রে! (পলায়ন)

দানিশ। বন্ধু, আশা দিয়ে নিরাশ ক'রো না, আমায় সেবা ক'ত্তে নিয়ে চল।

বিবি। মিন্‌সে যেন সং।

[দানিশের অনুসরণ ও সকলের প্রস্থান।

(শা-আলম ও মোসাফেরের প্রবেশ।)

শা-আলম। কি ধাঁধা, কি ধাঁধা! অনন্ত সময়-সাগরে আমি একটী জলবুদ্বুদ। নিজের কিছুই ক্ষমতা নেই। সময়-

সাগরের তরঙ্গে—উঠ্‌চি, আবার তরঙ্গে মিলিয়ে যাব। বুদ্বুদ জলই। তবু যেন জল থেকে একটু আলাদা। আমি যেন তেম্‌নি সব। তবু নিজের আমার যেন একটু আলাদা। কই, কোন্‌টাকে নিয়ে আমি? আমার মনে ক'ল্লে, সমস্ত দুনিয়া আমার। আর না মনে ক'ল্লে, আমার ব'লে কিছুই নেই। কি ধাঁধা, কি ধাঁধা! না বোঝা এত ধাঁধা চ'খের সাম্‌নে ভাস্‌চে, তবু ত' মানুষের জ্ঞান হয় না। তবু ত' মাটীর পুতুল অহঙ্কার ক'ত্তে ছাড়ে না। খোদা, এর চেয়ে আর মজার কথা দুনিয়ায় নেই। মাটীর পুতুল অহঙ্কার করে। অজানা দেশে দুদিনের জন্যে এসে, মাটীর পুতুল আমার আমার করে। মাটীর পুতুল আবার মাটীর পুতুল ভাঙ্গায় কাঁদে। সব মিছে, সব মিছে, মিছের মধ্যেও যদি কিছু ভাল থাকে, তবে সংসার-খেলা-ঘরে যে খেল্‌তে পাঠিয়েচে, তাকে সুখী করা। খোদা, তুমি সুমতি দাও। আমি খেলা দেখিয়ে যেন তোমায় সুখী ক'ত্তে পারি। বিপদে সম্পদে যেন তোমায় সমান ভাবে ডাক্‌তে পারি। এ স্বপ্নময় জীবনে স্বপ্ন দেখায়, রহস্যময়ের রহস্যময়ী কীর্ত্তি ব'লে যেন বুঝ্‌তে পারি। মঙ্গলময়, আর আমি কিছু চাইনে। চাইবার আর আমার কিছু নেই।

[শা-আলমের প্রস্থান।

মোসাফের। আর একটু; আর একটু এগিয়ে গেলেই তোরণের কাছে পৌঁছুবে। মঙ্গলময়, তোমার কাজ তুমি কর। জগৎকে ভাল ক'রে জানিয়ে দাও, শা-আলম পৃথিবীর মানুষ নয়, শা-আলম স্বর্গের দেবতা।

[মোসাফেরের প্রস্থান।

———

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(লতাকুঞ্জ।)

(গাহিতে গহিতে সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ। গীত।

সইলো সই, কইলো সেগো বল্।
বুঝে নোব কেমন চতুর, জানে কত ছল॥
সে যে সই পরাণ নিয়ে, বেঁধে রেছে পরের হিয়ে,
যাদুভরা বাঁধন দিয়ে, পেতে প্রেমের কল॥
আয় লো আয় যত্ন ক'রে, আনিগে তারে ধ'রে,
শেষে, বেঁধে জোরে, প্রেমের ডোরে, দোব প্রতিফল।
নারীর মন মজান অম্‌নি কি হয়, দু'ফোঁটা ফেলে চ'খের জল॥

[সখীগণের প্রস্থান।

(তোরাব ও দিল্‌জানের প্রবেশ)

তোরাব। মায়ূস্, এত বিপদে তুই পড়িছিলি ?

দিল্‌জান। ওমরাও সাহেব, স্ত্রীলোকের রূপই শত্রু। কোন রকমে বাঁচ্‌বার উপায় থাক্‌লে, আপনার পরিত্যক্তা দিল্‌জান মায়ূস্ হ'য়ে আপনার কাছে আস্‌তো না। আশ্রয় পেয়ে, তখন কতই সুখী হয়েছিলুম, কিন্তু এখন বুঝ্‌চি, আবার এখানে না এসে, মায়ূসের মরাই ভাল ছিল।

তোরাব। দিল্‌জান, ও কথা ব'লিস্‌নি, ও কথায় আমার প্রাণে আঘাত লাগে। মায়ুস্, সে কথা কি মনে পড়ে ?

দিল্‌জান। কোন্ কথা সাহেব ?

তোরাব। সেই জঙ্গলে যা ব'লেছিলি—"আমার সব সাধ আছে, শুধু ভালবাসার সাধ নেই"। সে কথা আজও আমার প্রাণের ভেতর গাঁথা র'য়েচে। অনাদৃতা দিল্‌জান, এক বার বল্, আবার তোর ভালবাসার সাধ হ'য়েচে।

দিল্‌জান। তখনকার কথা মনে হ'লে, আমার বড় লজ্জা হয়। ওমরাও সাহেব, সে সব কথা তুলে, আর আমায় লজ্জা দেবেন না।

তোরাব। মায়ুস্, আমি পাগল। পাগলের কথায় কিছু মনে ক'রিস্‌নি। দিল্‌জান, আগেকার কথা কি মনে পড়ে? সে আজ অনেক দিনের কথা। অনেক দিন আগে, এইখানেই আমি তোর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলুম। চাঁদের আলো আমার ঘুমন্ত মুখের ওপর এইখানেই প'ড়েছিল। আমি জেগে উঠে দেখ্‌লুম, তুই একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইচিস্। তোর লজ্জাভরা সে মুখ, আজও আমার প্রাণে জেগে র'য়েচে। মায়ুস্, আমার তখনকার মুখ কি তোর মনে পড়ে?

দিল্‌জান। সাহেব, তুমি স্ত্রীলোক হ'লে এ কথা জিজ্ঞেস ক'ত্তে না। স্ত্রীলোক লজ্জার বাঁধের ভেতর থাকে, তাই মুখ ফুটে সব ব'ল্‌তে পারে না। সাহেব, তুমি ত' জান, চওড়া নদীর চেয়ে, বাঁধের মুখের নদীর জোর কত বেশী।

তোরাব। ঠিক ব'লিচিস্ মায়ুস, তোর সব কথাই ঠিক। আজও আমি আবার তেম্‌নি ক'রে শুই, তুই তেম্‌নি ক'রে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্।

দিল্‌জান। আগে তেম্‌নি চাঁদের আলো আসুক।

তোরাব। আমার হৃদয়-গগনে যে, দিন রাত্তিরই চাঁদের আলো মায়ুস্!

দিল্‌জান। আমি কিন্তু এমন একটী কথা মনে ক'রে দিতে পারি, যাতে সে চাঁদের আলো নিমেষে মিলিয়ে যাবে।

তোরাব। দিল্‌জান, আমি সে কথা শুন্‌বো না। সে কথা তোকে মনে ক'ত্তে দোবো না। আয়, আমরা একটু বসি।

[উভয়ের উপবেশন।

(গাহিতে গাহিতে সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ। গীত।

দেখ্‌লো সই, মিশলো দুটী প্রাণ।
প্রাণের হাসি, উঠ্‌লো ভাসি, প্রকাশে বয়ান॥
ফুটলো চাঁদে চাঁদের হাসি, মিলিয়ে গেল দুখরাশি,
আলোকে ভাসিয়ে ধরা, পুলক করে দান।
হৃদয়-তীরে, খেল্‌চে ধীরে, প্রেমের তুফান॥

(রক্ষিগণ সহ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা হস্তে বেগে আলিজানের প্রবেশ)

আলিজান। গ্রেপ্তার করো, চিরবন্দী থাকার উপযুক্ত—এই সেই সতী-হরণকারী।

দিল্‌জান। মেহেরবান্, কি ক'ল্লে? সাপের সুন্দর চেহারা দেখে কেন ভুল্লে? (অচৈতন্য হওন)

তোরাব। আলিজান, তুমি বন্দী করাতে এসেচো? দুনিয়া, দুফাঁক হ'য়ে যাও। ভাই ভাইকে বন্দী করায়, এ দুনিয়ায় ভাই ভাইকে বন্দী করায়।

আলিজান। দু' জনকেই গ্রেপ্তার কর।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(ইস্পাহানের নগরতোরণ)

(এক দিক্ দিয়া নাচনাওয়ালী সহ প্রথম নাগরিকের আগমন ও উপবেশন এবং অন্য দিক্ দিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের প্রবেশ।)

২য় নাগরিক। হ্যাঁহে, এ আবার এদের কিরকম নিয়ম হ'ল? আগে ত' এরকম ছিল না। দিনের বেলা, রোদ ঝাঁ ঝাঁ ক'চ্চে, এমন সময় রাজ্য নিস্তব্ধ, ফটক বন্ধ, ব্যাপার খানা কি বল দেখি? এখন ঠিক যেন রাত্তির ক'রে ফেল্লে হে!

৩য় নাগ। বোধ হয়, বাদ্শা মরায়, রাজ্য নিয়ে কিছু গোলমাল হ'চ্চে।

১ম নাগ। তুমি ঠাওরাতে পারনি হে, ঠাওরাতে পারনি। কিছুই গোলমাল হয়নি। এটা হ'চ্চে, সব ওমরাওদের চালাকী।

২য় নাগ। এ আবার কিরকম চালাকী মশয়?

১ম নাগ। এই ত বাপু! এটা আর বুঝ্‌তে পাল্লে না? ওহে, বুঝিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও।

৩য় নাগ। আপনিই বুঝিয়ে ব'লুন না?

১ম নাগ। আচ্ছা, শোন শোন। চুরি বেশী হয় দিনে, কি রাত্রে?

৩য় নাগ। রাত্রে।

১ম নাগ। তাই দরবারের লোকেরা দিনের বেলা সকলকে ঘুমুতে আর রাত্তির বেলা সকলকে জেগে থাকতে হুকুম দিয়েচে, তা হ'লেই রাজ্যে আর চুরি হ'তে পারবে না। এটা কি বাপু, কম সেয়নামী।

৩য় নাগ। সকলে দিনের বেলায় ঘুমোয় জেনে, এখানকার চোরেরা যদি দিনে চুরি করে, তা হ'লে?

১ম নাগ। চোর ত' আর বাপু, তোমার মতন পণ্ডিত নয়; চোরেরা জানে, রাত্তিরেই চুরি ক'ত্তে হয়।

২য় নাগ। ঠিক ব'লেছেন মশয়, আহা আপনার কি বুদ্ধি!

১ম নাগ। বাপু, আমাদের মতন বুদ্ধি কি আর একেবারেই হবে? আগে মন-মাটীকে বেশ ক'রে খোঁড়ো, তারপর ভাল ভাল কেতাবের বীজ পোঁত, তবে না আমাদের মতন আক্কেল পাবে। বাপু, এই বুদ্ধিটুকুর জন্যে, কত সাধীর গোলেস্তান বোলেস্তান চিবিয়ে খেতে হ'য়েচে।

২য় নাগ। আপনার কি কাজ কর্ম্ম করা হয়?

১ম নাগ। কিছুই নয়। গাইয়ে বাজিয়ে মানুষ, মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াই। কেবল সঙ্গীত নিয়েই থাকি। মান্যের স্বরূপ যদি কেউ কিছু দেয়, দয়া ক'রে নিই।

২য় নাগ। আপনার তোড় জোড় দেখে, আমিও ঠিক ঠাওরে-ছিলুম।

১ম নাগ। তা ত' বাপু, ঠাওরাতে পারবেই। মনের মতন গলাটী করবার জন্যে, কত কোকিল পুড়িয়ে খেতে হ'য়েচে। শুধু গলা মিষ্টি হ'লেই গাইয়ে হয় না, রাগে অধিকার থাকা চাই। আমার অধিকারের কথাটী একবার শোন। একদিন

আমার এক নবাব বন্ধুর বাড়ী গেছি, আমায় না দেখেই, গাইবার জন্য ঢের সাধ্য সাধনা, শেষে দয়া ক'রে তার অনুরোধ এড়াতে না পেরে, এক দীপক রাগ ধ'র্‌লুম। ব'ল্লে না বিশ্বাস যাবে, গাইতে গাইতে আমি ত' গরম হ'য়ে গেলুম। আর নবাব দাউ দাউ ক'রে জ্ব'ল্‌তে লাগ্‌লো। শেষে যখন দেখ্‌লুম, বেচারী পুড়ে মরে, তখন ধ'র্‌লুম এক মেঘমল্লার। মল্লার না শুনে, নবাব জলে ভিজে, শীতে কেঁপে সারা। বাপু, আমাদের মতন রাগে কি আর মানুষের অধিকার হয়?

৩য় নাগ। আপনার গান শেখা হ'য়েছিল কোথায়?

১ম নাগ। সে বাপু, অনেক কথার কথা। আমি ব'ল্‌বই বা কত, তুমি শুন্‌বেই বা কত। আমার গানের কথা খুলে লিখ্‌লে, গাড়ি গাড়ি কেতাব হ'য়ে যায়।

(দানিশ, বিবি, কাকু ও মহবুবের প্রবেশ।)

দানিশ। ইয়ে আল্লা!

১ম নাগ। ইয়ে আল্লা! ঐ দেখ, "হ" এর কাছে বেসুর হ'য়েচে।

দানিশ। কি বাবা, পীরের কাছে মাম্‌দো বাজী হ'চ্চে? ওস্তাদ, আমার সঙ্গে ফট্টাইগিরি ক'রো না। ভাব বাত্‌লে যদি একটা তেহাই মারি, তা হ'লে সুর ত' সুর, তোমার মুণ্ডু পর্য্যন্ত ঘুরে যায়।

১ম নাগ। আমার সঙ্গে তক্‌রার? আমার ছুক্‌রীর গানের তুমি তাল দিতে পার্‌বে না।

নাচ্‌নাওয়ালী। (উঠিয়া তাল ঠুকিতে ঠুকিতে) আও, লাগে লড়াই।

দানিশ। আরে, কর কি! কর কি!!

নাচ্‌নাওয়ালী। ওস্তাদ, আমার সাথে লড়াই দিতে পাল্লে না, হ'টিয়ে গেল?

দানিশ। হ'টে গেল কি? জয় বাবা খোদা, তুমি মুখ তুলে চেও। বিবি, গান লাগাও।

বিবি। হ্যাঁগা! তুমি হ'লে কি?

দানিশ। আমি কুছ্ কথা নেই শোনেগা।

(নাচ্‌নাওয়ালীর গীত, দানিশের অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য এবং নাগরিকগণের "আরে বাহোবা বিবি, বাহোবা" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ।)

নাচ্‌নাওয়ালী।

গীত।

যাওহে বিদেশী বঁধু, কাজ কি তোমার প্রেম ক'রে।
তুমি এই আছ, এই যাবে চ'লে, ম'র্‌বো জ্ব'লে অন্তরে॥
তোমার সঙ্গে প্রেম করা,
যেন ছেঁড়া জালে মাছ ধরা,
মান খুইয়ে জ্যান্তে মরা, ধার করা পরের তরে॥

(সশব্দে তোরণদ্বার উদ্‌ঘাটিত হওন এবং চতুর্থ ও পঞ্চম নাগরিকের প্রবেশ।)

৪র্থ নাগ। খুন ক'রো না, খুন ক'রো না।

৫ম নাগ। (৪র্থকে ধরিয়া) খবরদার! পালাবার চেষ্টা ক'রো না।

৪র্থ নাগ। আমি ছাড়া, আমার বুড়ো বাপ মার আর কেউ নেই। আমায় দয়া ক'রে বাঁচাও, দয়া ক'রে আমায় খুন ক'রো না।

(ষষ্ঠ নাগরিকের প্রবেশ।)

৬ষ্ঠ নাগ। কাঁহা খুন? কিধার্ খুন? কি হ'য়েচে?

৪র্থ নাগ। আমায় প্রাণে মার্ত্তে চায়, আমার গর্দ্দান নিতে চায়।

৬ষ্ঠ নাগ। বদমাইস! ছোরা নাবা, হাত ছেড়ে দে।

৫ম নাগ। এগিয়ে এসো না। ওইখানেই দাঁড়াও। আমার কাজে যে বাধা দেবে, সেই রাজবিদ্রোহী ব'লে গণ্য হবে। দরবারের পরোয়ানা দেখ।

(পরোয়ানা প্রদান।)

৬ষ্ঠ নাগ। দেখি! (পরোয়ানা গ্রহণ করিয়া পাঠ) একজন ইচ্ছা পূর্ব্বক গর্দ্দান দেওয়ার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ ক'রেছে। নিজের গর্দ্দান না দিয়ে, যদি কেউ তাকে উদ্ধার ক'র্ত্তে চেষ্টা করে, তবে সে রাজবিদ্রোহী ব'লে গণ্য হবে। আপনার পরোয়ানা ফিরিয়ে নি'ন্।

(পরোয়ানা প্রত্যর্পণ)

২য় নাগ। তবে তুমি আপত্তি ক'চ্চ কেন?

১ম নাগ। টাকা নিতে গিছ্‌লে কেন বাপু? মানুষে যেমন কাজ করে, তেমনি ফল পায়, বুঝ্‌লে?

৪র্থ নাগ। আমি মন্দ কাজের জন্যে টাকা নিইনি। বুড়ো বাপ মা, না খেতে পেয়ে মরে দেখে, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হ'য়ে, টাকা নিয়েছিলুম।

২য় নাগ। ওহে, নিজের কাজে চল। এখানে থাকাও খারাপ, বুঝ্‌লে?

৫ম নাগ। শীগ্‌গির এস।

৪র্থ নাগ। এই বারেই আমায় খুন ক'র্‌বে। আর একটু এগিয়ে গেলেই, আমায় খুন ক'র্‌বে। কে দয়ালু আছ, গরিবকে বাঁচাও। খোদা, আমায় বাঁচাবার কি কেউ নেই?

২য় নাগ। চ'লে এস হে, চ'লে এস।

৪র্থ নাগ। খোদা, আমায় বাঁচাবার কি কেউ নেই? খোদা, আমায় বাঁচাবার কি কেউ নেই?

(বেগে শা-আলমের প্রবেশ।)

শা-আলম। সাহায্যপ্রার্থী বিপন্ন বন্ধু! সাহায্যপ্রার্থী বিপন্ন বন্ধু! এই যে তোমার দাস।

৫ম নাগ। কে তুমি?

শা-আলম। আমি ব্যথিতের দাস। মঙ্গলময় আল্লার মঙ্গলময়ী ইচ্ছায়, আমি ঢের কেঁদেছি। কাঁদার দুঃখু ঢের পেয়েচি। তাই, যে কাঁদে, আমি তার দাস।

৫ম নাগ। জান, একে বাঁচানর বিনিময়ে তোমায় কি ক'ত্তে হবে?

শা-আলম। না।

৫ম নাগ। নিজের গর্দ্দান দিতে হবে। নিজের গলার রক্ত, একটু একটু ক'রে, বার ক'রে দিতে হবে।

শা-আলম। আমি আহ্লাদের সহিত তাতেও সম্মত। যাকে বাঁচাব ব'লেছি, যাকে অভয় দিইচি, তার জন্যে জীবন দেওয়া বেশী মনে ক'রিনে। দয়া ক'রে, এর বদলে আমার গর্দ্দান

নাও। দয়া ক'রে বিপন্নকে মুক্ত ক'রে দাও। যে ম'র্তে চায় না, দয়া ক'রে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি দাও।

৪র্থ নাগ। আদর্শ দাতা! কে তুমি?

৫ম নাগ। পাগলের মতন কি ব'ক্‌চো। একে বাঁচানর বদলে তুমি কি পাবে? কি পাবার বিনিময়ে, তুমি নিজের গর্দ্দান দেবে?

শা-আলম। কি পাব? এর চেয়ে আর মানুষে পেতে পারে না। মঙ্গলময় খোদা আমায় সুখী ক'ত্তে পাল্লে না। আমি মানুষ হ'য়ে এক জনকে সুখী ক'ত্তে পার্‌বো।

৫ম নাগ। এখনও বুঝে দেখ।

শা-আলম। যে দিন দুনিয়ায়, আমার ব'লবার কেউ না থাকায়, দুনিয়া আমার হ'য়েচে, সেই দিনই ঢের বুঝিচি। বোঝ্‌বার সাধ আর আমার নেই।

৫ম নাগ। তবে গলা বাড়িয়ে দাও।

শা-আলম। আমি প্রস্তুত।

(সহসা আফগানশা ও বিশিষ্ট ওমরাহগণের প্রবেশ ও অসিদ্বারা অভিবাদন।)

আফগানশা। পরদুঃখকাতর, উচ্চমনা, নবীন ধর্ম্মরক্ষককে খোদা দীর্ঘজীবী করুন।

(অপর দিক্ দিয়া মোসাফেরের প্রবেশ।)

মোসাফের। আদর্শ দাতা, দানবীর নরপতি, সুলতান শা-আলমকে খোদা চিরসুখী করুন।

আফগানশা। কে শা-আলম? (শা-আলমকে চিনিয়া) সুলতান! সুলতান!

[মোসাফেরের প্রস্থান।

(নেপথ্যে পুষ্পবৃষ্টি।)

শা-আলম। একি! একি!! (ওমরাহদের প্রতি) কে তোমরা? আমার পায়ে ফুল প'ড়্‌ছে কেন?

আফগানশা। এ আপনার উচ্চ হৃদয়ের উপযুক্ত সম্মান। খোদার মর্‌জীতে, আজ আপনি রাজ্যেশ্বর।

শা-আলম। আমি রাজ্যেশ্বর?

আফগানশা। আপনি রাজ্যেশ্বর। পারস্যসম্রাটের উত্তরাধিকারী না থাকায়, বিশিষ্ট ওমরাহবর্গের পরামর্শে, এই স্থির হ'য়েচে, যে অপর রাজ্যের কোন যথার্থ হৃদয়বান্‌কে সম্রাট্ রূপে বরণ করা হবে। তাই, তোরণদ্বার আবদ্ধ রেখে, হৃদয়বান্ পরীক্ষা কর্‌বার জন্যে, এই অভিনয়ের সৃষ্টি। খোদার মর্‌জীতে, আপনিই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁরই ইচ্ছায়, আজ আপনি রাজ্যেশ্বর।

শা-আলম। সে ইচ্ছা আর একবার খোদার হ'য়েছিল। তাঁরই ইচ্ছায় রাজ্যেশ্বরের পদ আর একবার নিয়েছিলুম। কিন্তু যে আমি, সে পদ নি'য়েছিল, সে আমি আর আমাতে নেই। আমি নিজের ইচ্ছেয়, তোমাদের দেওয়া পদে সেলাম ক'চ্চি। রাজ্যেশ্বর হবার সাধ আর আমার নেই।

আফগানশা। আপনাকে এই পদ নিতেই হবে। কোরাণ সাম্‌নে রেখে, পরীক্ষোত্তীর্ণকে সম্রাট্ ক'র্‌বো, শপথ ক'রিচি; আমাদের প্রতিজ্ঞা কখনও অপূর্ণ থাক্‌বে না।

শা-আলম। রাজ্যেশ্বরের পদ আমি নোব না।

আফগান শা। আমরা জোর ক'রে দোব।

শা-আলম। হ্যাঁ! আবার আমি রাজ্যেশ্বর। আজ আবার আমি স্থলতান। আর, আমার সে? আজ সে কোথায়? আমার সুখ দুঃখের সমান ভাগ গ্রহণকারিণী আনন্দরূপিণী সে কোথায়? খোদা, এক হ'য়ে সকলে অকূলে ঝাঁপ দিয়েছিলুম। সকলে ভেসে গেল। দুনিয়ার মালীক, আমায় আলাদা তুলো না। দুনিয়ার মালীক, আমায় আলাদা তুলো না।

(অবসন্ন ভাবে উপবেশন)

আফগানশা। স্থলতানকে ধর, স্থলতানকে ধর।

(সহসা পুষ্পমালা হস্তে বন্দনাকারিণীগণের প্রবেশ।)

গীত।

বন্দনাকারিণীগণ। ধর হে ধরণীধর, হৃদি উপহার।
সবাকার তুমি সার, সকলে তোমার।
ভাব-নয়নে নেহার কবি, নব প্রভাতের মোহন ছবি,
উজল বিভায় আলোকিত করে, হৃদয়ে করুণা-ধার॥
ওহে ধরণীনন্দন পারিজাত হার, ওহে কবিতা-সবিতা হৃদয়ে সবার,
ছুটুক করুণাকণা প্রেম বিধাতার—
হৃদয়ে তোমার, ওহে হৃদয়েরি সার,
বিষাদ-আঁধার, হ'ক প্রেম-পারাবার,
তুমি থাক সুখে, রাখ সুখে, মিনতি সবার॥

দানিশ। আহা, কেন গলা বাড়্য়ে দিলুম না রে! সকলই বরাৎ বাবা, সকলই বরাৎ!

(পটক্ষেপণ)



তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(রংমহল)

আলিজান, জলিল, নর্ত্তকীগণ।

গীত।

নর্ত্তকীগণ। তুমি, না ম'জে মজালে কেন চাঁদিনী নিশায়।
নিশা বিষাদে কি যায় ?
মেহার সরসী'পরে, জোছনা বিছানা ক'রে,
চাঁদে ধ'রে কুমুদিনী কত কথা কয়।
কাতরে শুধু গো শশী, মুখ পানে চায়।
ওই, আড়ালে পাপিয়া হাঁকে, মলয় হাওয়ায়॥

জলিল। আলি সাহেব, আমি দেশের লোক নেই মাংতা। নিজের প্রাণে ফুর্তি থাক্‌লেই, দেশের লোকের ফুর্তি, ব্যাস !

আলিজান। আর কি নিবি বল্? আমোদের জন্যে, অনেক দিন উমেদারী ক'রিচিস্। আশ মিটিয়ে আজ, আমোদ ক'রে নে। আর এক পেয়ালা সিরাজী সরাপ।

জলিল। দাও বাবা! আনার বিবি, এইবার তুই আমার সঙ্গে দোস্তি কর্। দেখ্ ভাই, তোর ওপরে, আমার বড় মন প'ড়েছে।

১ম নর্ত্তকী। মিয়া সাহেব, তোমার ওপরেও আমার বড় মন প'ড়েচে।

জলিল। মাইরি! আনার, তবে দুটো এলাচ খেয়ে যাও।

(দ্বাররক্ষকের প্রবেশ)

দ্বাররক্ষক। বন্দেগী হাজরৎ, দু'জন ফকির আপনার সঙ্গে দেখা ক'ত্তে চায়।

আলিজান। ফকির! এখুনি নিয়ে এস। সবকোই তফাৎ হোযাও। সবকোই তফাৎ হো যাও।

[দ্বাররক্ষক ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

জলিল। আনার, (ইচ্ছা পূর্ব্বক হাঁচিয়া) হ্যাঁচ্ছো।

আলিজান। নিকালো শুয়ার!

[জলিলের প্রস্থান।

(ফকির বেশে হোসেনআলি ও গফুরের প্রবেশ)

আলিজান। কাজের কি ক'ল্লে?

হোসেন। এইবার আপনার মত হ'লেই হয়।

আলিজান। মত নয়, মত নয়, এখুনি শেষ ক'রে ফেল। নইলে সমস্ত বিফল হবে। কারাগার বন্দীশূন্য হবার আদেশ হ'য়েচে। নতুন সুলতানের সম্মানের জন্যে, সকলে মুক্ত হবে। তোরাব মুক্ত হবে, আলিজানের দুষ্‌মন মুক্ত হবে। আমায় টাকা ফিরিয়ে দাও। তোমার দ্বারা আমার কোন উপকার হবে না।

হোসেন। ওমরাও সাহেব, এবারের কথায় নড় চড় হবে না। বিশ্বাস না হয়, সঙ্গের লোক দেখুন।

আলিজান। কে তোমার লোক? তুমি, কে তুমি?

গফুর। আপনার নফর।

আলিজান। পার্‌বে?

গফুর। না পারি, জান দোবো।

আলিজান। কি চাও?

গফুর। হাজার থান মোহর।

আলিজান। কাজ শেষ হ'লে পাবে। এখুনি রক্ত এনে দেখাও। আজ যে তোরাবকে খুন ক'র্ত্তে পার্‌বে, কাল সে আলিজানের দোস্ত্‌।

গফুর। কয়েদখানার পাশ?

হোসেন। এর সাহায্যে, তুমি অনায়াসে যেতে আস্‌তে পার্‌বে।

গফুর। (লইয়া) হোসেন সাহেব, একজনে এ কাজ হয় না, দু'জনের অনুমতি চাই।

আলিজান। দিয়ে দাও। যা চায়, এখুনি দিয়ে দাও। এক প্রহরের মধ্যে যদি এ কাজ ক'র্ত্তে পার, আলিজান তোমার গোলাম হ'য়ে থাক্‌বে।

হোসেন। আর একজনের পরোয়ানা নাও। (পরোয়ানা প্রদান) মনে রেখো আজকার সঙ্কেত কাফিয়া। কাফিয়া ব'লে পরিচয় দিলে, তোমরা দুইজনেই প্রবেশ ক'র্ত্তে পার্‌বে।

গফুর। ওমরাও সাহেব, সেলাম নিন। (স্বগত) খোদা, অনেক দিনের মনের আশা মিটিয়ে দিলে।

[গফুরের প্রস্থান।

আলিজান। এ কে?

হোসেন। লুরিস্থানের একজন ঘাতক। সেখানে অন্ন হয়নি, তাই আমার আশ্রয়ে এসেচে। এরই নজরবন্দিতে, এখন মহাতাব বিবি।

আলিজান। আর মহাতাব বিবি, মহাতাব বিবি নয়। আর তাকে সম্মানের প্রয়োজন নেই। তাকে বেইজ্জৎ কর। বিচারে সাহায্য কর্‌বার জন্যেই, তাকে বেগমের আদরে রেখেছিলুম। গর্ব্বিতা ভিক্ষুকরমণী সে সম্মান বুঝ্‌তে পারেনি। এইবার কাজের উপযুক্ত শাস্তি দাও। তোরাবের মৃত্যুসংবাদ পেলে, ঘৃণিতাকে জীবন্তে কবর দেবে।

হোসেন। ওমরাও সাহেবের সকল হুকুমই তামিল হবে।

আলিজান। আমার সঙ্গে এস।

[আলিজান ও হোসেনআলির প্রস্থান।

(এবং জলিল ও ১ম নর্ত্তকীর প্রবেশ)

জলিল। আরে শোননা, শোননা, চট কেন বিবি, চট কেন? দেখ, এ ঘরে কেউ নেই।

১ম নর্ত্তকী। নেই ত' কি হ'য়েচে? কি ব'ল্‌বি ব'ল্‌ না?

জলিল। এই ব'লছিলুম, তোর কোকিলের ডাক কেমন লাগে?

১ম নর্ত্তকী। যা, যা, চালাকী ক'ত্তে হবে না।

জলিল। গুণ্‌ গুণ্‌ গুণ্‌ গুণ্‌ গুণ্‌ গুণ্‌ গুণ্‌।

১ম নর্ত্তকী। ও আবার কি হ'চ্চে?

জলিল। কমলিনি, আমি তোমার ভ্রমর হইচি।

১ম নর্ত্তকী। দূর গুব্‌রে পোকা!

[জলিলের গালে চপেটাঘাত করিয়া ১ম নর্ত্তকীর প্রস্থান

জলিল। হঁ্যা, গালে চড় মাল্লে! এ মুল্লুকে আর থাকৃবো না বাবা। আলিজান, শুয়ার ব'ল্লে, আমার গালে চড় মাল্লে। যদি কখন মানুষ ভোলান শিখ্তে পারি, তবেই আবার ইস্পাহানে ফিরবো।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পথ।)

(দানিশমন্দের প্রবেশ।)

দানিশ। না বাবা, দিন ত' আর চলে না। এই আস্বাব পত্তর যা কিছু ছিল, তা বেচে কিনে ত' এই ক'টা দিন কাট্লো! এখন রোজকার না ক'ল্লে আর চ'ল্বে না। আরে, মনে বুঝি ত' চ'ল্বে না। এখন রোজকার করি কি ক'রে! আমার হ'য়ে রোজকার ক'রে দাও, যদি না নি', দু'শো কথা শুনিও। তা ত' নয়। কেবল রোজকার কর। আরে বাপু! এটা ত' বুঝ্তে হয়, আমি রোজকার করি কি ক'রে? হঁ্যা, এমন যদি দেখ্তুম্, যে ছোট ছোট বোবা মেয়েরা, এক-গা গয়না প'রে, নিরিবিলি রাস্তায়, একলা বেড়িয়ে বেড়াচ্চে, তখন রোজকার না করি, দু' কথা ব'ল্তে পার। কিন্তু বাবা, তা হবার যো নেই। যেখানে গয়না গাঁটি, সেই খানেই সঙ্গিন্ খাড়া ক'রে পাহারা! ভাল আপদ্ই হ'য়েছে। হে বাবা খোদা! আমি আড়ালে দাঁড়াই, একটা

গয়না-পরা হাবা মেয়ে মানুষ জুটিয়ে দে। একটা গয়না পরা হাবা মেয়ে মানুষ জুটিয়ে দে।

[দানিশমন্দের প্রস্থান।

(গফুরের সহ মহাতাবের প্রবেশ)

গফুর। আজকের মতন কথা রাখ, আজকের মতন কথা রাখ। ছেলের সঙ্গে আয়! মা, ভয় পা'স্‌নি, ছেলের সঙ্গে আয়।

মহাতাব। বাবা, আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্চ' ?

গফুর। তোর গচ্ছিত টাকার সুদ দিতে। মা, ঢের ধার দিইচিস্। অনেক দিনের পাওনা সুদ, আমায় একটু শোধ ক'ত্তে দে।

মহাতাব। কি ব'ল্‌চো বাবা ?

গফুর। কিছু ব'লিনি, কিছু ব'লিনি। তোমার ঋণ, শোধ ক'র্‌বার নয়। আমায় একটু শোধ ক'ত্তে দাও। চিরকাল গরিবকে দিয়েচ, গরিবের কাছে থেকে কখন নাওনি, আজ নে মা, ছেলে ব'লে ছেলের দেওয়া আজ নে।

মহাতাব। বাবা, কি দেবে দাও। তুমি আমায় মা ব'লে ডেকেচ, অনেক দিন ছেলের আদর পাইনি, এ আদর আমি জীবনে ভুল্‌তে পার্‌বো না।

গফুর। ছেলের মতন ছেলেয় মা ব'ল্‌তে পারেনি। নীচবংশে যার জন্ম, সে তোমায় মা ব'লেচে। খুন করা যার জীবিকা, সে তোমায় মা ব'লেচে। মা! ভাল কাজ কখন ক'রিনি, একদিন ভাল কাজ ক'ত্তে দে। জীবনে ঢের খুন ক'রিচি। ঢের খুন ক'রিচি ব'লে, বিপদের দিনে কেউ দয়া করেনি। শুধু, একদিন, এক দেবতায় ক'রেচে। সে দেবতা আর কেউ নয়, সে গরীবের বাপ। সে আমার বাপ। যার চ'খ্

দিয়ে জল পড়ে, সে তার বাপ। সে লুরিস্থানের দেবতা। সে লুরিস্থানের ভূতপূর্ব্ব নবাব, সুলতান শা-আলম। আয় মা! তোর অনেক দিনের ঋণ শোধ ক'র্‌বি আয়।

মহাতাব। কি ঋণ বাবা?

গফুর। একদিন চ'খের জল ফেলে ব'লেছি'লি, তোকে বাঁচিয়ে দু'জন বিপদে প'ড়েচে। তোকে বাঁচিয়ে দু'জন ইস্পাহানের কারাগারে আছে। এই পরোয়ানা নে। তাদের খোলসা ক'রে দে মা! ছেলের একটু খানি ঋণ শোধ কর্।

মহাতাব। বাবা! যে দেওয়া দিলে, জীবনে কখন ভুল্‌তে পার্‌বো না। যদি কখন দিন পাই—

গফুর। যদি কখন দিন পা'স্, খুনী ব'লে ঘেন্না ক'রিস্ নি। আমায় বাপে ঘেন্না করেনি। মা! মা হ'য়ে, তুই ঘেন্না ক'রিস্‌নি।

মহাতাব। বাবা, বাবা,—

গফুর। চল্ মা, ইস্পাহানের কারাগারে চল্। তোর উপকারীকে উদ্ধার ক'র্‌বি চল্। জগৎকে ঋণে বেঁধেচিস্, আজ ছেলের দেওয়া সুদে, নিজের ঋণ মুক্ত ক'র্‌বি চল্।

[মহাতাবকে লইয়া গফুরের প্রস্থান।

(দানিশের প্রবেশ।)

দানিশ। য়্যাঁ! এ কি জুটিয়ে দিলে বাবা। আমি কোথায় চাইলুম্ ঘাস, তুমি হাজির ক'ল্লে বাঁশ। কোথায় একটা হাবা মেয়ের আশায় ব'সে আছি, জুটলো কি না, মেয়েমানুষ সঙ্গে করা এক তেরেঙ্গা জোয়ান। না বাবা, আমার দ্বারা আর রোজকার করা হ'ল না। খোদা! এ জন্ম ত' অম্‌নি কেটে গেল। আর যদি কখন জন্মাতে হয়, আমায় পুরুষ

মানুষ ক'রো না, মেয়ে মানুষ ক'রে দিও। নিজে দিব্যি থাকা যাবে। কাজের ঘানিকাঠে, দিনরাত মিন্সেকে-জুড়ে রাখ্‌বো। রোজকার ক'রে ম'র্‌বে সে, আর সুখটুকু ক'র্‌বো আমি।

(জলিলের প্রবেশ।)

জলিল। কে ও?

দানিশ। আ মোলো, এ যে সেই বেটা রে! আবার বুঝি মেয়ে মানুষের চেষ্টায় ফির্‌চে।

জলিল। কথা ক'চ্চিস্‌নি যে? বেটা ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে র'য়েচে দেখেচো! তুই বেটা চোর, তোম্ চোট্টা হ্যায়।

দানিশ। যার চুরি যায় বাবা, তার কাছে সকলেই চোট্টা হ্যায়। তোর বড় চুরি গেছে, তোর বড় চুরি গেছে।

জলিল। আমার চুরি গেছে কি রে ব্যাটা? সাত্ত সঙ্গিন্ খাড়া ক'রে, আমার কাছে পাহারা দেয়, আমার চুরি গেছে? ব্যাটা, জোচ্চোর কাঁহাকা!

দানিশ। তোর মন চুরি গেছে। মেয়ে মানুষের নজরায়, তোর প্রাণ ঝামা হ'য়ে গেছে।

জলিল। য়্যাঁ, এইবার যে একটু দমিয়ে দিলে বাবা!

দানিশ। (স্বগত) যদি কিছু হয় ত' এর কাছেই হবে। (প্রকাশ্যে) তুই অনেক চেষ্টা ক'রিচিস্। জঙ্গলে গিয়েও, সুবিধে ক'ত্তে পারিস্‌নি। মেয়ে মানুষ মনে ক'রে, ব্যাটা ছেলে ধ'রেছিলি। হায়রান্ হইচিস্। ভালবেসে হায়রান্ হইচিস্।

জলিল। সত্যি বাবা, যা ব'লেচ, সব সত্যি। সত্যিই বাবা, আমার

মন চুরি হ'য়ে গেছে। ফকির সাহেব! তুমি বাবা, একটা উপায় কর। মানুষ ভোলানর একটা মন্তর শিখিয়ে দাও। আমি তোমার গোলাম হ'য়ে থাকবো বাবা, আমি তোমার গোলাম হ'য়ে থাকবো।

দানিশ। পাঁচশো টাকার পূজো দিবি বল্?

জলিল। দোব বাবা, কিন্তু পরখ ক'রে নিয়ে দোব।

দানিশ। কোন ভয় নেই, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। যেখানে যেতে ব'লবো, টাকা নিয়ে কাল যাস্। বেটা, মেরা সাথ্ আও।

জলিল। চল বাবা, ফকির সাহেব! তুমিই আমার আশা ভরসা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কয়েদখানার দ্বারদেশ।)

বন্দুক হস্তে পাহারায় নিযুক্ত প্রথম দ্বাররক্ষক এবং মহাতাবকে লইয়া গফুরের প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থান।

গফুর। মা, দেখ্‌তে পেয়েছ? ওই ইস্পাহানের কারাগার। এই কারাগারে তোমার উপকারী বন্দী হ'য়ে আছে। যাও মা, ভয় পেয়োনা, একটুও ভয় পেয়োনা। এই পরোয়ানা

দেখিয়ে, তোমার উপকারীকে উদ্ধার ক'রে আন। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, কে? উত্তর দিও কাফিয়া।

মহাতাব। যদি আমায় চিনে ফেলে?

গফুর। মনের জোর কর, কখন চিন্‌তে পারবে না। আমার যাবার উপায় থাক্‌লে যেতুম, কিন্তু দু'জনে গেলে চ'ল্‌বে না। যদি দুষ্‌মন আসে, বাধা দেবার কেউ থাক্‌বে না। যাও, খুব সাবধানে যাও।

মহাতাব। বাবা, একলা যেতে যে পা ওঠে না।

গফুর। মা, খুন ক'ত্তে আমার সাহস্ হয়, আর উপকারীকে উদ্ধার ক'ত্তে তোর পা ওঠে না? যা মা, একলা ব'লে ভয় পাস্‌নি। ভাল কাজ ক'ত্তে যাচ্চিস্, দুনিয়ার মালীক খোদা তোর সঙ্গে থাক্‌বে।

মহাতাব। তবে চ'ল্লুম বাবা। (কারাগারের নিকট গমন।)

গফুর। খোদা, তুমি দেখো। দুনিয়ার মালীক, তুমি দেখো। মা আমার, এক্‌লা গেল। এক্‌লা যে কখন যায়নি, সে আজ এক্‌লা গেল।

দ্বাররক্ষক। কে তুমি? (মহাতাবের পরোয়ানা প্রদর্শন।) গুপ্তপরিদর্শক! স্ত্রীলোক গুপ্তপরিদর্শক! কে তুমি?

মহাতাব। কাফিয়া।

দ্বাররক্ষক। ভেতরে যাও।

(কয়েদখানায় মহাতাবের প্রবেশ।)

গফুর। খোদা, বড় মান বাঁচালে। পাপীকে সকলে ঘৃণা করে, কেবল ঘৃণা করে না খোদা। দুষ্‌মনকে কেউ আদর করে না, কেবল আদর করে দুনিয়ার মালীক খোদা।

(দ্বিতীয় দ্বাররক্ষকের প্রবেশ)।

দ্বিঃ রক্ষক। দরজায় কে ?

প্রঃ রক্ষক। দোস্ত্।

দ্বিঃ রক্ষক। দু' ঘণ্টার ঘড়ি বেজেচে। খোদার নাম নিয়ে নিশ্চিন্ত হও।

প্রঃ রক্ষক। আল্লা তোমায় সুখে পাহারা দিতে দি'ন।

[প্রথম দ্বাররক্ষকের প্রস্থান।

গফুর। কি ক'ল্লুম, নিজের ইচ্ছায় কি ক'ল্লুম? কয়েদখানায় ঢুকেছে, আর যদি বেরুতে না দেয়! খোদা, তুমি মুখ তুলে চাও। আমায় কূলের কাছে এনে ডুবিয়ো না। আমি অনেক আশায় বুক বেঁধেচি। আমার অনেক দিনের সাধ, ছায়াবাজীর মতন মিলিয়ে দিও না।

দ্বিঃ রক্ষক। দরজার কাছে কে ?

তোরাব। কাফিয়া।

দ্বিঃ রক্ষক। পরোয়ানা দেখি? (তোরাবের পরোয়ানা প্রদর্শন।) বেরিয়ে যাও। এ কি! শেকল পরা কাফিয়া! অসম্ভব! অসম্ভব! (বহির্গমনেচ্ছুক মহাতাবকে ধরিয়া) তুমি কে ?

মহাতাব। কাফিয়া।

দ্বিঃ রক্ষক। কাফিয়া! তিন জন কাফিয়া হ'তে পারে না। কারাগারই তোর উপযুক্ত স্থান।

গফুর। (অগ্রসর হইয়া) পারস্যসম্রাটের মর্জীতে, কাফিয়া কখন বন্দী হয় না।

দ্বিঃ রক্ষক। (তূর্য্যধ্বনি করিয়া) কে তুমি?

মহাতাব। পালাও, পালাও, কাফিয়া দাঁড়িয়ে থাকে না। কাফিয়া দাঁড়িয়ে থাকে না।

মায়ুস্। চ'লে এস, চ'লে এস, এখুনি চ'লে এস। ওই আস্চে, ওই আস্চে, এখুনি চ'লে এস।

[তোরাবকে লইয়া মায়ুসের প্রস্থান।

গফুর। (ফটক ধরিয়া) বাদশার নাম নিয়ে আবার ব'ল্চি। কাফিয়াকে এখুনি মুক্ত ক'রে দাও। যদি জান্ বাঁচাতে চাও, কাফিয়াকে বন্দী ক'রে রে'খো না।

দ্বিঃ রক্ষক। কে তুমি ?

গফুর। কাফিয়ার দোস্ত্, এই আমার পরিচয়।

মহাতাব। গফুর, পালাও, পালাও, এখনি পালাও।

(সহসা ছোরা হস্তে গুপ্ত কারারক্ষকবর্গের প্রবেশ ও গফুরকে বন্দী করণ।)

গফুর। (স্বগত) আল্লা, কি ক'ল্লে ? ভাল কাজ ক'ত্তে এসে, আমি বন্দী হ'লুম ! দুনিয়ায় ভাল কাজ ক'ত্তে বন্দী হয়, খুব সাক্ষী রাখ্‌লে, দুনিয়ায় ভাল কাজ ক'ত্তে বন্দী হয়।

দ্বিঃ রক্ষক। শয়তান ! এই তোর উপযুক্ত শাস্তি।

গফুর। মা, পাল্লুম না, পাল্লুম না। আমি মুক্ত ক'ত্তে এনে, বন্দী ক'রে দিলুম।

মহাতাব। বাবা, মুক্ত হওয়া যদি খোদার মর্জী হয়, আমায় কেউ ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বে না। যদি পার, নিজে মুক্ত হও। যদি সন্ধান পাও, কাফিয়াদের সাহায্য ক'রো

(আলিজান ও হোসেনআলির প্রবেশ)।

আলিজান। এ কি! গফুর বন্দী?

গফুর। ওমরাও সাহেব, মনিবের কাজ ক'ত্তে এসে, কাফিয়া বন্দী হ'য়েছে।

হোসেন। এখনি মুক্ত ক'রে দাও।

গফুর। (মুক্ত হইয়া) আলি সাহেব! দুনিয়ায়, মাত্তে গেলে, ম'ত্তে হয়।

[গফুরের প্রস্থান।

আলিজান। এ কিরকম কথা, হোসেন সাহেব?

দ্বিঃ রক্ষক। এরই মতন, কাফিয়া ব'লে আরও দুজন পালিয়েছে।

আলিজান। সে কি! কে তারা?

মহাতাব। (কারাগারের অভ্যন্তর হইতে) যদি শুন্‌তে চাও তারা কে, তবে শোন। একজন তোমার সহোদর, আর একজন আমার উদ্ধারকারিণী—তোমার সহোদরের স্ত্রী।

হোসেন। মহাতাব কি ক'রে এলো?

আলিজান। দুষ্‌মনি, সব দুষ্‌মনি। চার দিকে দুষ্‌মনির আগুন জ্ব'লেচে। এ আগুন যে নেবাতে পারবে, অর্দ্ধেক বিষয় বক্‌সিস্‌। তোরাবের গর্দ্দান যে দেখাতে পার্‌বে, অর্দ্ধেক বিষয় বক্‌সিস্‌।

হোসেন। আলি সাহেব, ক'চ্চেন কি?

আলিজান। ক'চ্চি কি? নিজের প্রাণের জ্বালা খুলে দেখাচ্চি। আমায় বারণ ক'রো না, যার লোকনিন্দের ভয় আছে, তাকে বারণ কর। নিন্দের ভয়, আর আমার নেই। যার আশা

আছে, সে লোকনিন্দে নিয়ে থাকুক্। আমার আশা ফুরিয়ে গেছে। আমার অনেক দিনের যত্নে আঁকা ছবি, মুছে গেছে। হোসেন সাহেব! যে আমার বুকের মাংস তুলে নিয়েছে, তাকে গ্রেপ্তার কর। শয়তানীকে এক ফোঁটা জল না খাইয়ে রাখ। যদি দুষ্‌মন মাত্তে পারি, আমার অর্দ্ধেক দৌলৎ বক্‌সিস্।

[আলিজানের প্রস্থান।

হোসেন। বিশ্বাসঘাতিনী রমণীকে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে রাখ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(প্রান্তর)

(স্ত্রীবেশে সজ্জিত কাকুকে লইয়া ফকির বেশে দানিশমন্দের প্রবেশ।)

দানিশ। বোঁ কিত্ কিত্ ভ্রবর্ ভোঁ।

কাকু। বাবা, বেড়ে মন্তর ঠিক ক'রেচো, বোঁ কিত্ কিত্ ভ্রবর্ ভোঁ।

দানিশ। বাবা কাকাতুয়া, এইবার তুই যদি লাগ্ মাফিক্ কথা ক'টা ক'রে যেতে পারিস্, তা হ'লেই টাকাগুলো হাত ক'রিচি। দেখো বাবা, কাজের সময় যেন সব কেঁচিয়ে ফেলো না। যেমনটী শিখিয়ে দিইচি, হুবহু ব'লে যেও। ব্যাস, তা হ'লেই কাজ ফর্‌সা।

কাকু। তোমায় কিছু ব'ল্‌তে হবে না। যেমনটী ব'লে দিয়েচো, ঠিক তেম্‌নিটী পাবে। কিন্তু বাবা, তোমার কাজ হ'লে, আমায় জড়িয়ে ধর্‌বার একটা পাশ-বালিশ কিনে দিতে হবে।

দানিশ। একটা কেন বাবা, ডাইনে বাঁয়ে চিনির নৈবিদ্দি দোব।

কাকু। ব'সে পড়, ব'সে পড়, কে আস্‌চে।

(দানিশের চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপবেশন)

দানিশ। এইবার আরম্ভ কর্‌।

কাকু। (নতজানু হইয়া) গুরুজী! পাঁও লাগে, গুরুজী! পাঁও লাগে।

(জলিলের প্রবেশ।)

জলিল। য়্যাঁ, এ কে রে! খোদা, সবাইকার কাছেই সবাই যায়, আমার কাছে কিন্তু কেউ আসে না। হ্যাঁগা বিবি! তোমার কি-হ'য়েচে গা?

কাকু। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) আমার খসম্‌ আমায় দেখ্‌তে পারে না।

জলিল। য়্যাঁ! সে কি!! তোমায় দেখ্‌তে পারে না? এমন তুমি, তোমায় দেখ্‌তে পারে না? দেখ বিবি, ব'ল্‌তে সাহস হয় না, যদি একান্তই দেখ্‌তে না পারে, তা হ'লে ব'লছিলুম কি না—

কাকু। দূর্‌, দূর্‌, দূর্‌, দূর্‌।

জলিল। এঃ! একেবারে মুড়ো ঝাঁটা। জলিল রে! কি বরাতই ক'রিছিলি?

দানিশ। (চক্ষু উন্মীলিত করিয়া) কিসের গোল ?

কাকু। গুরুজী! পাঁও লাগে।

জলিল। সর্ বেটী, সর্। গুরুজী! আমার আগে পাঁও লাগে।

দানিশ। (কাকুর প্রতি) তফাৎ হো যাও।

জলিল। আরে তফাৎ হ' বেটী, তফাৎ হ'। আবার, কথা শোনা হ'ল না। আহাহাহা, কিবে চলনের ভঙ্গী রে!

[কাকুর প্রস্থান।

এ ত' কোমর দুলিয়ে চলা নয় বাবা, বুকে পাথর বসান। ফকির সাহেব, প্রাণ যায়। আমায় চট্ ক'রে মন্তরটা দিয়ে দাও।

দানিশ। আমার পূজো ?

জলিল। সব এনিচি বাবা, এই নাও।

(টাকার থলি প্রদান)

দানিশ। তোর ওপর বড় খুসী হইচি। মন্তর শোন্। যাকে বশ ক'ত্তে ইচ্ছে হবে, তার কাছে গিয়ে, বক দেখানর মতন ক'রে ব'ল্বি—বোঁ কিত্ কিত্ ভ্রর্ ভোঁ। তা হ'লেই সে তোর জুতোর সুক্তলা হ'য়ে যাবে।

জলিল। য়্যাঁ, এই টুকু মন্তর! তবে ত' বাবা, কাজ মেরে দিইচি। আর আমায় পায় কে! এইবার বাবা, দেখে নোব! কাঁচা-বয়িসী লোক দেখিচি কি, বোঁ কিত্ কিত্ ভ্রর্ ভোঁ।

দানিশ। আমি আশ্রমে যাব।

জলিল। সে কি বাবা, আগে পরখ করিয়ে যাও। দেখ ত' বাবা, ঠিক ব'ল্চি কিনা ? বোঁ কিত্ কিত্ ভ্রর্ ভোঁ।

দানিশ। ব্যাস্ বাবা, ঠিক হ'য়েচে।

(কাকুর প্রবেশ।)

কাকু। বাবা, আমার ওপর দয়া হবে না?

জলিল। একবার ছেড়ে দোব না কি! দি' এক মন্তর ছেড়ে। বেটী ভারি দূর দূর ক'রেচে। বোঁ কিত্ কিত্ ভ্রর্র্ ভোঁ।

কাকু। উ হু হু হু, বড় চোট্টি লেগেচে, বড় চোট লেগেচে। হ্যাঁ ভাই, তুমি কে ভাই?

জলিল। এখন তোমার খসম্‌কে কেমন লাগ্‌চে ভাই?

কাকু। প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, আমায় পায়ে রাখ। প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বর—

জলিল। আরে, বাহোবা কি বাহোবা! প্রাণেশ্বরি, প্রাণেশ্বরি!

কাকু। (গীত।)

তুমি আড় নয়নে রসের নাগর! নয়না হেনোনা।
যেন মজিয়ে ধীরে, খোদার কিরে, ফিরে যেওনা॥
(আরেরে ও পেয়ারে)
তোমার মুচ্‌কে হাসা, চট্‌কা নেসা, সন্দ সদাই হয়।
ছোট্ট কলির কোমল প্রাণে, কতই বল সয়;—
এখন কয় যা কবে, সইবো সবে, লোকলাজে কি রয় মানা॥

দানিশ। আরে কর কি! কর কি!! (তুড়ি দেওন)

কাকু। (কৃত্রিম বিস্ময় সহকারে) এই! তুই কে রে?

জলিল। এ কি হ'ল বাবা! এ যে, গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া হ'ল?

দানিশ। যাকে তাকে অমন ক'রে মন্তর ছেড়োনা, মারা যাবে, মারা যাবে। (কাকুর প্রতি) আমার সঙ্গে আয়।

[দানিশ ও কাকুর প্রস্থান।

জলিল। ওঃ, মারা যাবে! কি আমার দয়াল পুরুষ গো! মারা যায় যাবে। আমি বাবা, শুন্‌চিনি। দিই এক মন্তর ছেড়ে। বোঁ কিত্‌ কিত্‌ ভ্রর্‌র্‌ ভোঁ।

(কাকুর পুনঃপ্রবেশ।)

কাকু। প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বর!—

নেপথ্যে দানিশ। পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়।

(কাকুর প্রস্থান)

জলিল। আরে! কোত্থেকে এ আপদ্‌ এসে জুট্‌লো গা। দোব নাকি, আর একবার মন্তর ছেড়ে। না, থাক্‌। উহুঁ, আর একবার দি'। কাজ নেই, ছোট মেয়ে, আবার কেঁদে ফেল্‌বে! এখন বাবা, আমার সঙ্গে চালাকী করা অম্‌নি নয়। একটু মুখ বেঁকিয়েচো কি, বোঁ কিত্‌ কিত্‌ ভ্রর্‌র্‌ ভোঁ।

[জলিলের অঙ্গভঙ্গী সহকারে প্রস্থান।

(দিল্‌জান ও তোরাবের প্রবেশ।)

দিল্‌জান। আস্তে, খুব আস্তে, চেঁচিয়ে কথা কোয়োনা। শুন্‌তে পাবে। কাণের কাছ দিয়ে গুলি বেরিয়ে গেছে। আবার শুন্‌তে পাবে। শ্রাবণের মেঘ, আবার ডেকে উঠ্‌বে। মাথার ভেতর দিয়ে, আবার বিদ্যুৎ চ'লে যাবে। পালিয়ে এস, পালিয়ে এস। যতক্ষণ পার, কেবল পালিয়ে এস।

ওই, ওই ডেকেচে। জীবনের বাঁধ্ ভাঙ্গ্তে, সাগরের কল্লোল আবার ডেকে উঠেচে! পালিয়ে এস। বালির বাঁধে ত' সাগরের ঢেউ সইবে না। উল্কাপাতের মতন পালাও। ধরণীর বুকে, ক্ষিপ্তগ্রহের মতন ছুটে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

(আফগানশার সহিত অনুচর-বেষ্টিত
শা-আলমের প্রবেশ।)

শা-আলম। কে দু'জন ওদিক্ দিয়ে গেল, আফগানশা ?

আফগান। অপরিচিত কোন পথিক।

শা-আলম। অসম্ভব নয়, কিছুই অসম্ভব নয়। এরাও যেন, কি এক লুকুনো প্রাণের জ্বালা নিয়ে ছুট্চে। শান্তিময় খোদা, তোমার অফুরন্ত করুণার বারি, ধরণীর শোক-শীর্ণ বুকে দাও। দুনিয়ার মলিন ধূসর মুখে, সোণার উষা আবার ফিরিয়ে নিয়ে এস।

আফগান। সুলতান, অতীতের স্মৃতি মনে আন্‌বেন না।

শা-আলম। আফগানশা, যে দাগ প্রাণের ওপর প'ড়ে গেছে, সে দাগ মুছে ফেল্‌বার জল, দুনিয়ায় নেই!

আফগান। সাহানশা, আনন্দ-ভ্রমণে, বিষাদের ভাব কি, পারস্য-সম্রাটের সাজে ?

শা-আলম। না, কথনো নয়। কর্ত্তব্যের বিস্তৃত পথ খুলে দিয়েচে। যেখানে নিয়ে যেতে সাধ হয়, চলো।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

(রাজপথ।)

মূল্যবান্ পরিচ্ছদে অযথারূপে সজ্জিত হইয়া জেলে ও জেলেনীর প্রবেশ।

জেলে। বলি হ্যাঁ ভাই, জেলেনী ভাই!

জেলেনী। কি ভাই, কেন ভাই, কি ব'লচিস্ ভাই, কাণের কাছে এসে বল্‌না ভাই, রাস্তার মাঝখানে কি, চেঁচিয়ে কথা কওয়া ভাল ?

জেলে। ও বাবা, তুই যে কবি গাইতে আরম্ভ ক'ল্লি রে!

জেলেনী। প্রাণনাথ! কাঁচা বয়েসে, অমন ভুটো চাট্টে সবাই ব'লে থাকে।

জেলে। তা বলে ব'লুক্, ছেলেবেচা টাকা পেয়ে, অত গর্‌মে উঠ্‌তে নেই, আবার গোলমাল হ'য়ে প'ড়্‌বে! চল্, নিজের কাজে যাই। জাত-ব্যবসা কি ছাড়্‌তে আছে ?

জেলেনী। তবে, তাই চল্।

(বাক্স লইয়া কাকুর এবং ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে দানিশের প্রবেশ।)

কাকু। চাই ভাল ডাক্তার, সস্তায় বিকিয়ে যায়! চাই ভাল ডাক্তার।

দানিশ। চ'লে আয় খদ্দের! সস্তায় ডাক্তার যায়! সস্তায় ডাক্তার যায়!

কাকু। বাবা! এ ব্যাবসা ব'দ্‌লে ফেল, এতে কিছু হবে না।

দানিশ। আরে বাবা, এক দিনেই কি আমির ওমরাও হ'য়ে পড়া যায়? দু'দিন দেখ্‌না।

কাকু। তবে বাবা, তুমি বাক্সটা মাথায় কর; আমি ঠিক তোমার মতন ঘণ্টা বাজাতে পার্‌বো।

দানিশ। হ্যাঁ, এই বাক্সই মাথায় ক'ত্তে পারো না, আবার ঘণ্টা বাজাবে! চ'লে চল্‌, চ'লে চল্‌।

কাকু। আচ্ছা বাবা, যেমন তুমি আমায় নাকাল ক'চ্চো, তেম্‌নি খোদ্দেরের কাছে ব'লে দোব, ছেলেকে মুটে সাজিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

দানিশ। লক্ষ্মী বাবা, তা কি ব'লতে আছে? এই তোদের জন্যেই ত' খাট্‌চি; নইলে যে টাকাটা রোজকার ক'রিচি, একলার খরচ হ'লে, এক বচ্ছ'র কেটে যায়। ওরে দু'জন লোক আস্‌চে, ওদের পাকড়াও ক'ত্তে হবে। একটু গা ঢাকা দিই আয়। আজ তোর বরাতে খুব মেঠাই খাওয়া আছে, বুঝ্‌লি?

কাকু। (বিরক্তি সহকারে) আচ্ছা বাবা, চলো চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মোসাফের ও মওলার প্রবেশ।)

মোসাফের। গর্ব্বিত বালক! একদিন অনেক অহঙ্কার দেখিয়েছিলে, আজ ভাব দেখি, তুমি কে?

মওলা। তখন শাজাদা ছিলুম; অপমানিত হ'তে, আজ আমি আপনার ক্রীতদাস।

মোসাফের। কখন নয়; খোদার মর্জীতে, আজও তুমি শাজাদা। শুধু, দুনিয়ার মালীক অহঙ্কার সইতে পারে না, তাই শাজাদা হ'য়েও, আজ তুমি বান্দা।

মওলা। খোদা! এত অপমান ক'রে রাখ্বে ব'লে কি, আমায় জীবিত রেখেছিল!

মোসাফের। শাজাদা, দুঃখিত হ'য়োনা। তোমার উদ্ধারকারী ধীবরের কাছ থেকে, অপমানের উদ্দেশ্যে, তোমায় ক্রয় করিনি। বালক, স্থির জেনে রেখো, দুনিয়ায় এমন শক্তিধর পুরুষ নেই, যে সুলতান শা-আলমের পুত্রের অপমান ক'ত্তে পারে!

মওলা। খোদা, তুমিই জান, এ কিরকমের ফকির।

(কাকুর সহিত দানিশের পুনঃ প্রবেশ।)

দানিশ। ছোঁড়ার সঙ্গে এতক্ষণ কিসের কথা বাবা। এ ত' গতিক ভাল নয়, কি আর ব'লবে! হয় ত' নিজের বাহাদুরী ক'চ্চে। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। দেখাই যা'ক্না। ডুবি ডুবি না, ত' ডুবে ডুবে বা। (অগ্রসর হইয়া) কি মশাই, ভাল আছেন?

মোসাফের। কে আপনি? (চিন্তা করিয়া) এ যে ফৌজদার।

দানিশ। আমায় চিন্তে পাচ্চেন না! বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!! আমি হ'চ্চি এখানকার বাদশার হাকিম। আমার এক একটী ঔষধের এম্নি গুণ, যে একটীবার মাত্র খেলেই, অশীতিপর বৃদ্ধ, যুবার ন্যায় কার্য্যক্ষম হয়!

মোসাফের। ফৌজদার সাহেব! আমি তোমাকেই খুঁজ্ছিলুম।

দানিশ। য্যাঁ, এ যে বকেয়া নাম ধ'রে ডাকে রে! না মশায়, আমার লোক ভুল হ'য়েছে। সত্যিই আপ্‌নি আমার অচেনা। (কাকুর প্রতি) ওরে! চ'লে আয়, চ'লে আয়।

মোসাফের। ফৌজদার, পালিও না। তোমার বাড়ী চল।

দানিশ। আমার আবার বাড়ী কোথায় মশায়? আমার বাড়ী নেই, ঘর নেই, দোর নেই, চাল নেই, চুলো নেই, আমি একটা লক্ষ্মীছাড়া।

মোসাফের। তবে যে ব'ল্লে, তুমি বাদ্‌শার হাকিম।

দানিশ। সে আমি অন্যভাবে ব'লেছিলুম। তা, যা ব'লে ফেলি'চি, তার ত' আর চারা নেই। এখন দয়া ক'রে, আমায় ছেড়ে দিন।

মোসাফের। যুবক, ধর্ম্মের কসম, সত্য বল, তুমি নুরিস্থান থেকে পালালে কেন?

দানিশ। গোয়েন্দা সাহেব, আমায় বিপদে ফেল্‌বেন না। খোদায় কসম, আমি যাদুকর নই। শাজাদা মহবুব, মরেনি। সে এখনও আমার বাড়ীতে জীবিত আছে।

মোসাফের। সত্যই ফৌজদার! তুমি আমার ছেলের অধিক কাজ ক'রেচো।

দানিশ। জাঁহাপনা! আপনি!! সন্তান ব'লে আর আমায় লজ্জা দেবেন না।

মোসাফের। মহবুবকে আশ্রয় দেওয়ায়, তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা ক'রিচি। আমায় শাজাদার কাছে নিয়ে চলো।

দানিশ। চলুন।

কাকু। (জনান্তিকে) বাবা, দিব্যি মেটাই খাওয়ালে যাহ'ক!

[সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

(বক্তিয়ারী পর্ব্বতের উপত্যকা)

উন্মত্তভাবে দিল্‌জান, পার্শ্বে তোরাব।

তোরাব। দিল্‌জান, দিল্‌জান, একটুখানি চুপ কর্।

দিল্‌জান। না, না, একটুখানি চুপ করা ভাল নয়। আমায় একেবারে চুপ করিয়ে দাও। পিস্তলের একটুখানি আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে, যাতনা-ভরা ময়ূসের জীবনের যবনিকা ফেলে দাও।

তোরাব। ছি দিল্‌জান! ইচ্ছে ক'রে কষ্ট পা'স্‌নি।

দিল্‌জান। কষ্ট, কিসের কষ্ট? ওমরাও সাহেব! তোমার প্রাণের আশঙ্কা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে, উদ্বেগ-ভরা জীবনের গোণা দিন কাটানর চেয়ে, মায়ূসের মৃত্যুযাতনা বেশী? কখন নয়। ওপরে অব্যয় জ্যোতিঃ করুণাবান্ খোদা, অনন্ত আকাশের মাঝখানে আমার প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি; আমি তোমাদের নামে শপথ ক'চ্চি, মরণের যাতনা আর মায়ূসের নেই। মায়ূস্‌কে মেরে ফেলে সুখী কর। জীবনে কারুর আদর পাইনি। এ দুনিয়ায়, তুমিই আমায় আদরে রেখেচো। আজ আদর শেষ ক'রে দাও। পায়ে পড়ি, আজ আমায় মত্তে হুকুম কর। তোমার যত্নের ডোর্ আল্‌গা ক'রে না দিলে, মায়ূসের প্রাণ, কিছুতেই বেরুবে না। ওমরাও সাহেব, আমায় মুক্ত ক'রে দিয়ে সুখী কর।

তোরাব। তোকে ছেড়ে, কি নিয়ে থাক্‌বো মায়ূস্! নিষ্ঠুর!! কাকে ছেড়ে যাবি? তোরাব, মান ঐশ্বর্য্য চায় না। এ দুনিয়ার, সমস্ত ধন রত্নের অধীশ্বর হ'তে চায় না। শুধু, চির-অনাদৃতা, অযত্ন-পালিতা, উত্তাপ-মলিনা, দিল্‌জান চায়। তোর কসম, তোরাব খোদা চায় না। তোরাব দিল্‌জান চায়।

দিল্‌জান। প্রভু! ঈশ্বর!! আমায় পেলে সুখী হও? নাও। তোমার পায়ে উৎসর্গ করা প্রাণ, আবার তোমার পায়ের কাছে রইলো। যত্নে, অযত্নে, যাতে ইচ্ছে হয়, রেখো।

[চরণতলে পতন।

তোরাব। (দিল্‌জানের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া) মায়ূস্, একটু জিরোও। (স্বগত) খোদা, আমার পাপে দিল্‌জানকে কষ্ট দিও না। মরুভূমে স্বর্ণসরোজিনি ফুটিয়ে দিয়ে, জীবনের মধুর প্রভাত, নিশার নিবিড় অন্ধকারে পরিণত করো না, যাতনাময়ী দিল্‌জানকে নীরবে ঘুমুতে দাও। আমার উদ্বেলিত হৃদয়ের অশান্ত তরঙ্গকে, একটুখানির জন্যে স্থির ক'রে রাখ।

(পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর আলিজানের উত্থান)

আলিজান। একটু খানির জন্যে নয়। চির কালের জন্যে, আজ স্থির হ'য়ে থাক্‌বে। এক গুলি নষ্ট ক'রেছ! এক গুলিতে পিস্তল খালি হয় না, তুমিও একটু খানি ঘুমোও। আজকের মতন একটু খানি ঘুমিয়ে নাও। আজকের ঘুমুনোই, তোমার জীবনের শেষ ঘুমনো ক'র্‌বো।

তোরাব। ঘুমিয়েচে, অনেক যাতনা পেয়ে সরলা ঘুমিয়েচে। সংসার! চাতুরীময় সংসার! আর তোমার কোলে ফিরে যাব না। দুনিয়া, দুষ্‌মনি নিয়ে সুখী হ'ক্‌। আমি ধ্যানের প্রতিমা পেইচি। আমি ধ্যানের প্রতিমা নিয়ে সুখী হব। বড় ঘুম এলো, একটু শুই।

(শয়ন)

আলিজান। (অগ্রসর হইয়া) এইবার, এইবার সুযোগ পেইচি, এমন সুযোগ আর জীবনে পাব না।

(অপর শৃঙ্গ হইতে লুক্কায়িত ভাবে গফুরের অবতরণ।)

গফুর। নির্লজ্জ শয়তান! এ দুনিয়ায়, মাত্তে গেলে ম'ত্তে হয়।

আলিজান। (পিস্তল দ্বারা তোরাবকে লক্ষ্য করিয়া) এইবার, এইবার।

গফুর। (পিস্তল দ্বারা আলিজানকে লক্ষ্য করিয়া) খোদা, তুমি মনে বল দাও। দুনিয়ার মালীক, তুমি মনে বল দাও।

(আফগানশার সহিত দীর্ঘবর্শাধারী অনুচর-বেষ্টিত শা-আলমের প্রবেশ।)

শা-আলম। উন্মাদ যুবক, নিরস্ত হও। এ দুনিয়ায় খুন করা বড় নয়। এ দুনিয়ায় ক্ষমা করা বড়। খুন ক'ত্তে শিখো না। দুনিয়ায় ক্ষমা ক'ত্তে শেখ।

গফুর। নূতন কথা, দুনিয়ায় খুন করা বড় নয়। দেবতায় ব'লেচে, দুনিয়ায় খুন করা বড় নয়। সাহানশা! লুরিস্থানের রাজলক্ষ্মী, ইস্পাহানের কারাগারে।

(গফুরের অদৃশ্য হওন)

শা-আলম। সে কি!

আফগান। গ্রেফ্‌তারের আদেশ দিন।

শা-আলম। না, ভয়ার্ত্তের অনুসরণ ক'রো না। দুর্ব্বলকে পীড়ন, খোদার প্রতিনিধি সাহানশার ধর্ম্ম নয়। (তোরাবের প্রতি) সওদাগর সাহেব, তোমার স্ত্রী ভাল আছে?

তোরাব। কে আপনি?

আফগান। পারস্যসম্রাট্ তোমার সম্মুখে; অবনত মস্তকে দাঁড়াও।

শা-আলম। হতভাগ্য যুবক! চাতুরী ক'রে যার স্ত্রী হরণ ক'রেচো, আমিই সেই মোসাফের।

আলিজান। সুলতান! আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিন। আমারই বুদ্ধির দোষে, লুরিস্থানের রাজলক্ষ্মী ইস্পাহানের কারাগারে।

শা-আলম। বেশ, সম্রাজ্ঞীকে সসম্ভ্রমে রাজ-অন্তঃপুরে আন।

[কতিপয় অনুচর সহ আফগানশার প্রস্থান।

দিল্‌জান। সাহানশা, এ দুনিয়ায় কেউ দোষী নয়। পতিহন্ত্রী দিল্‌জানের অদৃষ্ট দোষী। কাউকে হত্যার আদেশ দেবেন না। আমায় হত্যা করুন। ধর্ম্মের পালক, অপরাধীকে হত্যা করুন?

শা-আলম। উন্মত্তা বালিকা! যে শিখা হৃদয়ে পোষণ ক'রে রেখেচো, তার চেয়ে অধিক শাস্তি দুনিয়ায় নেই। খোদা, অশান্তির অনল চির-নির্ব্বাপিত ক'রে দাও। ধরণীর মলিন হৃদয়, স্বর্গীয় শ্যামল আভায় আবার বিভাসিত কর। ধরিত্রীর কোমল বুকে, শান্তির উৎস আবার ছুটিয়ে দাও। জন্মভূমির চিরপ্রফুল্ল বদন, সন্তান-যাতনায় আর কাতর রেখো না। ধর্ম্মের শুভ্রজ্যোতিতে মাতৃভূমির পুণ্য নিকেতন

চির-উজ্জ্বল ক'রে রাখ। খোদা, পাপীর হৃদয়ে শাস্তি দিন। জ্যোতির্ম্ময়ের করুণা-কণা ধরণীর তাপদগ্ধ বুকে বিকীর্ণ হ'ক।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—••—

(উদ্যান)

(জলিলের প্রবেশ।)

জলিল। এইবার বাবা, আর কারুর নিস্তার রাখ্‌ছিনি। এই হানা দেবার জন্যে, ঘাঁটী আগ্‌লে দাঁড়ালুম। কাঁচা-বয়িসী লোক দেখেছি কি, অম্‌নি বোঁ কিত্‌ কিত্‌ ভ্রর্‌র্‌ ভোঁ। একবার কাউকে পেলে হয়!

প্রথম নর্ত্তকীর প্রবেশ।

১ম নর্ত্তকী। কি মিঞা সাহেব! এদ্দিন ছিলে কোথায়?

জলিল। দেখেচ বাবা! একবার বিদ্যে শেখার মজাটা দেখ। এখনও মন্তর ছাড়িনি, এরই মধ্যে আমার জন্যে প্রাণ ধড়্‌ ফড়্‌ ক'চ্চে।

১ম নর্ত্তকী। কি সাহেব, কথা ক'চ্চোনা যে, রাগ ক'রেচো বুঝি?

জলিল। (হাসিয়া) আনার বিবি, তোর ওপর কি রাগ ক'ত্তে পারি? জলিল, সব পার্‌বে, শুধু, তোকে কষ্ট দিতে পার্‌বে না। বিবিজান! তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক। আমি তোমারই হ'য়ে থাক্‌বো। বুঝ্‌লে?

১ম নর্ত্তকী। মিঞা সাহেব, সেই ভাবনাতেই, আমার ঘুম হ'চ্চে না। মাইরি ভাই! তোমায় দেখ্‌লেই, তোমার জন্যে, আমার প্রাণটা, কেমন কেমন ক'রে ওঠে।

জলিল। য়্যাঁ! তবে ত' রাজযোটক হ'য়ে গেছে। তোকে দেখ্‌লেও, তোর জন্যে আমার প্রাণটা, কেমন কেমন ক'রে ওঠে। এই ব'ল্‌চি কি, আমার লজ্জা ক'চ্চে।

১ম নর্ত্তকী। কি ব'ল্‌বি, বল্‌না?

জলিল। এই ব'ল্‌ছিলুম, তুই যদি আমার জানের জান হ'য়ে থাকিস্‌, তা হ'লে আমি তোকে, মানুষ ভোলানর মন্তর শেখাই। আনার রে! তুই যে আমার কি ক'রিচিস্‌, তা আর তোকে কি ব'লবো।

১ম নর্ত্তকী। তোর আবার কি ক'রিচি রে?

জলিল। গীত।

তুমি, সাদা মনের কপাট ভেঙ্গে, প্রাণ্‌খানি ক'রেছ চুরি।
এখন মুচ্‌কে হাসা তোমার হাতে, হেঁচ্‌কে টানা, প্রেমের ডুরি॥
শুধু, হয়না যেন ভালবাসা,
মোচন্‌মানের মুরগী পোষা,
মাচ্‌কে টোপ দিতে আসা, ওরে বাস ছোটা, আধ-ফোটা কুঁড়ি॥

(জলিলের নৃত্য এবং আনারের বস্ত্র ধারণ।)

১ম নর্ত্তকী। দুর মিন্সে! কাপড় ছাড়! এ—রে!!

[প্রথম নর্ত্তকীর প্রস্থান।

জলিল। বিবি! পালাবে কোথায়? বোঁ কিত্‌ কিত্‌ ভ্রর্‌র্‌ ভোঁ। এইবার তোমায় লাট্টু বানাবো বাবা, লাট্টু বানাবো। বোঁ কিত্‌ কিত্‌ ভ্রর্‌র্‌ ভোঁ।

[জলিলের প্রস্থান।

(জেলে ও জেলেনীর প্রবেশ।)

জেলেনী। বলি, কি সোণার চাঁদ! তোর ঢলাঢলিই সার হ'ল? একটা মাচ্‌ও তুল্‌তে পাল্লিনি? যা, তুই কোন কম্মের নোস্‌!

জেলে। দোষ আমার, না তোর?

জেলেনী। কি রকম?

জেলে। কিরকম আবার কি?

গীত।

জেলে। ওরে গিল্‌টি করা সোণার যাদু! তোমায় চিনিচি।
জেলেনী। থাক্ থাক্ তোর, মুরদ্ জেনেচি।
জেলে। তোর ভারি ভুরি, জারি জুরি, বুঝ্‌তে পেরেচি॥
জেলেনী। ও তোর, হাল্‌কা কাঁটা তলায় নাকো, আমার কি বল্ দোষ,
ফেল্‌তে গেলে, হয় গো দেরি, মিছে কর রোষ;
জেলে। ও তুই, ক্যাপ্‌লা রাখিস্ বাগিয়ে ধ'রে, ঘোচাব আপশোষ্॥
উভয়ে। এখন, তো ক'রে থো, মুখের বড়াই, তোমায় বুঝিচি॥

[উভয়ের প্রস্থান।

(জলিলের পুনঃ প্রবেশ।)

জলিল। য়্যাঁ! একি হ'ল বাবা। পাঁচ পাঁচশো টাকা জল দিলুম। এই বাবা, নাকে কাণে খৎ। আর কখন মেয়ে মানুষের পেছুনে ঘুর্‌বো না। এতদিন যদি খোদাকে ডাক্‌তুম্, মুখের চালাকি ছেড়ে দিয়ে, সত্যিই যদি দেশের কাজে লাগতুম্, তা হ'লে ইহকাল পরকাল হ'ত। আমি যেমন আহাম্মুক্, আমার তেমনি সাজা হ'য়েছে। এ পাঁচশো টাকা ঠকা নয়, এ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আনার! বেশ মন্তর শিখিয়ে দিয়েছিস্। এ দুনিয়ায়, মানুষ

বশ ক'ত্তে হ'লে, মানুষের ভাল ক'ত্তে হয়। ভালবাসাই, এ দুনিয়ায়, মানুষ বশ কর্‌বার মন্তর।

(জলিলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

(দরবার)

সিংহাসনে শা-আলম ও মহাতাব, নিম্নে আফগানশা ও সভাসদ্‌গণ, এক পার্শ্বে তোরাব ও দিল্‌জান, অপর পার্শ্বে আলিজান ও হোসেন্‌আলি।

শা-আলম। হোসেনআলি! সন্তোষের সহিত, তোমার অন্যায় উপায়ে অর্জ্জিত সম্পত্তি, নিরাশ্রয়কে প্রদান কর। আলি-সাহেব! যে প্রায়শ্চিত্ত, তুমি নিজের ইচ্ছেয় গ্রহণ ক'রেচো, যথার্থ তা তোমার উপযুক্ত। তুমি অনুতাপদগ্ধ হ'য়ে, সংসার ছেড়ে, মোসাফিরি নিতে যাচ্চ, যাও। উচ্চ কার্য্যে ব্রতী হও। করুণাময় খোদা, তোমার অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করুন। আর, ওমরাও সাহেব! অত্যাচারপ্রাপ্তা তোমায় ক্ষমা ক'রেচেন, সেজন্যে তাঁর কাছ থেকে তুমি মুক্ত হ'তে পার। কিন্তু দীন মোসাফেরের প্রাণে, যে আঘাত ক'রেচো, তার জন্যে, তোমায় শাস্তি নিতে হবে। তোমার হৃদয়বতী স্ত্রী, তোমায় যে শাস্তি দেবেন, খোদা করুন, সেই শাস্তিতেই যেন তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

দিল্‌জান। সাহানশা! আপনার আদেশে, ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রেখে, স্ত্রী তার পূজনীয় পতিকে এই শাস্তি দিচ্চে, যে মনোবৃত্তি দমনে অক্ষম, ঘোর মিথ্যাবাদীর শ্রেণীভুক্ত হ'য়ে, তার স্বামী চিরদিনের জন্যে নিন্দনীয় হ'য়ে থাকুক।

শা-আলম। বালিকা! তোমার আত্মত্যাগ, নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। খোদা করুন, দ্বিতীয় মৃত্যু সদৃশ এই অপমান, যেন তোমার অদৃষ্টের দোষ খণ্ডন করে।

আফগান। সুলতান! এক মোসাফের, আপনার কৃপা-ভিক্ষুক হ'য়ে, দ্বারদেশে অপেক্ষা ক'চ্চে।

শা-আলম। আফগান-শা! যাচকের জন্য, এ দরবার চির-উন্মুক্ত থাক্‌। মনে পড়ে, অনেক দিন আগে, একজন মোসাফের সাহায্যপ্রার্থী হ'য়ে এসেছিল? আজও আবার একজন এসেছে। খোদা! এই আশীর্ব্বাদ কর, যাচকের প্রার্থনা পূর্ণ ক'ত্তে না পারার আগে, শা-আলমের অস্তিত্ব যেন, জগৎ থেকে লোপ হ'য়ে যায়।

(মোসাফেরের প্রবেশ)

মোসাফের। খোদা নবীন ভূপতিকে দীর্ঘজীবী করুন। ধরণীশ্বর! অনেক দিনের যাতনার বোঝা নিয়ে, দাম্ভিক ফকির, আজ আবার তোমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়েচে। যে মোসাফের, ভগবান্ ছাড়া, আর কারুর কাছে কখন মাথা হেঁট্‌ করেনি, দানবীর নরপতি! অন্তরের সহিত সেই মোসাফেরের সেলাম নাও। সুলতান! আজ আমি তোমার প্রার্থী।

(সিংহাসন হইতে শা-আলমের এবং মহাতাবের অবতরণ।)

শা-আলম। বন্ধু, কি চাও বল? শা-আলম, চিরদিনই প্রার্থীর দাস।

মোসাফের। (নতজানু হইয়া) জাঁহাপনা! তোমার দেওয়া রাজ্য, ফিরিয়ে নাও। নিশ্চিন্ত মনে আমায়, ভগবান্‌কে ডাক্‌বার, আবার অবসর দাও। সুলতান! হিংসা ভরা প্রাণ নিয়ে পরীক্ষা ক'ত্তে এসে, তোমার কিছু ক'ত্তে পাল্লুম না। তুমি নবাব ছিলে, সম্রাট্ হ'লে আমার কিন্তু যথেষ্ট শাস্তি হ'ল। তাপহর! আমার জ্বালার বোঝা তুলে নাও। আমি খোদাকে নিয়ে সুখী ছিলুম, আমায় খোদাকে নিয়ে আবার সুখী হ'তে দাও।

শা-আলম। (হস্ত ধারণ করিয়া উঠাইয়া) নির্লিপ্ত মহাপুরুষ! দেওয়া রাজ্য ফিরিয়ে নিলে, সুখী হও? দাও।

মোসাফের। সাহানশা! এতদিনে আমি মুক্ত হ'লুম। এতদিনে খোদাকে ডাক্‌বার, আবার আমার অবসর হ'ল। বাদ্‌শা! দান ক'ত্তে গেলে, দক্ষিণে দিতে হয়,

(শাজাদাদ্বয়কে লইয়া দানিশমন্দের প্রবেশ)

দক্ষিণা স্বরূপ, তোমার অমূল্যরত্ন, হারান ছেলে দুটী নাও। খোদা সকলের মঙ্গল করুন। প্রেমময়ের প্রেমের সংসারে, সকলে যেন, শা-আলমের মতন প্রেমের জিনিষ সওদা করে। বুঝে চ'ল্‌তে পাল্লে, সকলের কাছেই, সংসার মরুভূমি নয়, এ শান্তিময় প্রেমের পাথার।

মহাতাব। বাবা, এ প্রেমের পাথারে, শুধু দিল্‌জানই নিরানন্দ প্রাণে রইলো?

মোসাফের। মা! কখন নয়। দ্বিতীয় মৃত্যু সদৃশ অপমানেই, তার অদৃষ্টের দোষ খণ্ডন ক'রেচে। বুঝে চ'ল্‌তে পাল্লে, সক... কাছেই, এ সংসার সংসার নয়, এ প্রেমের পাথার।

দানিশ। বাবা, এ প্রেমের পাথারে, নাকানি চোবানি না খাইয়ে, তোমার অপোগণ্ড শিশুর, একটা ধর্‌বার খুঁটী দাও।

আফগান। তুমি, সুলতানের সাহায্যে প্রতিপালিত হবে।

(বন্দনাকারিনীগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

বন্দনাকারিণীগণ। গীত।

আজি দশ দিশি প্রেমে হাসিয়া।
প্রেমের পবনে, জলদ নিলীন, চাঁদিমা উঠেছে ভাসিয়া॥
হৃদি মঞ্জু কুঞ্জ ভবনে,
জাগে প্রেম-বিধু, মধু-পবনে,
আজি প্রেমমাধুরী, প্রেমময় প্রাণে, নীরবে যেতেছে বহিয়া।
আজি, প্রেমের পাথারে, ফিরেছে গান,
অধীর হিয়ার, থেমেছে তান,
শুধু, মুখরিত যত, প্রেম-তটিনী, প্রেমের পাথারে আসিয়া॥

যবনিকা পতন।

